পাঁচালী

নবম খণ্ড।

অর্থাৎ

নানাবিধ রাগ রাগিণী সহিত

৺ দাশরথী রায় মহাশয়ের প্রণীত।

শ্রীযুত রামতারণ রায় মহাশয় দ্বারা প্রাপ্ত।

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীবেহারিলাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

এন, এল্, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৬৫ আহীরীটোলা।

১২৭৮।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনগণ সন্নিধানে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে এই নবম খণ্ড পাঁচালী আমার অনুমতি ব্যতিরেকে যিনি ছাপাইবেন তিনি ইংরাজী ১৮৪৭ সালের ২০ আইনের মর্ম্মানুসারে ঐ আইনের অধীন হইতে হইবে।

শ্রীবেহারিলাল শীল।

পাঁচালী।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।
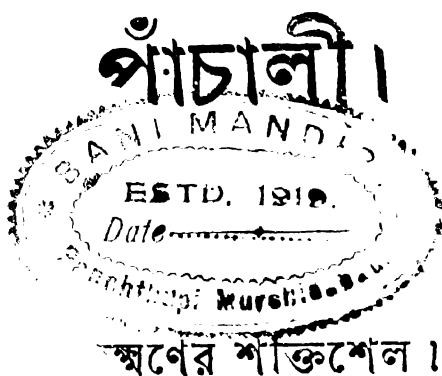
লক্ষ্মণের সমরে, ইন্দ্রজিত প্রাণে মরে, সুখে পূর্ণিত অমরে, দেখিয়ে বিমানে। করে জয়ধ্বনি সুরপুরে, লক্ষ্মণের শিরোপরে, পুষ্পবৃষ্টি করেন সুরগণে।। বলেন সাধু সাধু হে লক্ষ্মণ, এত দিনে সুলক্ষণ, দেবের হইল জ্ঞান হয়। দেখিলাম পৃথিবীর, মধ্যে তব তুল্য বীর, নাই আর কহিলাম নিশ্চয়।। তোমরা সূর্য্যবংশ তিলক, রক্ষা কর ত্রিলোক, গোলোকের ধন ভূলোকে অবতীর্ণ। সামান্য নন তব জ্যেষ্ঠ, পূজেন সদা সুরজ্যেষ্ঠ, দেব শ্রেষ্ঠ স্বয়ং ব্রহ্ম পূর্ণ।। কে বুঝে তোমার অন্ত, তুমি সাক্ষাৎ অনন্ত, স্বয়ং লক্ষ্মী জগন্মাতা সীতা। রাবণ তাঁর গণ্য নয়, কর্ত্তে পারেন সৃষ্টি লয়, তিনি কভু সীতা কখন অসীতা।। স্বয়ং রুদ্র অবতার, ভৃত্য রাম জগৎপিতার, পলকে ত্রিলোক নাশিতে

পারে। এখন এই ভিক্ষা মাগে দেবে, দেবের ধন দেবে দেবে, কবে বধে দুষ্ট নিশাচরে ।। শুনি ঈষদ্ হাসি লক্ষ্মণ, সঙ্গে মিতা বিভীষণ, আর পরম ভক্ত বীর মারুতি। জয়ী হয়ে সমরে, ভেটিবারে শ্রীরামেরে, চলেন আনন্দ ভরে অতি ।। হেথা কটক মধ্যে নবঘন, থাকি দেখিছেন ঘনং, হেনকালে লক্ষ্মণেরে হেরি। ঘনং জল আঁখিতে, লক্ষ্মণেরে কোলে নিতে, যান রাম দুবাহু পসারি ।। করে লক্ষ্মণে কোলে জগৎপিতে, জয়ধ্বনি করে কপিতে, হেথায় রণবার্ত্তা দিতে, ভগ্নদূত চলে। প্রবেশিয়ে লঙ্কায়, গিয়ে অতি শঙ্কায়, রাবণ অগ্রে রোদন করি বলে ।। শুন মহারাজ নিবেদন, কহিতে হয় হৃদে বেদন, ইন্দ্রজিত পড়িল সমরে। এই কথা শুনিবা মাত্র, বারিপূর্ণ কুড়ি নেত্র, বক্ষে কুড়ি করাঘাত করে ।। ছিল রাবণ সিংহাসনে, কুড়িশির ধরাসনে, লোটায় মূর্চ্ছিত দশানন। চেতন পাইয়ে পরে, কাঁদে রাবণ উচ্চৈঃস্বরে, কোথা আয় রে প্রাণের মেঘনাদ তোর হেরি চন্দ্রানন ।।

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

কোথায় গেলিরে ইন্দ্রজিতে। আমার এসকল
ঐশ্বর্য্য, হলরে অসহ্য, না হেরিয়ে তোমার সে
রূপ মাধুর্য্য, তব বীর্য্য ভয়ে কাঁপে চন্দ্র সূর্য্য,
ইন্দ্রে বেঁধেছিলি ইন্দ্রজিতে ।।

তোমার বাহুবলে নাশিলাম সব, শাসিলাম

রিপু যত কত কব, এসব বৈভব তোমা হতে
সব, আজ মরে প্রাণে তোর পিতে ॥
গেলি পুত্র এখন শোকে আমি মরি, শূন্য হল
আমার স্বর্ণ লঙ্কাপুরী, বনচারী জটাধারীর
নারী, চুরি করে এনে কালসীতে ॥

কুড়ি নেত্র ভাসে জলে, পুত্রশোকে হৃদয় জ্বলে, হলো রাবণ উন্মাদের প্রায়। করিতে শোক সম্বরণ, পাত্র মিত্র শুক সারণ, মন্ত্রী তখন রাবণে বুঝায় ॥ ক্ষান্ত হও লঙ্কাপতি, তোমাতে সকল উৎপতি, চিন্তা কিসের আপনি বর্ত্তমানে। ভণ্ড লক্ষ্মণ রামেরে, এখনি সমরে মেরে, রণজয় করিবেন চলী রণে ॥ সারথি সাজাক রথ, হবে পূর্ণ মনোরথ, দশরথ পুত্র দুটা বধে। কোন্ কর্ম্ম হবেনা আটক, পালিয়ে যাবে বানর কটক, কিন্তু ঘরপোড়াকে আন্তে হবে বেঁধে ॥ সেই বানরটাই কুয়ের মূল, সমূলে কল্লে নির্ম্মূল, সকল কর্ম্মে আগিয়ে বেটা জুটে। বেটার কি ভাই লেজ লম্বা, চেহারাটাও আখাম্বা, কিন্তু গুণের মধ্যে দেখালে রম্ভা, অগ্নি সঙ্গে ছোটে ॥ বেটার দয়া মায়া নাই শরীরে, গাছ পাথর নে যুদ্ধ করে, ঐ বেটাই সকল কল্যে শূন্য। তখন মন্ত্রী বাক্যে শোক পাসরি, শঙ্কর চরণ স্মরি, বলে রাবণ সাজ২ সৈন্য ॥ প্রাণের ইন্দ্রজিত মরে, স্বয়ং যাব সমরে, শুনে শব্দ স্তব্ধ অমরে, কাঁপে বসুন্ধরা। পূরাতে রাজার মনোরথ, মাণিক জড়িত রথ, সারথি সাজায়ে যোগায় ত্বরা ॥ বলে মারিব লক্ষ্মণ করিলাম কোটি, যারে ডরায় তেত্রিশকোটি, চলে

সেনা বিরাশী কোটি, শব্দ ভয়ঙ্কর। বলে বধিব নর বানরের জীবন, নৈলে ধিক রাবণ জীবন, মিথ্যা নাম শঙ্কর কিঙ্কর।। আমি রাবণ ত্রিভুবন বধি, এসে লঙ্কায় সেই অবধি, বেঁচে রয়েছে অদ্যাবধি, একড় আশ্চর্য্য। কল্যে বংশ ধ্বংস লণ্ড ভণ্ড, বলে পরমহংস রামা ভণ্ড, আজি নাশিব ব্রহ্মাণ্ড, হয়েছিলাম ধৈর্য্য।। হেথা অন্তঃপুরে মন্দোদরী, রাজার প্রধানা সুন্দরী, পুত্রশোকে ছিলেন অচৈতন্য। সৈন্য রব বাদ্য ধ্বনি, করি শ্রবণে শ্রবণ ধনী, ধায় আঁখিতে বারি পরিপূর্ণ।। দেখে রণসাজে দশানন, সেনা সাজে অগণন, শুকায়েছে চন্দ্রানন, বলে ছি ছি কি কর। ওহে নাথ করি বারণ, কার সঙ্গে করিবে রণ, ক্ষান্ত হও লঙ্কার ঈশ্বর।।

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

তাই করি হে বারণ, করো না আর রণ, লও
শরণ নীলবরণ চরণ পল্লবে। কেন রণসাজে,
আর কি রণ সাজে, কে জিনে ভুবন মাঝে সে
লক্ষ্মীবল্লভে।।
জাহ্নবীর জল চন্দন তুলসীতে, যে চরণ পূজেন
হর হরষিতে, তাঁর হরণ করে সীতে, সবংশ
নাশিতে, আনিলে হে, চল, ফিরে দেও সীতে,
সেই রাঘবে।।
মানব জ্ঞানে অশোক বনে রাখিলে সীতে,
পারেন পলকে সীতে ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে, তুমি

যাও সীতে অসিতে নাশিতে, জ্ঞান নাই হে
ঐ সীতে কি আসিবে যে যা ভাবে ভবে ॥

শুনে রাবণ বলে, মন্দোদরী দিতে এলি শিক্ষে। তুই জানিস জানকীকান্তে আমার অপিক্ষে ॥ বিধির উপর দেয় বিধি মরি ঐ দুঃখে। শিবকে চাস যোগের বিষয় দিতে যোগশিক্ষে ॥ নারদকে দেয় দেখ কৃষ্ণ ভক্তির দীক্ষে। বৃহস্পতির বানান ফলার নিতে চাস পরীক্ষে ॥ জয় বিজয় দুই ভাই ঠাকুরের দ্বার করিতাম রক্ষে। গোলোক ত্যজে এসেছি মুনির শাপ উপলক্ষে ॥ শত্রুভাবে তিন জন্মে পাব কমলাক্ষে। সাত জন্মে পাব চরণ ভজিলে পরে সখ্যে ॥ আমাকে বুঝাতে কিবল এসে সকল মূর্খে। সহেনা২ আমার এতদিন অপিক্ষে ॥ বলিতে২ রাবণ ক্রোধে হুতাশন। রথে আরোহণ হন যথায় আসন ॥ উষ্মায় করিছে শব্দ দশনে দশন। বলে দিয়ে দণ্ড ভণ্ডরে আজ করিব শাসন ॥ করে নর বানরে লণ্ডভণ্ড মম ভদ্রাসন। দেবের নিকটে হৈল এ বড় ভৎসন ॥ খেলে যারে খেতে পারি সে হয় দুঃশাসন। নখে খণ্ড২ করি পাইলে সুদর্শন ॥ শৃগাল হয়ে বাঞ্ছা করে সিংহের আসন। সে চায় বিভীষণে দিতে মম সিংহাসন ॥ তখন সসৈন্যে যায় রাবণ সিংহনাদ করে। সারথি চালায় রথ পশ্চিম দুয়ারে ॥ সম্মুখে দেখিতে পায়ে পবননন্দনে। বলে কোথায় লুকায়ে রেখেছিস ভণ্ড রাম লক্ষ্মণে ॥ আজ বিভীষণ সহিত পাঠাব যমালয়। আজিকার রণে সৃষ্টিস্থিতি করিব প্রলয় ॥ শুনি হাসি২ অমনি কহিছে হনুমান। যাবি

ইন্দ্রজিতের কাছে বেটা আজ করছি অনুমান।। বেটা নির্ব্বংশ হলি তবু শ্রীরামে না চিন্‌লি। সুধার সাগর ত্যাগ করিয়া হলাহল গিল্লি।।

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল একতালা।

ওরে ও পাষণ্ড ভণ্ড বলিস শ্রীরামধনে। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানি, মার্কণ্ডেয় আদি মুনি, আছেন হরের রমণী, চিন্তামণির পদ ধ্যানে।। ওরে রাম যে অখিলের পতি, যাঁরে ভজে প্রজাপতি, সুরধুনী উৎপত্তি ঐ চরণে। ভবে তরিবার তরণী জীবের নাই ঐ পদ বিনে।। পাষাণ মানব পদ পরশে, নামে জলে শিলা ভাসে, কাষ্ঠতরি স্বর্ণ চরণের গুণে। ভাবিস সামান্য মূঢ় অজ্ঞান, ভেবে তাঁরে দৃঢ় জ্ঞান, ভব গুণ গান শ্মশান শ্মশান ভবনে। না ভাবিয়ে দাশরথী রহিল ভববন্ধনে।।

তখন সসৈন্যে ত্বরান্বিত উপনীত রাবণ। যেখানে কটক মধ্যে ভুবন জীবন।। চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত আছে বানর অগণন। দেখে হেসে২ কহিছে সব নিশাচরগণ।। ঐ রামের সম্মুখে বসে দাঁত খিচাচ্চে ঐ বেটার নাম নল। সমরেতে ফেরে বেটা যেন দীপ্তানল।। ঐ মোটা পেট করে মাথা হেঁট কিবল লম্বা ল্যাজ উহার। বিদ্যার মধ্যে করেন পৃথিবীর কলাবাগান সংহার।। ঐ উত্তর ধারে মাথা ধরে গাচুলকায় বসে। বানর একটা হতো গোটা যদি আহার পেত

কসে ।। ভোজনে দড় সুগ্রীব বুড়, ঐ বসে পশ্চিম পাশে। ওর বলবুদ্ধি পাশের আঙ্গুল কিবল মাথা নাড়িছে বসে।। ঐ ঘরপোড়াটা বিষম ঠ্যাটা বেটার কি ভাই বল। ঐ বানর বেটাদের মধ্যে কিবল ঐ বেটাই প্রবল।। ওর লেজের সাটে ভুবন ফাটে যখন খিচিয়ে উঠে দাঁত। আমরা আতঙ্গেতে গড়িয়ে পড়ে অমনি কুপকাত।। ঐ দক্ষিণ ধারে লেজটী নাড়ে বসে বালির বেটা। রাবণের ঘাড়ে চড়ে মুকুট কেড়ে এনেছিল ঐ বেটা।। অঙ্গদ বীর মন্দ নয় সংগ্রামেতে রোকা। ঐ লেজটী বেঁড়ে ঐ ভেড়ের ভেড়ে বানরের মধ্যে বোকা।। ঐ নীল বানরটা কোণে বসে মিটির২ চায়। চাপা চাপি দেখলে বেটা পিছিয়ে দাঁত খিচায়।। কেউ বলে ভাই ভাগ্যে যাথাক দেক্তে বড় ভাল। লেজটী আছে গাটি সাদা মুখটী কেমন কাল।। আজ সমরে যদি রামেরে জিনি বানরগণে। এদের একটাকে ধরে পিজরেয় পূরে নিয়ে রাখবগে বাগানে।। বানর পালে যে জন পালে খরচ নাইত দড়। কলা কুমুড় সসা মূল দিলেই বাধ্য বড়।। খাদ্যের ওদের বিচার নাই তাতেও ওরা ভাল। পাতা লতা ফল কি ফুল যাহক পেলেই হল।। নাই গুণের কম দেখনা রকম প্রভুভক্ত বটে। ঐ দেখ পোষমানলে পশুজেতে প্রাণপণেতে খাটে।। আর একটী আছে কল ওদের গলায় শিকল দিয়ে রাক্তে হয় আটকে। পারি পাঁচ দিনেতে পোষ মানাতে যদি না যায় কটকে।। যদি রম্ভাতক গোটাকত রাখি বাগানের পাশে। কলার কাঁদি দেখে বসে২ বেটাদের যাবে মন বশে।। তখন

এইরূপ নিশাচরগণ কহে পরস্পরে। গাছ পাথর লয়ে বানর প্রবেশে সমরে॥ রাবণ কহিছে রোষে নিজ সারথিরে। চালা রথ মারি শীঘ্র ভণ্ড তপস্বিরে॥

রাগিণী বাহার মূলতান। তাল কাওয়ালী।

দেরে দেরে শরাসন সারথি রে। চালা রথ মনোরথ পূরাই বধে আজ দশরথ সুত দাশ-রথীরে॥
তায় সসৈন্যে দিব উচিত দণ্ড, দেখিব কি করে যোগী ভণ্ড, কে রাখে ব্রহ্মাণ্ডে নর বান-রের রুধিরে সাগর করিব সাগর তীরে।
আমি কোদণ্ড ধরিলে নিতান্ত, এই অনন্ত ব্র-হ্মাণ্ড মম অখণ্ড দাপে কাঁপে রবিসুত, রসা-তল পাঠাই বসুমতিরে॥

অগ্রে সেনা পাছে রাবণ, আতঙ্কে কাঁপে ত্রিভুবন, উ-ভয় দলে হইল মহামার। ক্রমে নিশাচর চরে, মারে বানর গাছ পাথরে, সৈন্য সব হইল সংহার॥ মারে বানর গাছ পাথর, কাঁপে রাবণ থর২, কখন বানর কটক জয়ী কভু দশানন। কীল নাথী চড় মারে, বলে রাক্ষস বাপরে মারে, না পারে পবনকুমারে বিংশতি লোচন॥ ক্রোধভরে লঙ্কেশ্বর, বেছে২ তীক্ষ্ণ শর, হানে রাম কিঙ্কর উপরে। বিন্ধিছে বানর অঙ্গ, দিল বানর রণে ভঙ্গ, নীল বানর করিতে রঙ্গ, উঠে দশমুণ্ডোপরে॥ হল বিব্রত পৌলস্ত্যনাতি, মারে রাবণের মাথায় নাথি, মারে চড় দশাননের গালে। একটা মাথ

হলে পরে, তাহলেওবা ধর্ত্তে পারে, দশমুণ্ডের উপরে আনন্দে নীল খেলে।। তখন হাসে নীল খিল২ মারে কীল ঘাড়ে। ধড়াধড় মারে চড়, টেনে চুল উপাড়ে।। রাবণ ভাবে কি উপায় নীল বানর কোথায়। করে দাপ করে প্রস্রাব রাবণের মাথায়।। মুখ বুক দিয়ে প্রস্রাব গড়িয়ে পড়ে যত। দুর্গন্ধে দশস্কন্ধের প্রাণ ওষ্ঠাগত।। একেত দুর্গন্ধ তাতে বানরের প্রস্রাব। দশানন বলে প্রাণ গেল বাপ২।। বলে ওরে বেটা দুরাচার কি কল্লি মাথায় বসে। নীল বলে কিছু মনে করনা মূতেছি তরাসে।। করে প্রস্রাব দিয়ে লাফ পলায় নীল বীর। তখন সমরে প্রবর্ত্ত হন লক্ষ্মণ সুধীর।। ডেকে বলেন লক্ষ্মণ ওরে ভ্রান্ত রাবণ। কথা শোন যদি তুই রাখিবি জীবন।।

রাগিণী সুরটমোল্লার। তাল কাওয়ালী।

যদি রাখিতে জীবন রাবণ করিস বাসনা মনে।
একান্ত দুখান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে নিতান্ত,
মিলে শরণ শ্রীকান্ত শ্রীচরণে।।
শুক নারদের যায় পরমার্থ, মহাযোগী যায়
কৃতার্থ, বিধি ব্যাস আদি না পান সাধনে।
জ্ঞান পরিহরি সে হরির শক্তি হরলি কেমনে।।
তুইত অতি মূঢ়মতি, সম্প্রীতি রেখে সম্প্রতি,
সঁপিতিস মতি দৃঢ় জ্ঞানে। তুই করিস তার
উপরে দর্প, যে হরে ত্রিভুবনের দর্প, এ যে·

সর্প দর্প নাশিতে ভেকের মনে, যে ধন নয়ন
মুদে, সদা সাধেন ত্রিনয়নে ।।

আছে হেঁট মাথায় লজ্জিত রাবণ বানরের প্রস্তাবে। সক্রোধে লক্ষ্মণ বীর কহেন বীর দাপে ।। আজ মলি বেটা দশানন তোর পূর্ণ হল পাপে। তোয় মারিব নিশ্চয় দেখি রাখে তোর কোন বাপে ।। আর নাই রক্ষে তোর পক্ষে পড়েছিস রামের কোপে। করে হেঁট মাথা ভাবলে মাথা থাকেনা কোন রূপে ।। তোর পারেন না ভার ভূভার আর সহিতে কোন রূপে। থাকৃবি কতকাল নিকট হল কাল রাম তোর এসেছেন কালরূপে ।। শুনে উষ্মায় করিয়ে সার রাবণ উঠে কোপে। বেটা সাধকরে এসেছিস্ ধরিতে কাল-সাপে ।। বেটার গলাটিপ্‌লে বেরয় দুগ্ধ পোঁদে গিয়েছিস বুড়িয়ে। জ্ঞান নাস্তি পাবি শাস্তি মস্ত হচ্ছিস্ খুঁড়িয়ে ।। ঐ বিদ্যায় অযোধ্যায় হতে দিয়েছে তাড়িয়ে। ঢেলে ঘোল বাজিয়ে ঢোল মাথা দিয়েছিল মুড়িয়ে ।। রাজার ছেলে হলে কি হয় বুদ্ধি গিয়েছে কুড়িয়ে। বানরের মতন হয়েছে বুদ্ধি বানরের সঙ্গে বেড়িয়ে ।। জ্যেঠা বেটার কথা শুনে গাটা উঠ্‌ল জড়িয়ে। পাকাম করে লঙ্কেশ্বরে কেন মারিস পুড়িয়ে ।। লঙ্কায় এসেছিস বেটা মথায় পা বাড়িয়ে। এখনি সমরে তোর মাথা যাবে গড়িয়ে ।। অমনি বলিতে২ রাবণ ক্রোধে হুতাশন। অবিরত নানা অস্ত্র করে বরিষণ ।। নিশ্বাস বহিছে যেন প্রলয়ের ঝড়। ঘন২ সিংহনাদ দন্ত কড় মড় ।। বিংশতি করেতে রাবণ ছাড়িতেছে বাণ। অমনি

বাণে২ লক্ষ্মণ করেন নির্ব্বাণ ।। ডেকে কন লঙ্কাপতি শুনরে লক্ষ্মণ। তোরে মারিব পশ্চাতে অগ্রে মারি বিভীষণ ।। সক্রোধেতে শেলপাট দশানন ছাড়ে। চক্ষের নিমিষে লক্ষ্মণ শেল কাটি পাড়ে ।। ব্যর্থ হল শেলপাট ক্রোধিত রাবণ। শক্তিশেল ধনুকে যুড়িল ততক্ষণ ।। ডাক দিয়ে লক্ষ্মণেরে কহিছে রাবণ। রক্ষাকর দেখি বেটা আপনার জীবন ।। ছাড়ে রাবণ শক্তিশেল মন্ত্রপুত করে। শক্তিশে-লের গর্জ্জনেতে কাঁপে চরাচরে ।। দুরন্ত শেলের মুখে অগ্নি জ্বলে ধক২। অন্য কি ছার দেখে ভাবিত পাবক ত্র্যম্বক ।। বায়ুবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের বুকে। হাহাকার শব্দ অমনি হইল ত্রিলোকে ।। রণজয় করে লঙ্কায় চলিল রাবণ। চেতন হারায়ে লক্ষ্মণ ভূতলে শয়ন ।। ঘন২ ঘনবরণ বলেন গাতোল লক্ষ্মণ। বিপদে পড়িয়ে কাঁদেন বিপদভঞ্জন ।।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

কেঁদে আকুল নারায়ণ, বলেন গা তোল ল-
ক্ষ্মণ, আর ধরায় কতক্ষণ রবি হেরি কুলক্ষণ,
মলিন চন্দ্রানন।
কি বিষাদে খেদে মুদিলি নয়নতারা, বল রে
প্রাণাধিক তুই রে নয়নতারা, কি করিলে
যেমন অন্ধের নয়নতারা, ভাই রে, হারায়ে
কাতরা, মন্দ ছিল তারা আসি যখন বন ।।
তোর দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়, এ
বক্ষে কি দারুণ শক্তিশেল সয়, এত কি প্রাণে·

সয়, ছিল মনে যে আশয়,ভাইরে,হল নিরাশয়,
এখন গিয়ে নীরালয় ত্যজি পাপ জীবন ॥

তখন বারিপূর্ণ সুলোচন, উচ্চৈঃস্বরে পদ্মলোচন,'কান্দি-
ছেন লক্ষ্মণে করি কোলে। পড়ে অকূলকাণ্ডারী অকূলে,
বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে, কমলাঙ্গ লুটায়ে ধরাতলে ॥
বলেন বিধি আমায় কুপিতে, বনে এলাম হারালেম পিতে,
তাইতেঁ তাপিতে হয়ে থাকি। ধিক্২ আমার জীবনে,
এসে পঞ্চবটীর বনে, রাবণ হরিল জানকী ॥ দেখে তোর
চাঁদবদন, সে বেদন হল নিবেদন, এখন এ বেদন কিসে
বল নিবারি। এ জ্বালা কিসে নিবাই, হারাইয়ে প্রাণের
ভাই, বল ভাই কি উপায় করি ॥ হাঁরে আমায় কে আর
এনে দিবে ফল, সকলি হল বিফল, আমার প্রতি প্রতি-
ফল এই কি বিধির বিধি। আমার জন্যে বনে বনে, কষ্ট
পেয়েছ জীবনে, তাই ভেবে তোর এই কি হল বিধি ॥
একবার কথা কয়ে রাখরে জীবন, তুই আমার জীবনের
জীবন, ত্রিভুবন শূন্যময় দেখি। ধিক্ আমায় ধিক্ ধিক্,
প্রাণ তুল্য প্রাণাধিক, হারা হলেম কাজ কি আর জানকী ॥
থাকুক সীতে অশোক বনে, সাগরের জীবনে, জীবন এখনি
সমর্পিব। কি বলে যাব অযোধ্যায়, যাওয়া উচিত অর-
ণ্যায়, থাকতে প্রাণ কি লক্ষ্মণে ত্যজিব ॥ আমার বক্ষে
সদা রবে লক্ষ্মণ, ভ্রমণ করিব অনুক্ষণ, শিবে সতী লয়ে
যেমন ভ্রমেছিলেন ভব। বলিতে কথা প্রাণ বিদরে, হারা
হয়ে সহোদরে, দেহে জীবন রাখা কি সম্ভব ॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

ওরে ভাই লক্ষ্মণ, একি হেরি কুলক্ষণ, কি দুঃখে ভাই মুদিলি নয়ন। একবার ডাকরে দাদা বলে, লক্ষ্মণ রে ও বদনকমলে, দুঃখের কালে আমার জুড়াক রে জীবন॥

কাজ কি আমার রাজ্যে, কাজ কি আমার ভার্য্যা, যদি তুমি কল্লে সমরশয্যা শয়ন। দুঃখ আর সইতে নারি, তোর শোকে ভাই মরি মরি, দারুণ শক্তিশেলে কত পেলি রে বেদন॥

ভাই হারায়ে তোমারে, ধিক্ ধিক্ আমারে, এখন পাপদেহে রয়েছে জীবন। একবার কও রে কথা, দূরে যাক মোর মনের ব্যথা, হারাই অকূল সাগরে অমূল্য রতন॥

হয়না শোক সম্বরণ, দূর্ব্বাদল শ্যামবরণ, কেঁদে কন লক্ষ্মণেরে ডাকি। শুন ওরে প্রাণের ভাই, এজ্বালা কিসে নিভাই, জীবন লয়ে কি সুখে আর থাকি॥ কেঁদে কন দামোদর, হারা হয়ে সহোদর, সংসারেতে কি সুখে লোক থাকে। ভার্য্যা গেলে ভার্য্যা হয়, গেলে রাজ্য রাজ্য হয়, সহোদর মেলেনা এতিন লোকে॥ শুনরে দারুণ বিধি, আমার প্রতি কি এই তোর বিধি, হৃদির নিধি লক্ষ্মণে হরিলি। অযোধ্যায় হব রাজা, সিংহ হয়ে হলেম অজা, সকল সাধে বিষাদ করিলি॥ তাতেও আমার ক্ষতি নাই, আবার হরণ কল্লি

প্রাণের ভাই, এজ্বালা কি সহ্য হয় বুকে। ত্যজ্য করে সিংহাসন, শয়নাসন কুশাসন, তাতেও সুখি লক্ষ্মণের মুখ দেখে॥ এ যাতনা কারে কই, বাদ সাধিলেন মাতা কৈকৈ, সইতে নারি কহিব দুঃখ কারে। অযোধ্যায় আর যাবনা ফিরে, কি কব কৌশল্যা মারে, কি ধন দিয়ে তুষিব সেই সুমিত্রা মাতারে॥ মা যখন সুধাবে কথা, রাম এলি আমার লক্ষ্মণ কোথা, কি কথা কহিব মায়ের কাছে। ধিক২ আমার জীবনে, উচিত জীবন জীবনে, সঁপিয়ে যাই সহোদরের কাছে॥ সহোদরের শোক যে যে পেয়েছে, তার দেহে প্রাণ কেমনে আছে, পক্ষিহীন থাকে যেমন খাঁচা। বারি শূন্য সরোবর রাজ্য শূন্য নরবর, সহোদর শূন্য তেম্নি বাঁচা॥ ভার্য্যা রাজ্যে কার্য্য নাই, কোথা লক্ষ্মন প্রাণের ভাই, অন্ধকার হেরিরে জগৎময়। একবার ডাক তেম্নি করে দাদা বলে, আয়২ ভাই করি কোলে, দুঃখের সময় যুড়াক রে হৃদয়॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল মধ্যমান।

কি হল হায় কি নিশি পোহায়। আজ রে,
কেন ভাই নিরব রব রব কি হারায়ে তোমায়॥
রাখিয়ে তোরে অন্তরে, পাইরে বেদন, ও
চাঁদবদন, হেরি অন্তরে, কি লয়ে অযোধ্যা
যাব কি কব সুমিত্রা মাতায়॥
কেন ভাই হলে বিবর্ণ, স্বুবর্ণ জিনি তোমার

ছিল সুবর্ণ, শশীবদন মসি হল সে বর্ণ লুকাল কোথায় ।।

শোকেতে ব্যাকুল রাম, কান্দিছেন অবিরাম, অবিশ্রাম কমল আঁখিতে বারি। ভবের বিপদ হারি যিনি, বিপদে পড়েছেন তিনি, বুঝায় রামে উন্মাদের প্রায় হেরি ।। কহে মন্ত্রী জাম্বুবান, ভয় নাই ভগবান, কার সাধ্য মারিতে লক্ষ্মণে। ঔষধার্থে মধুসূদন, পাঠাও পর্ব্বত গন্ধমাদন, আনিবারে পবননন্দনে ।। শুন রাম রঘুমণি, উদয় হলে দিন-মণি, বাঁচাতে নারিব কোনমতে। গন্ধমাদন আর লঙ্কায়, ছয় মাসের পথ হয়, কার সাধ্য যাইতে সে পথে ।। শুনে কন বিপদভঞ্জন, ওরে আমার বিপদভঞ্জন, তোমা বিনে কেহ নাই সংসারে। তুমি গিয়ে গন্ধমাদন, ঔষধ আনি লক্ষ্মণের জীবন, দান দাও বাছা শীঘ্র করে ।। শুনে কন হনূমান, এই জন্যে ভগবান, এত চিন্তা চিন্তামণি তোমার। আজ্ঞা পেলে কৃপাসিন্ধু, গোষ্পদ জ্ঞানে পার হই সিন্ধু, অসাধ্য কায জগবন্ধু কিআছে আমার।। দিলেন রাম অনুমতি, প্রণমি পদে মারুতি, রামের আরতি শিরে ধরি। করেন নিজ কীর্ত্তি প্রকাশ, মস্তক ঠেকিল আকাশ, উঠে আকাশ রামজয়২ করি ।। হেথা লঙ্কায় থাকি রাবণ, জেনে বিশেষ বিবরণ, মনেং করিছে উপায়ণ ঐ বেটা আপদের গোড়া, হল ঘোর পোড়া ঘরপোড়া, ঐ বেটা বুঝি গন্ধমাদন যায় ।। বলে মা কর শঙ্করি শ্যামা, কোথ? গো কালনেমি মামা, তোমা বিনে কে আছে হিতকারী। করি মামা নিবেদন,

কর আমায় নির্বেদন, গিয়ে পর্ব্বত গন্ধমাদন গিরি।। মারিলে পবনকুমারে, লঙ্কার অর্দ্ধেক তোমারে, দিব ভাগ অর্দ্ধেক রমণী। এইরূপ রাবণ ভাষে, শুনে কালনেমি আনন্দে ভাসে, মুচ্‌কে হেসে কহিছে অমনি।। যাই তাতে ক্ষতি নাই, বাছা তোমাকে বিশ্বাস নাই, ফাকি দিয়ে বারকর ছাগল ছা। তার যাবা মাত্রেই সারব দফা, যাহক এখন একটা রফা, আগিয়ে কেন ভাগ চুকাওনা বাছা।। বরং থাকুক স্থাবর অস্থাবর বিষয়, কায নাই এখন সে সব আশয়, নারীর ভাগটা চুকিয়ে ফেল আগে। কায নাই রেখে সে সব গোল, তোমার সঙ্গে গণ্ডগোল, করা ভাল নয় যা থাক এখন ভাগ্যে।। মনমধ্যে করোনা রাগ, করেনিব ঘুটিভাগ, ঐটি বাপু হয় ভাগের রীত। চক্ষুলজ্জা কল্লে পরে, ঠককে হয় জানি পরে, ভবিষ্যত ভেবে করা উচিত।। করে কালনেমি এইরূপ রস, রাবণ হয়ে মনে বিরস, বলে পৌরষ কর বসে কেবল ঘরে। জানি বিদ্যা বুদ্ধি যত গুণ, আহারের বিষয় শতগুণ, এইবার মামা দেখিব তোমারে।। হেথায় চলেন পবন অঙ্গজ, বলে কোটী মত্তগজ, শব্দে স্তব্ধ হইল ত্রিভুবন। শ্রীরাম পদে সঁপে মন, ঔষধ আন্তে করেন গমন, করে রামগুণানুকীর্ত্তন।।

রাগিণী জয়জয়ন্তী মল্লার। ঝাপতাল।

মজনা মজনা মন জানকীবল্লভ পদে। ত্যজ না
ত্যজ না সদা ভজনা হৃদে নয়ন মুদে।।
জেন অনিত্য সংসার, ভুলনা যেন সারাৎসার,

ত্রিসংসার সকলি অসার, মজনা সংসারমদে।
ওরে যাতে জনম জন্মহরা, জাহ্নবী শঙ্করদারা,
সদানন্দে সদানন্দ ধারণ করে যে পদ হৃদে।
না ভজে ঐ দাশরথী, কুমতি পাতকী দাশ-
রথী, না করে সঙ্গতি ও ধন, দুঃখ পায় সে
পদে পদে ॥

মুখে শব্দ জয় শ্রীরাম, করিতেছে অবিরাম, নাই বিশ্রাম হনূর বদনে। কি ছার পবন গতি, যায় হেন দ্রুতগতি, সঁপে মতি শ্রীরাম চরণে॥ গন্ধমাদন লঙ্কায়, ছয় মাসের পথ গণনায়, ক্ষণমধ্যে যাইয়ে বীর তথায়। বিবরণ শুন পরে, উত্তরি পর্ব্বতোপরে, খুঁজিয়ে ঔষধ নাহি পায়॥ কত কব সে বিস্তার, ক্রমে রুদ্র অবতার, নানা বিঘ্ন করি নিবারণ। দেখে কুঠরি মধ্যে একটা বসি, হনূমান তার নিকটে আসি, প্রণমিল তপস্বির চরণ॥ আছে কালনেমী মায়া করে, জিজ্ঞাসে রাম কিঙ্করে, বলে আসুন২ আসুন মহাশয়। হনূমানের যে কাযে আসা, কহিল সকল আশা, পশ্চাতেতে আসা যে আশয়॥ মুনি কয় রাম কিঙ্করে, অনেক দিন অবধি করে, অতিথের পাইনে দরশন। এলে কৃপাকরি আমার স্থান, কর আহারাদি স্নান, আছি চৌদ্দ-বৎসর অনশন॥ পূরাও আমার আশা, তোমার যে কার্য্যে আসা, সব আশা পূর্ণ হবে পরে। দেখিছেন হনূমান, কাঁদি২ মত্তমান, নানাফল বর্ত্তমান জিহ্বায় জল সরে॥ ঔষধ লয়ে যাব পরে, আহার টা করি উদর পূরে, গায়ে বল না

হলে পরে, কেমন করেই বা যাই। কাচা কাপড় যাচা মেয়ে, উপস্থিতটে ত্যাগ করিয়ে, গেলে সে দিন আহার যুটে নাই।। কলার কাঁদি দেখে বসে২, তখনি গিয়াছে মনটা বশে, ইচ্ছা হয় যায় বসে, দেখে মুনি বলে কি কর। আসিতে অনেক কষ্ট হইল, স্নান করে এসো মেখে তৈল, ঐ যে দেখা যায় হে সরোবর।। তৈল মেখে হনুমান, দেখে সরোবর বিদ্যমান, স্নান করিতে জলে নাবে বীর। অবগাহন করিবা মাত্র, নখ দিয়ে হনূর ধরিল গাত্র, জলমধ্যে দুরন্ত কুম্ভীর।। অমনি কুম্ভীর ধরি বীর সাপুটে, লম্ফ দিয়ে উঠে তটে, কুম্ভীরের নাশিল পরাণি। হলো গন্ধকালির শাপ মোচন, পেয়ে উপদেশ বচন, যায় হনূমান যথা মায়া মুনি।। বলে বেটা দুরাচার নিশাচর, ঐ বেটা রাবণের চর, আমার মনের অগোচর নাই। যারে ভজে চরাচর, আমি সেই রামের চর, শমন গোচর এ বেটারে সত্বরে পাঠাই।। বেটা আমার কাছে করিস মায়া, জানিসত আমার যত মায়া, মহামায়া এলে ফেরেন নাই। অমনি বাড়ায়ে লেজ জড়ায়ে ধরে, কালনেমি ডাকে গঙ্গাধরে, রক্ষা কর হনূমানের করে, প্রাণ পেয়ে পলাই।। আবার কখন প্রাণের ভয়ে, ডাকে কোথা রাখ অভয়ে, সভয়ে কর মা পরিত্রাণ। কখন বলে কোথা হরি, হনূমান লয় জীবন হরি, তুমি না ভয়হারি ভগবান।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল পোস্তা।

কোথা শঙ্কর আসি এ কিঙ্করে রক্ষা কর। এ

দাসের বিনা দোষে, জীবন নাশে রাম
কিঙ্কর।।
ধনের লোভে এলাম গন্ধমাদন শিখর, কায
নাই ধন, থাকিলে জীবন, খাব ভিক্ষে করে
ওহে হর। কোথা জগদম্বা ওমা যন্ত্রণা হর,
কোথা হে মধুসূদন, বিপদ তারণ বিপদ হর।।

হনূমান যত লেজ টানে, কালনেমি তত লেজ টানে, হেঁচকা টানে লেজ মচ্‌কাতে না পারে। হইয়ে ক্ষুদ্র আকৃতি, বার হয়ে হয় নিজাকৃতি, মারে কীল পবন কুমারে।। উঠে শব্দ লুম হাম, মারে নাথী গুম গাম, ধুম ধাম হইল সমরে। কভু জয়ী নিশাচর, কভু জয়ী রামের চর, কাঁপিতেছে চরাচর, বিমাসে অমর।। রুষিয়ে পবন অঙ্গজ, বলে বলে কোটি মত্তগজ, কালনেমিকে জড়ায়ে লাঙ্গুলে। আতঙ্গে কালনেমি বলে, ভাই কি হবে মেলে দুর্ব্বলে, পলাই ভাই প্রাণটা রক্ষে পেলে।। শুন রে হনূ কথা শুন, যেমন তোদের বিভীষণ, নিয়েছে শরণ আমিও তাই চরণে। শুনে ক্রোধে বলে পবন সুত, ডেকেছে তোরে রবিসুত, যা আশুত সাক্ষাৎ কারণে।। এখন মিতালির কর্ম্ম নয়, তোর রাবণ বাবা কোথা এ সময়, ধরেছে তোমার পবন বাবার ছেলে। এক আছাড়ে ফেল্‌ব পিষে, এখন বাঁচাক এসে তোর মেশো পিশে, এই বেটা পলা দেখি পিছলে।। না হয় ডাক তোর কোথা খুড়া জ্যেঠা, আছে তোর যে যেখানে যেটা, ল্যাজটা টেনে বাহির কর্ত্তে

তোকে। এসে রাক্তে পারেনা তোর ভগ্নিপতি, জানিসত রাম গোলোকপতি, যখন তার কিঙ্কর ধরেছে তোকে॥ অমনি হয়ে হনূমান ক্রোধান্বিত, শ্রীরাম স্মরি ত্বরান্বিত, নিশাচরে পর্ব্বতে আছাড়ে। সাপুটে বীর ল্যাজের সাটে, টেনে ফেলে রাবণ নিকটে, যেন বায়ুভরে গিরি উপাড়ে পড়ে॥ দেখে ভাবিয়ে বিস্ময় রাবণ, গেল কনক লঙ্কাভুবন, জীবন সংশয় আর রক্ষে নাই। আছে আর কি বিধান, না পাই করে সন্ধান, নাহি ফিরে যাহারে পাঠাই॥

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল একতালা।

মন্ত্রী বল কি করি এক্ষণে। আর যাতনা সয়না প্রাণে, মজলো কনক লঙ্কাপুরী, বনচারি, জটাধারী রামের রণে॥
কোথা গেল আমার ছিল এত সৈন্য, দশদিক আমি সদা হেরি শূন্য, হৃদয় হয় বিদীর্ণ, হারা হয়ে প্রাণাধিক কুম্ভকর্ণে॥
পুত্রশোকে একে সদা দগ্ধ কায়, কোথা গেল ইন্দ্রজিত অতিকায়, এ দুঃখ কব কায়, কে আছে লঙ্কায়, ঐ বড় খেদ মনে। যাদের বাহুবলে শাসিলাম সব, বধিলাম কত, বাঁধিলাম বাসব, এখন শব প্রায় হয়ে কত সব, বিপক্ষ ভবনে॥

রাবণ বলে কি হল দায়, কি করি মন্ত্রী এ বিধায়, নর বানরে লঙ্কা মজাইল। পাঠাই যারে সমরে, নর বানরের

হাতে মরে, পুনরায় কেহ নাই ফিরিল।। বলে লঙ্কার অধিকারী, সুমন্ত্রণা এর কি করি, এই যুক্তি শুনহে সকলে। পাঠাও এখন ভাস্করে, উদয় হতে শীঘ্র করে, রথ লয়ে গগণ মণ্ডলে।। হলে উদয় দিনমণি, লক্ষ্মণ মরবে অমনি, রাম মরিবে অনুজ শোকেতে। ডেকে কয় ভাস্করে, যাও তুমি ত্বরাকরে, উদয় হতে উদয় গিরি পর্ব্বতে।। বিলম্ব করনা সূর্য্য, শীঘ্র প্রকাশ কর বীর্য্য, সহ্য আর হয়না কোনমতে। শুনে কন দিবাপতি, কেমনে লঙ্কার পতি, উদয় হব নিশাপতি থাকিতে।। হয়েছে হদ্দ অর্দ্ধ নিশি, দীপ্তমান রয়েছে শশী, শুনে রাবণ হয় কোপান্বিত। দেখে রাবণের রাগ দুস্কর, ভয়ে চলেন ভাস্কর, হইতে উদয় গিরি ত্বরান্বিত।। হেথায় কালনেমিরে করি দমন, ঔষধার্থে করে ভ্রমণ, না পারে বীর করিতে নির্ণয়। বলে যা কর রাম চিন্তামণি, করে পর্ব্বত ধরে অমনি, উপাড়িয়ে মাথায় তুলে লয়।। করি শব্দ ভয়ঙ্কর, করি রামকার্য্য রাম কিঙ্কর, পবনপুত্র চলে পবনবেগে। করে শব্দ জয় শ্রীরাম, ডাকিতেছে অবিরাম, হেন কালে দেখে পুর্ব্বদিগে।। উদয় হয় ভাস্কর, মনে গণি দুস্কর, দিবাকর নিকটে গিয়া কয়। একি অসম্ভব হেরি, থাকিতে অর্দ্ধ শর্ব্বরী, কেন উদয় হও মহাশয়।। তব বংশে উৎপত্তি, রামরূপে ত্রৈলোক্যপতি, গুণমণি লক্ষ্মণ অনন্ত। রাবণেরই পুরাবে ইষ্ট, লক্ষ্মণের করবে প্রাণ নষ্ট, চরণে ধরি কৃপা করি হও ক্ষান্ত।। দয়াকর হও হে ধৈর্য্য, কর কিছু রাম সাহায্য, এসো দুজনায় করি হে মিতালি। তুমি ভানু

আমি হনূ, উভয় অঙ্গ একতনু, এসো দুজনে করি কোলা-কুলি ।। তখন হনূমান মহাবলি, বলে কাছে এসো বলি২, গলাগলি করি জড়িয়ে ধরে। মুখে বলে জয় বগলে, দিবা-করে করে বগলে, ভয়ে সূর্য্যের নয়ন গলে, আর ডাকে শ্রীরামেরে ।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

কৃপা কর এ কিঙ্করে কৃপাময়। তব কিঙ্করে করে জীবন সংশয়, অশেষ যন্ত্রণা প্রাণে আর নাহি সয়, বিনা অপরাধে বধে, শরণাগত ও পদে, পড়ে বিপদে ডাকি তোমায় ।।
তুমি ভক্ত ভয় হারি হরি ত্রৈলোক্যে, ভূলোকে সেই উপলক্ষে, যদি ভক্তে কর রক্ষে, হের আসি পদ্ম চক্ষে, রেখেছে পবনসুত কক্ষেতে আমায় ।।

ডাকে সূর্য্য ঘন২, দেখা দাও নবঘন, বরণ রাম রঘু-মণি। পবনপুত্র হনূমান, হরিল আমার মান, ভয়ে মরি কাঁপিছে পরাণি ।। আবার মনে২ ভাবে সূর্য্য, প্রকাশ করি নিজ বীর্য্য, পোড়াইতে পারি হনূমানে। থাকিতে হল করে সহ্য, করি কিঞ্চিৎ রাম সাহায্য, কি হবে বিবাদ করে বান-রের সনে ।। এখন এই যুক্তি মনে লয়, রাবণ বেটা যমালয়, গেলে হয় দেবের নিস্তার। মান গেল সব রসাতলে, খাটি বেটার হুকুম তলে, আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে তার ।। এত কি প্রাণে সহ্য হয়, যম হয়ে বেটার রাখে হয়, রজক হয়ে শনি

কাপড় কাচে। ছত্রধরে নিশাকর, ইন্দ্র হয়েছেন মালাকার, রত্নাকর কিঙ্কর এ অপমানে প্রাণ বাঁচে।। ত্রিলোক মাতা কালী যিনি, প্রহরি হয়ে আছেন তিনি, লঙ্কার দ্বারে থাকেন আদ্যাশক্তি। এম্নি বেটা দুর্জ্জয়, সকলে মানে পরাজয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি প্রজাপতি।। এইরূপ দুঃখে ভানু ভাষে, শুনে হনূমান হাসে, থাক তোমাকে ছেড়ে দিবনা আর। বুঝি নানান কথায় মন ভুলায়ে, উদয় হবে গগণে গিয়ে, রাবণ কার্য্য করিবে উদ্ধার।। তখন মাথায় পর্ব্বত বগলে ভানু, বায়ুবেগে চলেন হনূ, বাড়ায়ে তনু শত যোজন প্রায়। ছাড়াইল নানা গ্রাম, সম্মুখেতে নন্দীগ্রাম, শ্রীরাম কিঙ্কর দেখিতে পায়।। শুনেছি প্রভুর নিকটে, সেইত এই গ্রাম বটে, যাইনা সংবাদ নিয়ে দিয়ে। যায় ঘোর শব্দ করে, ভরত বলেন কেরে২, যায় রামের পাদুকা লঙ্ঘিয়ে।। হয়ে করে ভরত কোপাংশ, রামানুজ রামাংশ, ধ্বংস জন্য বাঁটুল মারেন হৃদে। বজ্রসম বাঁটুল প্রহারে, রাম২ শব্দ করে, বলে হনূমান রাখ রাম বিপদে।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান ঠেকা।

কোথা হে অনাথ বন্ধু হরি, মরি২। দারুণ
বাঁটুল প্রহারি, দাসের জীবন লয় হে হরি।।
ধ্যান করে ঐ কমল পদ, জ্ঞান করি সিন্ধু
গোষ্পদ, যে করে ও পদ সম্পাদ, তার থাকে
কি বিপদ, ভব নদীর তরী ঐ পদ, জীবে দেও

হে মোক্ষপদ, আমার বাঞ্ছা নাই আর অন্য
পদ, ওহে ভক্ত বিপদ হারি ॥

পড়ি বীর ধরণীপরে, ডাকে ব্রহ্মপরাৎপরে, যাতনা পায় বক্ষপরে, পবননন্দন। ছিল যত হৃদয়ে বেদন, রাম নামে হয় নির্বেদন, নৈলে নাম বিপত্তে মধুসূদন কেন॥ ভরত রামনাম করি শ্রবণ, যেন মৃতদেহে পায়ে জীবন, ভবন হতে বাহির হইয়ে অমনি। যেখানে পবনসুত, আসি দশরথ সুত, বলেন বল২ বল আশুত কোথা চিন্তামণি॥ পশুজাতি বনে থাকা, পেলি নাম সুধামাখা, যে নামের গুণের লেখা যোখা নাই। তুমি কে কার পুত্র, তোমার সঙ্গে দেখা কুত্র, কি সূত্রে তাঁর তত্ত্ব পেলে ভাই॥ শুনে কন মারুতি তখন, আমি সেই পবননন্দন, রবিনন্দন দমনের দাস। প্রভু ছিলেন পঞ্চবটীর বনে, সীতা মারে হরে রাবণে, করেছেন তার সবংশে বিনাশ॥ লঙ্কায় হয়েছে বীর শূন্য, রাগে হয়ে পরিপূর্ণ, পাপিষ্ঠ আসি যে পুত্রশোকে। শুন তার বিবরণ, রাবণ করিয়ে রণ, মেরেছে শেল লক্ষ্মণের বুকে॥ হলেন লক্ষ্মণ সমরে পতন, দেখে ধরায় হারায়ে চেতন, পড়ে আছেন রাম রঘুমণি। ঔষধ জন্যে যাইলাম, খুঁজে ঔষধ না পেলাম, মাথায় পর্ব্বত তুলিলাম অমনি॥ এই কথা শুনিবা মাত্র, ভরতের ঝোরে নেত্র, কহিছেন পবন-নন্দনে। বিনয়ে বলি তোমারে, চলরে বাছা লয়ে আমারে, রাঙ্গাচরণ দেখিগে নয়নে॥ হয়ে আছি অতি দীন, কমলাক্ষ অনেক দিন, না দেখিয়ে জীবনমৃত প্রায়। আর রাম

কি দয়া প্রকাশিবে, আর কি অযোধ্যায় আসিবে, স্থান কি আমায় দিবেন রাঙ্গাপায়॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

ওরে দীননাথ কি দীনে দিবেন দিন। ভবের নিধি আসিবেন হবে এমন দিন॥
জন্ম লয়ে পাপিনী উদরে, না ভজিলাম দামোদরে, বলিতে হৃদি বিদরে, বল আর কাঁদিব কত দিন। কুরঙ্গে কুসঙ্গে গতি, ক্রিয়াহীন কুমতি অতি, দেন যদি দিন দাশরথী, দাশরথীর আগত দিন॥

তখন ভরত করে রোদন, বলে কোথা হে মধুসূদন, হৃদের বেদন আশু হর। ভেবে পাপিনী কুমার, অপরাধ গ্রহণ আমার, করোনা আর ভবভয় হারি॥ কোথা গো মা সীতা সতী, সন্তানে হয়ে বিস্মৃতি, আছ লক্ষ্মী রাবণের ভবনে। কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়, শাস্ত্রে কয় শুনেছি শ্রবণে॥ দুঃখের কথা কারে কই, পাপিনী মাতা কৈকৈ, এ যাতনা দিবার মূল তিনি। শুনে শেল বাজে বুকে, শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে, তার মস্তক কাটা উচিত এখনি॥ পাপিনীর পাষাণ কায়া, বনে নব নিরদ কায়া, দিয়ে লজ্জা হয়না দেখাতে মুখ। পিতারে করিল নাশ, সর্ব্বনাশী সর্ব্বনাশ, কল্লে আমার কইতে ফাটে বুক॥ হেথা কৌশল্যা রাণী সুমিত্রা, শ্রীরামের শুনিয়ে বার্ত্তা, আসিছেন কাঁদিয়ে২। ডাকিছেন অবিরাম, কোথা রাম কোথা রাম, বলে

পড়েন চেতন হারাইয়ে ।। জ্ঞান শূন্য ধরাতলে, ভঁরত করে ধরে তুলে, নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে । সান্তনা করিছে ভরত, মা পূর্ণ হবে মনোরথ, ত্বরায় আসিবেন রামসীতে ।। তখন রাবণ সঙ্গে বিসম্বাদ, হনুমান বলে সংবাদ, শক্তি-শেলে পড়েছেন লক্ষ্মণ। লয়ে যাই ঔষধি, সুমিত্রা কন মহৌষধি, আছেতো সেথা শ্রীরামের চরণ ।। সেই কমল আঁখির চরণ লয়ে, দিবে লক্ষ্মণের বুকে বুলাইয়ে, তার কাছে আর কি ঔষধ আছে। তোরে ধিক্ তোদের মন্ত্র-ণায় ধিক্, মরে শক্তিশেলে প্রাণাধিক, ঔষধ খুঁজ মহৌষধি থাক্তে কাছে ।।

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

ও হনুমান আমার রামকে নারিলি চিন্তে চর্ম্ম চক্ষে। সৃষ্টি স্থিতি, লয় উৎপতি, হয় যে রামের কটাক্ষে ।।
ভাবিলে সে পদ, রয় কি বিপদ, বিপদহারি যার পক্ষে। শিবের সম্পদ, সে কমল পদ, সদা সাধেন সুর যক্ষে ।।
করোনা আর অন্য ঔষধি, থাক্তে কাছে মহৌ-ষধি, অপার জলধি, পারে এলি মরি দুঃখে। প্রাণ কাতরা, মা বাপ ত্বরা, বল্‌গে ত্বরায় পদ্মচক্ষে। ও নীলবরণ, যুগল চরণ, দেও রাম লক্ষ্মণের রক্ষে ।।

শুনে হনূমান কয় নই বিস্মৃতি, রাম যে তোমার আপ্ত-বিস্মৃতি, হয়ে আছেন রাবণের শঙ্কায়। লোমকূপে যাঁর চৌদ্দভুবন, শত সহস্র কোটী রাবণ, কটাক্ষে যাঁর ভস্ম হয়ে যায়॥ দেখ জনকনন্দিনী সীতে, পলকে সৃষ্টি নাশিতে, পারেন তিনি রাবণের ভয়ে ভীত। গুণের যাঁর নাই অন্ত, লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ অনন্ত, রাক্ষসের মায়ায় তাঁর জ্ঞান হত॥ এইরূপ হনূমান ভাষে, শুনে কৌশল্যার নয়ন ভাসে, বক্ষ ভাসে ভরতের নয়ন জলে। তখন পবনপুত্র মহাবল, জানিতে ভরতের বল, কাতর হয়ে ভরতেরে বলে॥ হলাম তব প্রহারে মৃতবৎ, তুলিতে নারি পর্ব্বত, কৃপা করি খুড়া মহাশয়। আমায় হও কৃপাবান, শুনি ভরত ছাড়িল বাণ, গিরিসহ হনূমান, শূন্যমার্গে যায়॥ ভরত বাণে দেন হনূমানে তুলে, রামজয়২ শব্দ তুলে, ক্ষণমধ্যে সাগর পারে বীর। গিয়ে বলে হে মধুসূদন, এনেছি গিরি গন্ধমাদন, আর চিন্তা কেন রঘুবীর॥ তখন সুষেণ ঔষধ লয়ে, বিধি-মতে বাটিয়ে, দেন ঔষধ লক্ষ্মণের বুকে। উঠিলেন গৌর-বরণ, দূর্ব্বাদলশ্যামবরণ, চুম্ব দেন লক্ষ্মণের মুখে॥ যথা ছিল গন্ধমাদন, রেখে এলেন বায়ুনন্দন, কক্ষহতে ছেড়ে দেন ভাস্করে। বামে লক্ষ্মণ দক্ষিণে রাম, হেরি বানরে জয়২ রাম, আনন্দেতে অবিরাম করে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান ঠেকা।

কি অপরূপ শোভা উজ্জ্বল। হায়, রঘুকুল
তিলক, রূপে ত্রিলোক হয়েছে আলো॥

দেখরে করে নিরীক্ষণ, মরি২ হেমগিরি বা- মেতে লক্ষ্মণ, ত্রিপুরারি অনুক্ষণ, যাঁর পূজেন চরণ কমল। কিবা পদতলারুণ- নখরে নিশা- করের কিরণ, মুনিগণের মন হরণ, হেরে হয় পদ যুগল ॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেল সমাপ্ত।

পাঁচালী।

দুর্ব্বাসার পারণ।

ভারতের বনপর্ব্ব, শ্রবণে কলুষ সর্ব্ব, হয় খর্ব্ব বেদ-ব্যাস বাণী। থাকে ভারতে যাহার প্রীতি, ভারতে তাহার প্রতি, অনুকূল হয়ে শ্রীপতি, দেন পদ তরণি॥ যে রূপেতে অনুকূল, হয়ে রক্ষে পাণ্ডুকুল, করেছেন যদুকুলপতি। তাহার বর্ণন কথা, ভারতে ভারতে গাঁথা, শ্রবণ করিতে সেই কথা, শ্রবণ রাখে পাতি॥ ভারতে যার নাই মন, ভারতে তার মিছে গমন, তারে শমন দণ্ডে২ দণ্ডে। জ্ঞান-শূন্য নর কে, যেতে হয় নরকে, না ভেবে পরাৎপরকে, তার কে বিপদ খণ্ডে॥ তাই বলি ওরে মন, ভাবরে শমন দমন, গমন করিয়ে এ ভারতে। মিছে আসা এ সংসার, ভাব নিত্য সারাৎসার, যদি রাখবি ভবের পশার, সার ভাব ভারতে॥

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল ঢিমে তেতালা।

ভব সঙ্কটেতে তরি কেমনে। ভেবেছ রে মন কি মনে২, গেল কুপথে ভ্রমণে দিন না ভেবে রাধারমণে॥

দুঃখে থাকি জননী উদরে, বলেছিলি দামোদরে, সাদরে পূজিব চরণ বিজনে। আসি সংসার রত্নাকরে, কি রত্ন পেয়েছ করে, ও রত্ন হারালিরে অযতনে। সেই দুস্তারে, কে তোরে নিস্তারে, ভয়ঙ্কর দিনকর সুত আসিবে কর বন্ধনে॥

আশা কুবৃত্তি আছে তোর, নিবৃত্তি করে তারে প্রবৃত্ত হয়ে হরি সাধনে, ভাব বিপদ-ভঞ্জন, হবে বিপদ ভঞ্জন, নিরঞ্জন জ্ঞানাঞ্জন দিবেন নয়নে। ভবে সে পদ, হলে সম্পাদ, দাশরথীর কি বিপদ, থাকে ভব পারে গমনে॥

ভারতে ভারতে রাষ্ট্র, অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র, ক্রূরের ইষ্ট, কুরুকুলের প্রধান। তাহার অঙ্গজ যত, কুমন্ত্রী সব সভাসদ, কুকর্ম্মেতে সদা রত, অসত অজ্ঞান॥ ভবে হয় লক্ষ্মীভাগ্য যার, কি রাজার কি প্রজার, যোটে এসে হাজার২, মজার মজার লোক। কেও থাকেনা বিপক্ষ, পাতিয়ে বসে সম্পার্ক, অসম্পার্ক থাকেনা কোন লোক॥ সদা বিরাজ করেন মন্দিরে, শ্বশুর সম্বন্ধিরে, মামাশ্বশুরের মামার মামাত ভেয়ের ছেলে। বেহায়ের মকরের জ্যেঠা, থাকে যার

যেখানে যে টা, পরিচয় সব দেন যেটা, আত্মীয় ও কুটুম্ব বলে ॥ থাকেন কত শ্যালার শ্যালা, গায়ে উড়ায়ে সাল দোসালা, বাটীতে কিন্তু কোন শালার, চতুঃশালা নাস্তি। তুচ্ছজ্ঞান ব্রহ্মপদ, হাঁটিতে দেন না মাটীতে পদ, পেয়ে পরের সম্পদ, চড়েন হয় হস্তী ॥ যত বেটা খোসামুদে, রাজায় রাখে তোষামদে, মন্ত্রির প্রধান শকুনি মামা যার। দুস্টত্ব কুরুবংশে, জন্ম লয়েছে কলি অংশে, জ্যেষ্ঠপুত্র ধৃত-রাষ্ট্র রাজার ॥ শকুনি বুদ্ধে দুর্য্যোধন, পাশক্রীড়ায় রাজ্য ধন, হরণ করিয়ে যুধিষ্ঠির। বনবাস দেয় দুর্জ্জন, পাঞ্চালী সহিত পঞ্চজন, নিষেধ করিল কতজন, মানে না বারণ ইত্যিরণ। নিষ্ঠুর পাষাণ জীবন, দ্বাদশ বৎসর জন্য বন, প্যাঠাইয়ে ভবন মধ্যে থাকে। হলে জগৎ সংসার বিপক্ষ, ঘটে না বিপদ তার পক্ষ, হয়ে জগদীশ্বর সাপক্ষ, লক্ষ করেন যাকে ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল জৎ।

ভবে ভার কারে ভয়। যারে সাপক্ষ হইয়ে
হরি দেন পদ অভয় ॥
বিপক্ষ ত্রৈলোক্য হলে সবে পরাজয়, মানে,
রণে বনে কি জীবনে, রাখেন ভক্তের জীবনে,
কৃপাময় কৃপা কৃপাণে, রিপু করেন ক্ষয়। তার,
যে ভাবে চরণ দৃঢ় জ্ঞানে, শমনে সামান্য গণে,
ভাবেনা মূঢ় অজ্ঞানে, দাশরথী কয় ॥ খেদে।

দ্বাদশ বৎসর জন্য, বাস করেন অরণ্য, পাণ্ডবগণ পাঞ্চালী সহিতে। রক্ষা করেন চিন্তামণি, আইসেন যান কত মুনি, ধর্ম্মরাজ নৃপমণি, আছেন কাম্যক বনেতে।। হেথায় হস্তিনায় রাজ সিংহাসনে, দুর্য্যোধন রাজ্য শাসনে, পাত্র মিত্র মন্ত্রী সনে, আছেন রাজ সভাতে। বেষ্টিত আছে সভাজন, শকুনি বেটা অভাজন, সম্মুখেতে কত জন, দাণ্ডায়ে যোড় হাতে।। হরিয়ে পাণ্ডবের মান, নিজে মান্য অপ্রমাণ, উঠেছে মান বিমান পর্য্যন্ত। সুরপতি অপেক্ষা সভা, সভার করেছে শোভা, মণি মাণিকের আভা, হয়েছে চূড়ান্ত।। রাজ সভায় আসি নিত্য, নৃত্যকীরে করে নৃত্য, গান করে কত গুণি গণে। আছেন এই রূপে দুর্য্যোধন, হেথা দুর্ব্বাসা তপোধন, একাদশীর করিতে পারণ, ইচ্ছা করে মনে।। আসিছেন ভাসিছেন রঙ্গে, ষাটিহাজার শিষ্য সঙ্গে, হরিগুণানুগুণ প্রসঙ্গে, সমর্পিয়ে মন। ভাবি হৃদে রূপ চিন্তামণির, মুনির নয়নে নীর, দুর্য্যোধন নৃপমণির সভায় গমন।।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু বন্ধু সংসারে। কলুষ
গর্ব্ব খর্ব্বকারি, কুরু করুণা কংসারে।।
যদি হে গতি বিহীন জনে, তার তারে দুস্তারে,
তবে ত্বং মাহাত্ম্য, গুণ বিস্তার হে মুরারে,
সুজন কুজন সঙ্গে, ভ্রমণ সদা কুপ্রসঙ্গে, মগ্ন
সংসার তরঙ্গে, আসি ফিরে বারে বারে।

ক্রিয়াবিহীন কুমতি দীন, দাশরথী দাসেরে
দেহি মাং চরণে স্থান শমন শাসন সংহারে ।।

সত্য নিত্য পরাৎপরে, নাহি যাঁর পর উপরে, সঁপি মন তার চরণ পরে, দুর্ব্বাসা তপোধন। বলেন জয়স্তু নৃপমণি, সভায় দাঁড়ালেন মুনি, মুনিরে প্রণাম অমনি, করে দুর্যোধন ।। যত্নে তখন পাদ্য অর্ঘ্য, দিয়ে আসন যথাযোগ্য, বলে আমার সফল ভাগ্য, তব আগমনে। ভক্তের পুরেতে আসা, ভক্তের পূরাতে আশা, কি আশাতে আশা করে মনে ।। ভাবে ভক্তিভাবে নৃপমণি, দেখিয়ে সন্তুষ্ট মুনি, বলেন শুন নৃপমণি, আসার কারণ। কল্য একাদশীর উপবাস, করে অদ্য তব বাস, এলাম করে অভিলাষ, করিতে পারণ ।। সৌভাগ্য মানিয়ে রাজন, নানাবিধ আয়োজন, মুনিরে করাতে ভোজন, অন্ন ব্যঞ্জন আদি। নানা পিষ্টক পায়সান্ন, ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন, মণ্ডা মুণ্ডী ক্ষীর দুগ্ধ দধি ।। তখন গললগ্নীকৃত বাসে, দাণ্ডায়ে মুনির পাশে, বলে দাসে করি কৃপাবলোকন। প্রস্তুত হয়েছে সমুদয়, গা তুলিতে আজ্ঞা হয়, নাই বিলম্ব করার প্রয়োজন ।। অমনি শিষ্যগণ সমভিহারে, মুনি বসিলেন আহারে, দেরে২ দেরে খারে শব্দ। ভোজন করিছেন সুখে, বাক্য নাই কারো মুখে, একবারেতে সকলে নিস্তব্ধ ।। হয়ে আহারে তৃপ্ত মুনিবর, বলেন মহারাজ মাগ বর, শুনি অমনি নৃপবর, ভাবিছেন মনে২। এমন সময় শকুনি আসি, কহিতেছে হাসি হাসি, লহ বর দ্বিজবর চরণে ।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল পোস্তা।

দ্বিজবর দেন যদি বর নরবর কি ভাব মনে।
থাকে কি বাদ বিসম্বাদ এমন মামা বর্ত্তমানে॥
এই মামার বুদ্ধি বলে, খেলায় ধন রাজ্য নিলে,
দেখ কলে কৌশলে, সংহার করি পাণ্ডব-
গণে॥

শকুনি বলে নরবর, বর যদি দেন দ্বিজবর, চাহ বর মুনিবর চরণে। আগত একাদশীর পারণ, পাণ্ডবগণ যথা রণ, করেন যেন গিয়ে কাম্যক বনে॥ এর যুক্তি একটি আছে রাজন, দ্রৌপদীর হইলে ভোজন, তদন্তর গিয়ে ভোজন, ইচ্ছা করেন মুনি। দিতে পারিবে না কোন অংশে, মুনিগণের কোপাংশে, সবংশে সব ভস্ম হবে অমনি॥ শুনে দুর্য্যোধন বলে মামা, বুদ্ধিমান তোমার সমা, নাই মামা এ তিন সংসারে। বলে অমনি দুর্য্যোধন, যথা দুর্ব্বাসা তপোধন, গিয়ে প্রণাম করে যুগ্ম করে॥ বলে ওহে মুনিবর, দাসে যদি দিবে বর, অন্য বর নাহি প্রয়োজন। এই বাঞ্ছা মমান্তরে, দ্রৌপদীর ভোজনান্তরে, আগত দ্বাদশীতে ঋষি করিবে পারণ॥ অমনি শুনি বাণী নৃপমণির, মুনির নয়নে নীর, বলেন মহারাজ এ বাণীর কি দিব উত্তর। এ কেমন বর চাহিলে তুমি, এ বর তোমারে আমি, দিব হে ধরণীস্বামী, হয়ে অকাতর॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

নরবর, হে এ বর, চাহিলে কেমনে। পারি

প্রাণ সঁপিতে, দেহে প্রাণ থাকিতে, নারি ও
বর দিতে, এ সব কুমন্ত্রণা তোমায় দিলে কোন
জনে ॥
তারা হয় জগত পূজ্য, এ ঐশ্বর্য্য রাজ্য, করে
ত্যজ্য, যখন গিয়াছে বনে। ধর্ম্ম তার কত
সয়, এত দুরাশয়, করিলে আশয়, যে যন্ত্রণা
সহ্য করে আছে পাণ্ডবগণে ॥

শুনে বলে দুর্য্যোধন, দেও বর তপোধন, শত্রু করিতে নিধন, যে কৌশলে পারি। দাসে করি কৃপাদান, ঐ বর কর প্রদান, করেছি আজি সুসন্ধান, শত্রু বিনাশেরি ॥ শুনি মৌনভাবে থাকি মুনি, বলেন ওহে নৃপমণি, অবশ্য করিব আমি, বাঞ্ছা তোমার যা মনে। স্বীকার হইলাম রাজন, দ্রৌপদীর হইলে ভোজন, শিষ্য সহ করিতে ভোজন, যাব কাম্যক বনে ॥ সন্তোষিয়ে রাজার মন, দুর্ব্বাসা করিলেন গমন, ভাবি হৃদে রাধারমণ, বারিধারা চক্ষে। ক্রমে হলো দিন তিথি গত, একাদশীর দিনাগত, উপবাসে করিয়ে গত, পারণ উপলক্ষে ॥ হেথায় ধর্ম্মরাজন, অতিথি করায়ে ভোজন, তদন্তরে করিয়ে ভোজন, পঞ্চ সহোদর। বলেন অনশন থাক কোন জন, এসো অদ্য করিবে ভোজন, উচ্চৈঃস্বরে ডাকেন বৃকোদর ॥ দেখে অনশন নাহি আর, দ্রৌপদীরে করিতে আহার, অনুমতি দিল পঞ্চ জন। শ্রবণ কর তদন্তর, দ্রৌপদীর ভোজনান্তর, উপস্থিত দুর্ব্বাসা তপোধন ॥ সঙ্গে শিষ্য ষাটি হাজার, জয়স্তু ধর্ম্ম রাজার,

বসে মুনি দাণ্ডায়ে সম্মুখে। দেখে আসুন বলে আসন দিয়ে, ভক্তিভাবে পদ বন্দিয়ে, যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মুনিকে॥ আগমন কি কারণ, মুনি কন করিব পারণ, আছি কল্য করে একাদশী। তবাশ্রমে করিব ভোজন, শুনিয়ে ধর্ম্মরাজন, অম্নি যান নয়ন জলে ভাসি॥ মুনি বাক্যে হৃদয়ে বেদন, পেয়ে রাজার শুকালো বদন, ডাকে কোথা হে মধুসূদন, দাসে অদ্য রক্ষ। একবার আসি দেও হে দেখা, রাখ পাণ্ডবে পাণ্ডবের সখা, কাতরে কিঙ্করে কমলাক্ষ॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল একতালা।

আজি রাখ মান, কোথা ভগবান, একবার হের আঁসি পদ্মচক্ষে। তুমি হে মাধব, ওহে ভবাধব, দেও দিন দীনবান্ধব, তব এ দীন বান্ধব, জানে ত্রৈলোক্যে॥
পাণ্ডবের চিরপদ ও শ্রীপদ, বেদে কয় ও পদ আপদের আপদ, বিপদসাগর জ্ঞান হয় হে গোষ্পদ, ও পদ তরণী দিলে তার পক্ষে। আজি ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে মুনি চায় অন্ন, এ সময় এ দীন দৈন্য, অন্ন শূন্য, হয় পাণ্ডবকুল শূন্য, হলে ব্রহ্মমন্যু, ব্রহ্মণ্যদেব যদি কর হে রক্ষে॥

হেথায় কুরুরাজন, পাত্র মিত্র বন্ধুজন, বহু জন লয়ে সভায় বসি। নানালাপ শাস্ত্র প্রসঙ্গ, কেউ করিতেছে রস-

রঙ্গ, এমন সময় শকুনি হাসি২ ।। বলে মহারাজ কিছু হয়েছে স্মরণ, দুর্ব্বসা আজ করিতেপারণ, গিয়েছেন আজ পাণ্ডবের কাছে। বল্‌ব কি মাথা মুণ্ড ছাই, এতক্ষণ বেটারা হয়ে ছাই, ভস্ম হয়ে কোনদিগে উড়ে গেছে ।। হবে না তুষ্ট শুনে মিষ্টভাষা, নামটি তার দুর্ব্বাসা, তার কাছেতে ভাসাভাসি নাই। রেখে ঠিক করে যমের বাটীতে বাসা, যেতে হয় তার সঙ্গে কৈতে ভাষা, তফাত হলে একটী ভাষা, এক ভাষাতে ছাই ।। যদি শুন্তে পাই এই কথাটা, ছাই হয়ে গেছে ভাই কটা, মুনির পা টা, পূজা করি গিয়ে। যুড়ায় এখন সব দেশটা, সভার মাঝে বল্লে দোষটা, লাগে শেক্টা, আপ্লাআপ্লি গায়ে ।। করেছেন কি কুঘটন প্রজা-পতি, এক যুবতীর পাঁচটা পতি, তারা আবার ভূপতি, হতে চায় কোন লাজে। দেখ দেখি কি পৌরষ, ওদের জন্মটা কার ঔরস, অপৌরষ সভাজনের মাঝে ।। এইরূপ শকুনি ভাবে, আনন্দ সাগরে ভাসে, হেথায় যুধিষ্ঠির নয়ন ভাসে, কাম্যক কাননে। বৃকোদরের মুখেতে শুনি, বিপদ বাক্য যাজ্ঞসেনী, কান্দিয়ে ডাকে অমনি, ব্রহ্মসনাতনে ।।

রাগিণী বিভাস আলিয়া। তাল একতালা।

একবার দেখাদাও হে ভগবান। যখন দুষ্ট দুঃশা-সন, মম কেশাকর্ষণ, করেছিল সভায় হরিতে বসন, হৃদয় পদ্মাসন, মধ্যে দরশন, দে পীত-বসন, রেখেছিলে মান ।।

ও শ্রীপদপান্তে এ দাসী একান্ত, নিতান্ত এ মন সঁপেছি শ্রীকান্ত, ভ্রান্তি মোচন মম কান্তের ঘুচাও ভ্রান্ত, করে কৃপা কৃপানিদান ॥ ছলে দুর্য্যোধন নিলে সব ঐশ্বর্য্য, বনবাসী হলাম ত্যজ্য করে রাজ্য, ভরসা কিবল ঐ যুগল পদ বীর্য্য, তাতেই ধৈর্য্য থাকে প্রাণ ॥

হেথা অন্তরে জানিলেন কৃষ্ণ, অনন্তগুণ বিশিষ্ট, পূরাতে পাণ্ডবের ইষ্ট, ভবের ইষ্ট যিনি। যার বেদে হয় না সন্ধান, ভাবনা হারি ভবের প্রধান, পাণ্ডবে দেন সুসন্ধান, করে দৈববাণী ॥ তখন দৈববাক্য করে শ্রবণ, সফল মানিয়ে জীবন, মুনিগণে ধর্ম্মরাজন, কন যুগ্মকরে। নিবেদন শুন মুনি, অস্তহন দিনমণি, সত্বরে আসুন আপনি, সায়ংসন্ধ্যা করে ॥ ওচরণাশ্রিত এ দীনজন, দ্রব্যাদি সব আয়োজন, করেছি হে করে ভোজন, তৃপ্তিকর দাসেরে। যুধিষ্ঠির বাক্য মুনি, শ্রবণ করে অমনি, শিষ্যগণে লয়ে তখনি, গেলেন নদীতীরে ॥ ভার্য্যা যার আপনি বাণী, দিয়ে উপ- দেশ বাণী, চিন্তিত দেখে কহিছেন বাণী, রুক্মিণী হেসেং। আচম্বিতে কেন এমনি, চিন্তাযুক্ত চিন্তামণি, বসেং রমণী- গণ পাশে ॥ প্রকাশিয়ে বল শুনি, ডেকেছে বুঝি যাজ্ঞ- সেনী, বাহিরে গিয়ে কারে এখনি, কি কথাটি বল্লে। নৈলে কেন এমন ভাব, স্বভাব ঘুচে অভাব, এসব ভাব বৈরিভাব, সেই ভাবেতেই চল্লে ॥ শয়ন কি আহারে, থাক

যদি কোন বিহারে, অগ্নি উঠ শিহরে, দ্রৌপদীকে মনে হলে। শুনে হরি কন রুক্মিণী, ঐ ছয়জনে রেখেছে কিনি, আমার ভক্তাধীন নাম চিন্তামণি ব্যক্ত ভূমণ্ডলে॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

ভক্তাধীন চিরদিন,আমি এতিন সংসারে। ভ-
ক্তের দ্বারে আছি বাঁধা, তা কি জান না ভক্ত
দিলে বাধা, যত্নে ধারণ করি মস্তক উপরে॥
হই ভক্ত অনুরক্ত, চারি বেদে আছে ব্যক্ত,
ভক্তগণে স্থান দি গোলোক উপরে। ভক্তে
দিতে পারি, প্রাণ চাহে যদি, দেহ পরিহরি,
দেখ ভক্তপদ রাখি হৃদয়ে ধরে॥
দেখ নামটি মোর অনন্ত,কে পায় আমার অন্ত,
রই অনন্ত রূপে জীবের অন্তরে। আমি ভক্তের
রিপু,নাশিলাম,হিরণ্যকশিপু,প্রহ্লাদে রাখি-
লাম, নরসিংহ রূপ ধরে॥

এই কথা বলে শ্রীহরি, দ্বারকাধাম পরিহরি, কাম্যকবনে শ্রীহরি, করিলেন তখন। হেথায় দ্রুপদ কন্যা, ক্ষীণে ম-লিনে দীনে দৈন্যে, আসিছেন হরি সেই জন্যে, করে আশাপথ নিরীক্ষণ॥ বিলম্ব দেখে দ্রৌপদী, ভাবে চরণ দৃষ্ট মুদি, বিধির হৃদির ধনেরে। স্তব করে গোলোক বাসিরে, বলে দেখাদাও দাসীরে, মরে আজি বনবাসিরে, না হেরে তোমারে॥ হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, দিনদাও দীনবন্ধু, দেখব কেমন পাণ্ডবের বন্ধু, বলে হে সংসারে। কে জানে

তোমার মর্ম্ম, তুমি হে পরমব্রহ্ম, তোমার কর্ম্ম ব্যাপ্ত চরাচরে ।। তুমি অনল তুমি জল, তুমি স্বর্গ মহীতল, তুমি স্থূল তুমি নির্ম্মল, বায়ু বরুণ ধর্ম্ম। তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র, প্রজাপতি শিব ইন্দ্র, যক্ষ রক্ষ তুমি নরেন্দ্র, যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম ।। যাজ্ঞসেনী যুগ্মপাণি, করে স্তব করে চক্রপাণি, এমন সময় আসি আপনি, কহেন দ্রৌপদীরে। নয়ন মুদে কারে ভাব, কি তোমার আছে অভাব, কেন আজ দেখি স্বভাব পরিবর্ত্ত তোমারে ।। এই কথা বলে পীতবসন, দ্রৌপদীর হৃদপদ্মাসন, মধ্যে গিয়ে দরশন, দেন সুদর্শনধারী। বেদে নাই যার অন্বেষণ, অনন্ত রূপ অনন্তাসন, যায় তুষিয়ে পরিতোষণ, করেন ত্রিপুরারি ।। ভাবে দেবেন্দ্র হুতাশন, যাঁরে কমলা নারী কমলাসন, কৌস্তুভ যার শিরে ভূষণ, শমন শাসন কারি। দরশনের নাই নিদর্শন, বাক্য যার সুধা বরিষণ, সৃষ্টিস্থিতি বিনাশন, করেন যেই হরি ।। কুশাসন করি আসন, যুগে২ অনশন, থাকি পায় না অন্বেষণ, যার যোগী মুনি। যার কটিতে শোভা পীতবসন, সেরূপ হৃদয়ে দরশন, করে নয়নে ধারা বরিষণ, দ্রৌপদী অমনি ।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালি।

বিশ্বরূপ রূপ হেরিয়ে অন্তরে। যায় অন্তরের
দুঃখ অন্তরে, বলে ভ্রান্ত ঘুচাও মন বলি শোন্তরে, ঐ পদ করে ঐকান্তে, ভাবিলে কমলাকান্তে, তরি হবি অন্তে সে কৃতান্তেরে ।।
যদি করি বিভবের দুঃখ খর্ব্বরে, ভাব রিপুগর্ব্ব

খর্ব্বকারিরে, পরিহরি ধন জনে, কুমন্ত্রী দুজন
কুজনে, নির্জ্জনে বিপদভঞ্জনে, ডাক দিনান্তরে ॥

রূপ করে নিরীক্ষণ মনকে তখন ভক্তিবলে বলে। শোক তাপ নিবারি অগ্নি বারি আঁখি যুগলে গলে ॥ কিছু পরিশ্রম স্বীকার করে নির্ব্বিকার যদি ভাব মন মনে২। ঐপদ করে দৃশ্য যাবে দুরাদৃষ্ট শঙ্কা রবেনা শমনে মনে ॥ কেন পাও ভয় হবে অভয় ঐ অভয় পদ ভাব সার সার। রিপুরে নাশি অনায়াসেই হবি ভবপার পার ॥ ঘটে দুর্ম্মতি ওপদে মতি রাখেনা থাকেনা যার যার। তারা কি পারে যেতে পারে পারের ভাবনা তার২ ॥ আসিয়ে ভবে কেন মর ভেবে দুখ পেয়ে পদে২। তবু হলোনাক জ্ঞান শুনরে অজ্ঞান কত শিখাইছি পদে২ ॥ সংসার বিকারে আছ অন্ধকারে বাড়ায়ে রিপুর প্রবল বল। কেন রও বিহ্বলে সদা যাও ভুলে না দেখরে কমলআঁখি২। একবার দেখ নয়ন তারা তারানাথের নয়নতারা তারা মুদে থাকি২ ॥ প্রাণ ত্যজে হবি শব ধনজন সব কোথা রবে এসব সব। আর রাখ্‌বে না বন্ধুবর্গে তখন সেই দুর্গে রাখিবেন দুর্গা-ধব ধ্রুব ॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

তাই বলি মন, মিছে বার২ ভ্রমণ, করিছ ভব-
সংসারে। সদা বিষয় মদেমত্ত, মনরে, কুতত্ত্বে
প্রবর্ত্ত, এতত্ত্বে আর তত্ত্ব, নাই প্রশংসারে ॥
পানকর সেই নামসুধা, যাবে ভবের ক্ষুধা,

ভাবতে কি তোর বাধা, সে কংসারে। দিবা-
কর সুত, বাঁধিবে দিয়ে সুত, করের তরে করে,
কি কর দিয়ে তার করে করবি মীমাংসারে॥
ওরে অমাত্য বন্ধুবর্গ, ত্যজে এ সংসর্গ, এরাই
উপসর্গ, কিবল সংসারে। একবার হয়ে বিজন,
ওরে দাশরথী ওপদ কর ভজন, সে জন ভবনে
যাও ছজন, কুজন ধ্বংস করে॥

তখন দ্রৌপদী হৃদপদ্মাসনে, ব্রহ্মরূপ দরশনে, ব্রহ্ম-জ্ঞানে ব্রহ্মণ্যদেবেরে। স্তব করে যাজ্ঞসেনী, যজ্ঞেশ্বর তুষ্ট শুনি, কহিছেন দ্রুপদ কন্যারে॥ যে জন্যে কর উপা সনা, পূর্ণ হবে সে বাসনা, তব গুণের ঘোষণা, রবেহে সংসারে। আছি অদ্য অনাহার, যা হয় কিছু করাও আহার, চল শীঘ্র রন্ধনাগার, কন দ্রৌপদীরে॥ শুনি পাঞ্চালীর নয়নে বারি, বলে ওহে বিপদঅরি, তুমি কেন আবার বিপদ বারি, মধ্যেতে ডুবাও হে। সকলিতো জান তুমি, দাসীর অন্ত অন্তর্যামী, কি আছে কি দিব আমি, জেনে কেন চাও হে॥ শুনে কন ভবের স্বামী, জানি তাই চাহিলাম আমি, প্রতারণা কেন তুমি, কর আজ আমায় হে। কি আছে মোর অগোচর, জানি তত্ত্ব চরাচর, জেনে শুনে সুগোচর, করিলাম তোমায় হে॥ বিলম্বে নাই প্রয়োজন, আছে মম প্রয়োজন, যাব সত্বর করে ভোজন, ফিরে দ্বারকায় হে। মধুসূদনের বচন শুনি, রোদন করে যাজ্ঞসেনী, বলে কেন আর কপট বাণী, কও জলদকায় হে॥

রাগিণী ঝিঁঝিঁট। তাল মধ্যমানঠেকা।

দাসীরে আর কেন প্রতারণ হে। লজ্জা নিবা-
রণ আমার কর আজ লজ্জা নিবারণ ॥ কি কব
দুঃখের ভাষা, যে বাদ সেধেছেন দুর্ব্বাসা, এ
বিপদার্ণবে ভরসা, কিবল ঐ যুগল চরণ ॥

হেথায় এসেছেন চিন্তামণি, শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি, একত্রে আসি অমনি, পঞ্চ সহোদর। গললগ্ন কৃতবাসে, প্রণাম করি পীতবাসে, বলে দয়াকরি দীনের বাসে, যদি এসেছ দামোদর ॥ দুঃখার্ণবে উদ্ধার, কর ভবকর্ণধার, পাণ্ডবের মূলাধার, তুমি এসংসারে। আজ ব্রহ্মশাপে পরিত্রাণ, করহে কৃপানিদান, চরণ প্রদান করে পাণ্ডবেরে ॥ শুনে হরি কন কেন ভয়, সকলে হও অভয়, মিছে ভয় নির্ভয় হয়ে থাক। কি ভয় তাহার জন্যে, বলে হরি কন দ্রুপদ কন্যে, পাকস্থালী সত্বরে গে দেখ ॥ কহিলেন চিন্তামণি, যাজ্ঞ-সেনী গিয়ে অমনি, পাকস্থালী আনি তখনি, নিরীক্ষণ করে,। দেখে কিছু মাত্র তাতে নাই, ছিল একটী শাকের কোণা তুলিয়ে তাই, কাঁদ্‌তেং দিল অমনি জগৎকান্তের করে ॥ সুধা জ্ঞানে গোলোক শশী, তাই করেন আহার বলে তৃপ্তষী, জগৎ তৃপ্ত হইল অমনি। হরির মহিমা যে, কে জানিবে মহী মাঝে, সদা ভেবে হৃদয় মাঝে, কিছু জানেন শূলপাণি ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

রাখিতে ভক্তের মান, ভক্তাধীন ভগবান।

পাণ্ডবের কি ভাগ্য হেরি, ভক্তিডোরে বাঁধা হরি, করেন জগৎতৃপ্ত, যে ধন মহাযোগী যোগে হন অপ্রাপ্ত, করেন শাকের কণা গ্রহণ, সুধার সমান ॥
অভক্ত অমৃত দিলে, দৃষ্টিপাত তায় হয়না ভুলে, ব্যক্ত আছে ভবে, ভবের জীব সবে, দৃঢ়জ্ঞানে ভাবে, দিলে ভক্তিভাবে বিষ করেন পান ॥

হেথা দুর্ব্বাসা মুনি নদীর কূলে, শিষ্যগণ লয়ে সকলে, সন্ধ্যা আহ্নিক সন্ধ্যাকালে,করিয়ে সম্পূর্ণ। কিন্তু শক্তি নাই উঠিবার, উদ্গার উঠে বারবার, উদরির মত উদর, হয়েছে পরিপূর্ণ। জেনে অন্তর্যামী দামোদর,কন সত্বরে গে বৃকোদর, মুনিগণে সমাদর, করে আন ভবনে। হরির আজ্ঞা ধরি শিরে,গে নদীর তীরে তপস্বিরে,বৃকোদর সব ঋষিরে অমিয়া বচনে ॥ বলেন আজ্ঞা করিলেন নৃপমণি, আহার করতে চলুন মুনি,শুনি অমনি সকল মুনি, কন আহারে কাযনাই। কি বলহে তর্কবাগীশ, ন্যায়রত্ন ন্যায়বাগীশ, তর্করত্ন বিদ্যাবাগীশ, কিবল হে ভাই ॥ কোথায় আছ হে তর্কালঙ্কার, বাক্য নাই যে মুখে কার,আহার করিতে কার২,ইচ্ছা আছে বলে। শুনে সকলেই বলে,কেউ না খাব, খেয়ে কি আপ্নাকে খাব, এর উপর খেলেই খাবি খাব,পড়ে নদীরকূলে ॥ একে ফেটে যাচ্চে পেটের মাস, আমিত আর ছয় মাস, ভোজন থাকুক জল দিব না মুখে। কেউ বলে গেলাম২ আহারে,

কায নাই আর আহারে, শমন সমান প্রহারে, মত্যোছি অসুখে ।। কেহ পড়ে মৃত্তিকায়, ঠিক যেন মৃতকায়, সুধালে কথা কয়না কায়, শ্বাস মাত্র আছে। কেউ কেঁদে কয় দারুণ বিধি, অকস্মাৎ কি দিলে ব্যাধি, কে করে ব্যাধি নির্ব্যাধি, বৈদ্য নাইক কাছে ।। ভোজনে আর নাই আশ্বাস, সকলের হয়েছে ঊর্দ্ধশ্বাস, শিরোমণি মামা তোমার গো কেমন। তখন দুর্ব্বাসা মুনি সমাদরে, কহেন বীর বৃকোদরে, আহার করিব কি উদরে,স্থান নাই এমন ।। চল্লেম আমরা আশ্রমে, কায নাই আর পরিশ্রমে, নিজাশ্রমে গমন করুন আপনি। সুখে থাকুন ধর্ম্মরাজন, আমরা আর করিব না ভোজন, বলে মুনি সর্ব্বজন, চলিলেন অমনি।। করি মুনি চরণে দণ্ডবৎ, গমন জিনি ঐরাবত, ভীম গে কহিলেন তাবৎ, জগৎপতি পাশে। শুনি তুষ্ট চিন্তামণি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি, স্তব করে কন অমনি, পীতবাসে বাসে ।।

রাগিণী বিভাষললিত্। তাল একতালা।

দীনেদিয়ে দিন দিননাথ, করিলে দুঃখের অন্ত।
নিজগুণে, এনির্গুণে দিলে পদে স্থান নিতান্ত ।।
মহিমা যে, মহী মাঝে,আছে ব্যক্ত গুণ অনন্ত।
ভক্তে রাক্তে হে বিশ্বরূপ, ধর কি রূপ অনন্ত ।।
শুনহে ভব বৈভব, ত্যজিয়ে সব বৈভব, করেছি
বৈভব, তব চরণ একান্ত। কুমতি দাশরথী,
বিষয় বিষপানে ভ্রান্ত। নাই তার উপায়,
রেখ ওপায়, যদি কৃপায় কর কালান্ত।।

সমাপ্ত।

পাঁচালী।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ।

শ্রবণে পবিত্র চিত, বেদব্যাস স্বরচিত, কৃষ্ণলীলা সুধার সমান। বৈকুণ্ঠ করিয়ে শূন্য, অবনীতে অবতীর্ণ, দেবকীর গর্ব্ভে ভগবান॥ মতান্তরে আছে বাণী, যশোদার গর্ব্ভে ভবানী, আর গোলোকপতি জন্মিল। বসু শিশু লয়ে কোলে, নন্দালয়ে যান যেকালে, উভয় তনু একত্র মিশিল॥ কেমন ভগবৎ মায়া, কোলে লয়ে যোগমায়া, যশোদার কোলে সঁপে শিশু। তারায় লয়ে ত্বরায়, ক্ষণমধ্যে মথুরায়, দেবকীর কোলে দেবীকে দেন আশু॥ কংস পেয়ে সমাচার, আসি দুষ্ট দুরাচার, মনে বিচার না করে পাপীষ্ঠ। দেবকীর নয়ন ভাসে, কংসভাষে কটুভাষে, হাসে আর বলে তিষ্ঠ২॥ করী যেমন মদমত্ত, তেম্নি কংস উন্মত্ত, হয়ে তত্ত্বহীন দুরাচার। বিরিঞ্চি ...ত পায়, অনাসে ধরি সে পায়, ক্রোধে করে ভূধরে

প্রহার ।। সেই যোগে যোগমায়া, প্রকাশ করিয়ে মায়া, শূন্যে উঠে হন অষ্টভুজা। আসি যত দেবদলে, দুর্গাপদাম্বুজ দলে, গঙ্গাজল বিল্বদলে, করিলেন কত পূজা।। কংসের ধ্বংসের বাণী, অন্তর্ধান ভবানী, হেথায় শুন গোকুলে যে আনন্দ। যশোদার দেখে পুত্র প্রসব, ব্রজের বসতি সব, করিতেছে উৎসব, হয়ে চিত্তানন্দ ।।

রাগিণী মোল্লার। তাল ঢিমে তেতালা।

কিবা চিত্তানন্দময়, নেত্রে নিত্যময় হেরে বৃন্দারণ্যে। ত্যজে কৈলাস বাস, শ্মশানেতে বাস, করেন দিকবাস, যে পদ পাবার জন্যে ।। যে নামে তরিল অজামেল প্রভৃতি, যেরূপ হৃদয়ে ভাবেন প্রজাপতি, জীবন রূপিণী গঙ্গা যায় উৎপতি, সেপদ অভিলাসে, শুক নারদ সনকাদি ভ্রমেণ অরণ্যে ।

যুগল শ্রুতি শোভে মকরকুণ্ডলে, দিতে যার সীমা নাহি ভূমণ্ডলে, দাশরথী বলে শ্রীমুখমণ্ডলে, স্তন দেয়রে যশোমতী পুণ্যবতী ধরায় ধন্যে২ ।।

বক্ষে করি সচ্চিদানন্দ, নন্দ হয় চিত্তানন্দ, উপানন্দ প্রভৃতি গোকুলবাসি। গায়ক বাদ্যকগণ, আসিতেছে অগণন, নৃত্যকীরে নৃত্য করে আসি।। শঙ্কর আরাধ্যধন, দেখিতে যত তপোধন, নন্দের ভবনে এসেন কত। পেয়ে বাঞ্ছা কল্পতরু, নন্দ হয়ে কল্পতরু, আনন্দে বিলায় ধন গোধন

শতং।। ব্রজের কুলাঙ্গনাগণে, দেখিতে নন্দের অঙ্গনে, আসি রূপ হেরে মোহিত হয়। জটিলে যুটিয়ে তথা, মৌখিকে কয় কত কথা, হাসে ভাষে মনোগত তার নয়।। হেরিবারে চিন্তামণি, আসিয়ে যত মুনিরমণী, নীলমণিকে কোলে করি দাও বলে। যশোদা কয় মা দ্বিজকন্যে, দাসীপুত্র লবার জন্যে, এত দৈন্যে কেন মা সকলে।। অশৌচান্তে হব পবিত্র, এখন আছি অপবিত্র, মাসান্তে মম পুত্র হলে চিত্তশুদ্ধ। অপরাধ কর মা ক্ষমা, তোমরা মুনির মনোরমা, কেমনে কোলে দিব গো মা, প্রসব হলাম অদ্য। এ যোগ্য নয় মা ও কোলের, পদধূলী সকলের, দিয়ে আশীষ কর মোর বাছারে। শুনি মুনিগণের মনোরমা, বলে যে ধন পেয়েছ মা, ভবাদি আরাধন করেন ওরে।।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল একতালা।

কারে বল অপবিত্র, ত্রিলোক পবিত্র, যে পবিত্র পুত্র পেয়েছ কোলে। ওর গুণ বেদে আছে শোনা, রাণীগো, কাষ্ঠতরী সোণা, পদ সরজে মানব হলো শিলে।।

ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র রবি চন্দ্র ইন্দ্র, আশ্রিত ও চরণ যুগলে। ও পদ ধরিয়ে ত্রিনেত্র, মুদিয়ে ত্রিনেত্র, পবিত্র হলো রেখে হৃদকমলে।।

যার ব্রহ্মাণ্ড উদরে, তারে ধরে উদরে, ধন্য হলে রাণী এই ভূতলে। তোর পুত্র শরণ মাত্র জয়ী রবির পুত্র হয়ে যায় ভবে জীব

সকলে। ও পদ না করে ভাবনা, রাণী গো,
দাশরথীর ভাবনা পড়ে অপার ভবসিন্ধু
কূলে ॥

তখন এইরূপ রমণী সবে, যশোদা সুত কেশবে, ব্রহ্ম ভাবে করিতেছে ব্যাখ্যে। যে যা ভাবে ভাবে রূপ, অপরূপ বিশ্বরূপ; দেখে রূপ বারিধারা চক্ষে॥ যায় মুনি রমণীগণে, পরস্পর অঙ্গনে, পথিমধ্যে জটিলে যুটিল। নারীগণের নয়ন ভাসে, জটিলে ব্যঙ্গ করি ভাষে, কি আশ্চর্য্য দেখে এলে বল॥ ভাসিতেছ আঁখি জলে, দেখে অঙ্গ যায় যে জলে, রূপ দেখে কি ভুলে এলে সকলে। সেটা যদি মেয়ে হতো, আপ্নাকে ভার আপ্নি হতো, বেটাছেলে বলে সেটাকে করিতে হয় কোলে॥ যে রূপ রূপ করিছ রাষ্ট্র, পড়ে আছে যেন পোড়াকাষ্ঠ, পুত্র হলোনা বলে কষ্ট, যশোদার ঘুচিল। যা হউক হলো বংশ রক্ষে, নাই মামাটা তা অপেক্ষে, কানা মামা থাকে যদি সে ভাল॥ অট্টালিকা যদি না হয়, পত্র কুঠির মধ্যে রয়, বৃক্ষলতা অপেক্ষাত শ্রেষ্ঠ। বস্ত্র কার যদি না ঘটে, কপ্নি আঁটে কটিতটে, উলঙ্গ হইতে ভাল দৃষ্ট॥ ঘটী গেলাস না থাকে যার, ভাঁড় যদি পায় মৃত্তিকার, সেওত ভাল ঘাটে খাওয়া অপেক্ষে। নয়নে দৃষ্টি ছিলনা যার, ঝাপ্সা নজর হলো তার, সেও কি মন্দ অন্ধের অপেক্ষে॥ মুষ্টিভিক্ষা করে খায়, সে যদি কিছু ধন পায়, দারিদ্র নাম গেল সেই দিনে। তাই যা হক্ মন্দের ভাল, নন্দের সেইরূপ হলো,

আঁটকুড়া নাম ঘুচলো বৃন্দাবনে ॥ দেক্তে গেছিলাম ছেলে-টাকে, কাঁদলে যেমন ফিঙ্গে ডাঁকে, রূপে আঁধার করেছে সূতিকাগার। শুনে দ্বিজরমণী ক্রোধে বলে, যার যেমন ফল ভাগ্যে ফলে, দেক্তে পায় কি তায় সকলে, যেমন সাধন যার ॥

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

যায় কাল২ বলিলিলো জটিলে। হৃদয়ে ভেবে ঐ কাল, জয়ী হলেন মহাকাল, কাল-কূট গরল পান কালে২ ॥
হেরিয়ে সে রূপ কালো অন্তরেতে জাগিছে ...া বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত আছে ঐ কাল পদ-তলে। যখন চিনিতে নারিলি কাল এতনয় ভাল ভালে, তোর জলাভাবে গেল জীবন থেকে জলধিজলে ॥

এইরূপ দ্বিজরমণী যত বলে, জটিলে তত ক্রোধে জ্বলে, পরস্পর অমনি চলে নিজ নিজ বাস। এখানে নবঘন শ্যাম, শুক্লপক্ষ শশী সম, বৃদ্ধি হন আপনি পীতবাস ॥ হেথা যোগমায়ার বাক্যছলে, অদ্যপ্রসূতা যত ছেলে, ধ্বংস জন্য কংস দুষ্টাসুর। আছেন গোকুলে নন্দ তনয়, বলে পাঠালে পূতনায়, অঘা বকা আদি বৎসাসুর ॥ অব-নীর উদ্ধার, জন্য ভব কর্ণধার, শূন্য করি বৈকুণ্ঠপুরী। পাঠায় যত কংসাসুর, দর্পহারি দর্পচূর, করিছেন ব্রজপুরে নাশিছেন হরি অরি ॥ যুগে যুগে অবতার, কত কব সে

বিস্তার, নিস্তার করিতে জীবগণে। শ্রীরাম অবতারে কষ্ট, নষ্ট জন্ম গোকুলে কৃষ্ণ, দনুঁজারি করেন জ্যেষ্ঠ, অনুজ লক্ষ্মণে॥ নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, করেন লীলা নানা প্রকার, কভু সঙ্গে গোপীকার, কভু রাখাল সনে। বিধির হৃদির ধন, নন্দের নবলক্ষ গোধন, রাখেন থাকেন গোচারণে॥ ভব যারে করেন মান্য, ব্রজে তিনি সামান্য, বালকের ন্যায় বালকের সঙ্গে হরি। এক দিন যশোদার কোলে, ছলে স্তন পানের কালে, বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখান মাকে মায়া করি॥ দেখিয়ে যশোদা বলে, কৃষ্ণ তোর বদন কমলে, কি আশ্চর্য্য করি দরশন। তোমায় ভাবি যা তা নয়, নও সামান্য তনয়, জ্ঞান হয় নিত্য নিরঞ্জন॥

রাগিণী আলিয়া বিভাস। তাল একতালা।

ওরে নীলমণি, বল২ রে শুনি, কি দেখালে চন্দ্রাননে। তোর কি প্রকাণ্ড কাণ্ড গোপাল রে, বিকট প্রচণ্ড, বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখি নয়নে॥

দেখলাম ইন্দ্র চন্দ্র অরুণ, যম কুবের বরুণ, প্রজাপতি পশুপতি দেবাদি সব তোর আননে। ভয় হয় রে হেরে মনে২ যোগী ঋষি পশুপক্ষি বন দরশনে॥

তোর বদনকমলে অগ্নি বারী শিলে, কাল ভুজঙ্গ অনন্ত আদি, এ তোর কেমন মায়া

মাকে দেখালে, ওরে মায়াধারি, কত তাচ্ছল্য
করি তোয় বাৎসল্য জ্ঞানে ॥

শুনিয়ে যশোদার বাক্য, করি হাস্য কমলাক্ষ, মায়ায় ভুলায়ে যশোদায়। নৃত্য করেন নিত্য গোপাল, গোষ্ঠে লয়ে নিত্য গোপাল, রাখাল সঙ্গে যান প্রেমের দায় ॥ ব্রজবালকের পুরাণ ইষ্ট, বিপিনে ভবের ইষ্ট, উচ্ছিষ্ট খান অনায়াসে। না করেন কায় সুগোচর, সকলের অগোচর, তাইতে নাম মাখন চোর, ফেরেন নবনীর আশে ॥ থাকে ক্ষীর সর শিকায় তোলা, রাখেন না কার একটি তোলা, খাবার লাগি এত উতলা, স্থির নাই এক দণ্ড। মানেন না আদর অনাদর, মূর্ত্তিখানি দামোদর, কে করে রোজ সমাদর, যার উদরে ব্রহ্মাণ্ড ॥ কেউ বলে ক্ষীর খেঁয়ে সব, ঐ পালিয়ে গেল কেশব, এমন ছেলে প্রসব হয়েছে মাগী। নিষেধ কল্লে শুনেনা, দেবতা ব্রাহ্মণ মানেনা, এমন করে সওয়া যায়না, বল্লেই রাগারাগী ॥ এমন ছোঁড়া অধ-প্পেতে, দধি যদি দিদি রাখি পেতে, মাথা খেতে সে মাথাখেতে চায়। গোকুল কল্লে লণ্ড ভণ্ড, নবনী খায় ভেঙ্গে ভাণ্ড, জলে যায় ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড দায় ॥ যদি রেগে বলি যা সর সর, হাত পেতে করে সর সর, অবসর হয়না সর দিতে। খেয়ে যায় সর ক্ষীর, দেখায়ে ভঙ্গি আঁখির, ফিকির কত জানে নানা মতে ॥ এই রূপ গোপী-গণে, গিয়ে নন্দের অঙ্গনে, জানিয়ে দায় কয় কথা। শুনে যশোদা বলে রে বাতুল, তোর ঘরে কি অপ্রতুল, বাদিয়ে তুল

এলি গিয়ে কোথা ॥ ক্রোধে কন কৃষ্ণপ্রসূতী, তোর জ্বালায় কি ব্রজবসতি, অবসতি হবে একেবারে। কার গৃহে কিছু থাকেনা, কর্ত্তে পায়না বিকি কেনা, সকলি বুঝি তোর কেনা, আছে ঘরে পরে ॥ তোর জ্বালায় লোক হয়েছে কাতর, দিয়ে শাস্তি এখনি তোর, ঘরের ভিতর রাখ্‌ব তোরে বেঁধে। কেউ বুঝি কিছু বলেনা বলে, শুনি কৃষ্ণ মিষ্ট বোলে, বলেন মাগো বাঁধবে কি আর রেখেছত বেঁধে ॥

রাগিণী আলিয়া বেহাগ। তাল একতালা।

কব কি মা তোমায়। বাঁধিয়ে রেখেছ আমায় ॥

সাধ্যমতে বন্ধন করে, ভক্তি ডোর থাকিলে পরে, যে জন ভব পারে, যা যেতে পারে, ইহপরে বাঁধি এড়ায় শমনের দায়। কে বাঁধিয়াছে এ মা বলি, বেঁধেছে পাতালে বলি, ভবে ভক্ত বলি, বলি বলিয়া বলির দ্বারে আছি বাঁধা নৈলে কি নন্দের বাধা বৈ মাথায় ॥

শুনি কৃষ্ণের বাণী নন্দরাণী নয়ন জলে ভাসে। কত যশোমতী প্রিয়ভাষে গোবিন্দেরে ভাষে ॥ গোপালে কক্ষে করে নবনী করে দিয়ে আনন্দে ভাসে। রাখালগণে আসি অঙ্গনে, মিষ্টভাষে ভাষে ॥ কত হয়েছে বেলা চল এই বেলা গোষ্ঠে যাই গোপাল। ও নীলতনু বাজায়ে বেণু লয়ে ধেনুর পাল ॥ হচ্চে মন চঞ্চল চল চল চল মায়ের

অঞ্চল ছেড়ে। ঐ ডাকিছে বলাই আয় ভাই কানাই কেমনে কি পারি ছেড়ে॥ শুনি সাজিয়ে গোপাল সাজায়ে গোপাল সঙ্গে রাখাল সব। করে নৃত্য ভবের সম্পত্ত গোচে যান কেশব॥ গিয়ে যমুনার ধার ভবকর্ণধার রাখিলে রাখাল গোপাল। হাসি আনন্দে গহন কাননে প্রবেশেন গোপাল॥ যার বেদে নাই সন্ধান কে করে সন্ধান গোলোকের প্রধান হরি। বুঝিয়ে অন্তরে নিবিড় বনান্তরে করিলেন শ্রীহরি॥ হেথা করিতে ব্রহ্মনিরূপণ ব্রহ্মা করি পণ মনে মনে ব্রহ্মলোকে। জানিতে ইষ্ট মনের ইষ্ট পূরাতে গমন ভূলোকে॥

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

ব্রহ্ম করিতে নিরূপণ একি পণ ব্রহ্মার মনেতে।
একি অজ্ঞান হৃদয়, মরিরে ব্রহ্মার হয় উদয়,
কোটি ব্রহ্মা লয় হয় যে চরণেতে॥
সেই প্রলয়েরি কালে, কারণ বারিজলে, ব্রহ্মা
ছিলেন ব্রহ্ম নাভিস্থলে, ব্রজের বালক বলি,
গোলোক পালককে ব্রজের বালক ভাবেন,
নৈলে গোপালের গোপাল এসেন হরিতে॥
যাঁর ভব পাননা তত্ত্ব, ভাবেতে উন্মত্ত, ত্যজে
বাস বাস বাস শ্মশানেতে। যার মায়ার
ছলে, মোহ মহীতে জীব সকলেতে, ভুলে
আছেন ঐ ব্রহ্মা দেবগণেতে॥

পদ্মযোনি ব্রহ্মলোকে, পরিহরি ভূলোকে, আসিয়ে গোলোকের ধন জানিতে বিপিনে। দেখেন গোষ্ঠে নাই গোপাল, তপন তনয়া তটে গোপাল, রাখালগণ আছে গোচারণে॥ না জানে মহিমা অতুল, ব্রহ্মা হয়ে বাতুল, স্থূলে ভুল হয়েছেন একেবারে। হয়ে এসেছেন জ্ঞানশূন্য, ধ্যানে দেখেনাই গোলোক শূন্য, কি মায়া হরির ধন্য২, বলিহারি তাঁরে॥ যাঁর কিছু নাইক অপ্রকাশ, তাঁর কাছেতে মায়া প্রকাশ, একি ব্রহ্মার উন্মাদের ন্যায় জ্ঞান। কুম্ভীরের সঙ্গে করে বিবাদ, বাসকরা সলিলে সাধ, ভুজঙ্গ ধরিতে সাধ, করে শিশু অজ্ঞান॥ কে মনের আগে গমন করে, ফণীর মণি ভেকে হরে, হরির বল হরিবারে, [illegible] আশা। বাক্‌বাদিনী হবেন অবোল, বোবার ফুটিল বোল, বাঘের ঘরে ঘোগে করে বাসা॥ নরে মনে ইচ্ছা করে, কালদণ্ড করে করে, জোনাক যেমন নিশাকরের, জ্যোতি ঢাকিতে চায়। গাধা বলে হব হয়, মনে কল্লেই হয় কি হয়, হয় কখন মনের ইচ্ছায়॥ ঐরাবতের বুঝিতে বল, মূষিকের দল হয়ে প্রবল, যায় যেমন ইন্দ্রের ভবনে। কমলযোনির তেমনি পণ, ব্রহ্ম করিতে নিরূপণ, না জেনে আপনাকে আপন, এসেছেন বৃন্দাবনে॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জৎ।

ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে কে পারে। এ মিছে পণ
ব্রহ্মার অন্তরে, অনন্তরূপে যিনি জীবের অন্তরে,

কীর্ত্তি যাঁর অদ্ভুত, বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ,
উৎপত্তি লয় স্থিতি যে করে ॥
তিনি কখন সাকার, কভু নিরাকার, নির-
ঞ্জন নির্ব্বিকার, কখন অগ্নি জলাকার, কভু
বৃক্ষ পর্ব্বত আকার, কভু গিরি ধরেন হরি
করাঙ্গুলোপরে ॥

ব্রহ্মণ্যদেবেরে ব্রহ্মা না হেরে বিপিনে। গো বৎস্য রাখাল সব হরিয়ে গোপনে॥ গিরিগুহমধ্যে গোধন লুকাইয়ে রাখি। গোলোকপতি ভূলোকে কেমন আছেন দেখিং॥ যাঁর চরাচর অগোচর নাই কিছু অন্তরে। কাননে থাকি নিরজ আঁখি জানিলেন অন্তরে॥ যার নাইক সীমা গুণ অসীমা বেদে আছে ব্যক্ত। জেনে কিছু মাহাত্ম্য স্থিরচিত্ত হয়েছেন পঞ্চবক্ত্র॥ ভবকর্ণধার ভবের মূলাধার ভক্তাধীন কয় বেদে। ভৃগুমুনির চরণ যত্নে ধারণ করিয়ে রাখেন হৃদে॥ আছেন ভক্তের বাঁধা ভক্তের বাধা মাথায় করেন ধারণ। ভক্ত হরির প্রাণ করেন বিষপান ভক্তের কারণ॥ হেথা গিরিগহ্বরে ব্রহ্মা হরে রেখেছেন রাখাল গোপাল। উচ্চৈঃস্বরে গোকুলেশ্বরে ডাকে কোথারে গোপাল। ওহে ভুবনজীবন যায় যে জীবন তোরে না হেরে চক্ষে। আর নাইক গতি অগতির গতি তুমি রাখালের পক্ষে॥

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

প্রাণ যায় এ সময় একবার আয়রে কানাই।
ও রাখালের জীবন, জীবন রাখরে ও জীবন-

ধর বরণ, জীবনান্তকালে আসি দেখা দেরে
ভাই ।।
আমরা বিষ জীবন পানে, তেজেছিলাম প্রাণে,
তোর কৃপা কৃপানে সে জ্বালা নিভাই। ব্রজে
রেখেছিলি, গিরিধর রে গিরি ধরে করে,
আজি বুঝি গিরিগুহে জীবন হারাই ।।
ভাই তোর মহিমা যে, থাকে মহী মাঝে, যদি
গিরি মাঝে আজ দেখা পাই। ও নীলকমল
তনু, ঐ দেখ কাঁদে ধেনু, না শুনে মধুর বেণু,
ভবে নিরুপায়ের উপায় ও পায় ভিন্ন নাই ।।

হেথা অন্তরে জানিলেন হরি, গোবৎস্য রাখাল হরি, গোষ্ঠ পরিহরি ব্রহ্মা যান। হাস্য করি দর্পহারী, বলে ব্রহ্মার দর্প হরি, লব আজ করিগে বিধান ।। এত বলি কমলাপতি, গোষ্ঠমাঝে মায়াপাতি, অঙ্গ হইতে উৎপত্তি, করেন রাখাল ধেনু। পূর্ব্বে গোষ্ঠে ছিল যে সব, তেম্নি রাখাল গোপাল সব, সঙ্গে লয়ে বেড়ান কেশব, বাজিয়ে বনে বেণু ।। দিনমণি হন অস্ত, গোপাল গোপাল লয়ে সমস্ত, রাখালগণ সমব্যস্ত, যায় যে যার গৃহে। কেহ কারে না চিনিতে পারে, পিতা মাতা পরস্পরে, হেথা ছিদাম আদি পরস্পরে, থাকে গিরিগুহে ।। এইরূপেতে নিত্য গোপাল, বালক সঙ্গে নিত্য গোপাল, যান গোষ্ঠে শুন তদন্তরে। হেথা ব্রহ্মা ভাবেন কি করিলাম, আপনার মাথা আপ্নি খেলাম, বেনোজল ঘরে পূরিলাম, ঘরজল দিবার তরে ।। পেলাম ভাল প্রতি-

ফল, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, দিলেন মোক্ষফল দাতা। ব্রহ্মকর্ত্তে নিরণয়, আপনি বুঝি হই লয়, যার ভার সেই লয়, অন্যের কি কথা॥ কি কালনিশি হলো প্রভাত, রাখাল গুলার যোগাই ভাত, গরুর ঘাস কাটিতে হলো ভাগ্যে এই ছিল। কোথা হতে আহার যোগাই, উনিশ কুড়ি লক্ষ গাই, তৃণ জল বৈবতে২ মাথাকটা গেল॥ এইরূপ ব্রহ্মা পড়ে শঙ্কটে, সদা বন গিরি নিকটে, পাছে কিছু ঘটে ভাল মন্দ। ছিদাম আদি রাখালগণে, প্রাণান্ত প্রমাদ গণে, নবঘনে ডাকে সঘনে২, বলে কোথা হে গোবিন্দ॥

রাগিণী বিভাস ভৈরব। তাল একতালা।

আর কেহ নাই ও কানাই হলো ভাই জীবনান্ত। রে নীলকায়, সঁপেছি কায়, ও রাঙ্গা পায় একান্ত॥
ত্যজে গোপাল, রৈলি গোপাল, কপাল গুণে হলি ভ্রান্ত। হও যে তুমি, অন্তর্যামী, বেদে বলে তোয় অনন্ত॥
পান করে বিষজলে, পড়েছিলাম ধরাতলে, রাখালে বাঁচালে, জলে ডুবিলে সে দিন ত। আজি নিদয় নিদয়া, নীরদ কায়া, কিসে মায়ায় হলে ক্ষন্ত। কাল' করে, কেমন করে দেও আজ কালের কালান্ত॥

এইরূপ কাঁদে রাখাল সব, অন্তরে জানি কেশব, উৎসব তিলার্দ্ধ নাই মনে। এমন সময় চতুর্ম্মুখ, লাজে করি অধোমুখ, প্রণাম করি শ্রীহরি চরণে।। বলে ওহে নিরঞ্জন, অপরাধ কর মার্জ্জন, এজন সৃজনকারি তুমি হরি। তব গুণ বেদে ব্যক্ত, জানেন কিছু পঞ্চবক্ত্র, আছ ভক্ত অনুরক্ত, তুমি হে মুরারি।। নৈলে গোলোক পরিহরি, ব্রজে হয়ে নরহরি, নন্দের বাধা মাথায় করি, রাখ হে সাদরে। প্রহ্লাদের ভক্তিবলে, অনল পর্ব্বত জলে, জীবন রাখিলে থাকি স্তম্ভের ভিতরে।। তখন স্তবে তুষ্ট হয়ে কেশব, মায়ায় রাখাল গোপাল যে সব, সৃজন করিয়ে সে সব, হরিয়ে নিলেন হরি। প্রত্যক্ষে দেখিয়ে ধাতা, বলেন ওহে ধাতার ধাতা, দিয়ে দর্প আজ হরে নিলে হরি।। যে কুকর্ম্ম করেছিলাম, রাখাল গোপাল হরেছিলাম, দিয়ে হরি স্মরণ নিলাম, চরণে একান্ত। পেয়ে তুষ্ট গোলোকপালক, গোধন আদি ব্রজের বালক, স্তবকরে কন চতুর্ম্মুখ, রক্ষ কমলাকান্ত।।

রাগিণী রামকেলীবিভাস। তাল কাওয়ালী।

গোলোক করি শূন্য, অবতীর্ণ ব্রজমণ্ডলে।
নৈলে কি শ্রীধর ধর ভূধর করাঙ্গুলে।।
জ্যোতির্ম্ময় পরমব্রহ্ম চারি বেদে বলে, ব্রহ্মতে
ব্রহ্ম নিরূপণ আছে কোনকালে। কূর্ম্মাদি
অনন্ত রূপে আছ হে পাতালে।।
তুমি নিত্য নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, ভূভার হরিতে

হয়ে সাকার, হয়ে হরি বামনাকার বলিরে ছলিলে, ত্রেতায় শ্রীরাম অবতারে রাবণ কুল নাশিলে, কৃপাসিন্ধু গুণে সিন্ধুজলে ভাসালে শিলে, এখন গোপকুলে আছ গোকুলে, গোপাল গোপালে ॥

ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ সমাপ্তঃ।

পাঁচালী।

নন্দবিদায়।

অক্রূর সহিত হরি, ব্রজপুর পরিহরি, কংসরাজ্য মধু-পুরী, মধ্যে উপনীত। ধ্বংস করি কংসেরে, গিয়ে দেখেন কারাগারে, বসুদেব দেবকীরে, পাষাণে পীড়িত॥ দেখেন কান্দিছে বসু, বলে কোথা রে অমূল্য বসু, কৃষ্ণ তোমার ইষ্ট এই কি মনে। হাঁরে সমুদ্র থাকিতে করে, গেল জীবন জীবনের তরে, জীবনের জীবন হাঁরে, তাও কি সয় জীবনে॥ তুমি নন্দন থাকিতে হরি, বন্ধনে প্রাণ পরিহরি, তুই এসে এই মধুপুরী, আছরে নিশ্চিন্ত। শুনেছি কথা সুস্পষ্ট, কংস তো হয়েছে নষ্ট, তবে কেন রে প্রাণকৃষ্ণ, আমাদের প্রাণান্ত॥ ঐ দেখ জননী তোর, তোর শোকে সদা কাতর, অন্তরে যাতনা নিরন্তর। একেতো প্রস্তর ক্লেশ, অঙ্গে শক্তি নাই বিশেষ, পুত্র হয়ে অবশেষ, তুই হলি

প্রস্তর ।। তখন দেখিছেন দেবকীপুত্র, দেবকী পাষাণ গাত্র, অস্থিচর্ম্ম অস্তি মাত্র, প্রাণ মাত্র বাকী । দুনয়নে বহে নীর, শোকে গোবিন্দ জননীর, নিরন্তর নীরযুক্ত আঁখি । কান্দে কিবল কৃষ্ণ বলে, দুঃখে বক্ষের পাষাণ গলে, পাষাণ হৃদয় ছেলে কোথা রে গোবিন্দ। তোর শোকে প্রাণ অবসান, তাতে বুকে এই পাষাণ, সাধ্য কার খণ্ডান বিধির বিবন্ধ ।।

রাগিণী সুরট মল্লার । তাল তেতালা ।

শমন সঙ্কটে তরি কেমনে । ও মন পাতকী ভাব কি মনে কিসে হবে রে বিশ্বাস এ বিশ্বাস বি-নাশ জীবনে ।।

ভেবে দেখ মন মনে, একবার ভবে আগমনে, আমি বলিতে বলেছি রাধারমণে । তুই এসে ধরণী তলে, স্বজন কুজনে ভুলে, বিজনে সে জনেতো পূজিলিনে ।।

এখন কি করি কি দিবা কর, ভয়ঙ্কর দিবাকর, সুত বিহিত ভব বন্ধনে । আশা কুবৃত্তি হতে যদি নিবৃত্তি হতো তবে প্রবৃত্তি হতো হরির চরণে ।।

জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে, জঠর কঠোর দায়ে, অযতনে হারালি সে রতনে । ভেবে অহঙ্কার, যদি অহঙ্কার, হস্তা হিত, হতোচিত, তবে ভব পারে ভাবি কেনে ।।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

দুঃখে গেল রে জীবন। ওরে দুঃখিনীর জীবন,
পাষাণ ভরে আমার হৃদয় কাতর কোথায়
পাষাণ হৃদয় নিদয় বারিদবরণ॥
কত কষ্ট পরে অষ্টম উদরে, গর্ব্বে ধারণ
করেছিলাম আমি তোরে,বাপ,একিতাপ,এক-
বার জীবনান্তকালে,মাকে দেখা দিলে, দুঃখের
বেলায় তবু যুড়াতো জীবন। কংস ভয়ে
তোরে নন্দালয়ে রাখি, সদা নন্দ হৃদয় ধনে
প্রাণে ফাকি, হায় একি দায় কিবল জঠরে
স্থান দিলি কেলেসোণা আমার ক্লেশ না
হলো নিবারণ॥

দ্বারে দাঁড়ায়ে দেখেন হরি, হেনকালে এক বৃদ্ধ দ্বারী,
পাদ্মনেত্রে প্রণতি করি, দিতেছে পরিচয়। বলে হে ভূলো-
কের ভর্ত্তা, তুমিতো ত্রিলোকের কর্ত্তা, জানে কি সামান্য
লোকে মহিমার নিশ্চয়॥ ওহে কৃষ্ণ কংসারি, কৃতান্ত ভবান্ত
কারি, আমি কংসের নিযুক্ত দ্বারী, আছি হে বহুকাল।
এখন তো বয়েসের শেষ, অঙ্গে শক্তি নাই বিশেষ, সংসা-
রটা তাতে বিশেষ, ঘটেছে জঞ্জাল॥ শুনিলাম এখন
তোমারি রাজ্য, তোমারি হাতে কর্ম্ম কার্য্য, তুমিতো সমস্ত
দেশের কর্ত্তা সর্ব্বময়। নিবেদন কবিয়ে রাখি, কর নিবে-
দন নিরজ আঁখি, কর্ম্মক্ষেত্রে ভাল কর্ম্ম দিয়ে ব্রহ্মময়॥

শুনে হরি বল্লেন ওহে দ্বারী, এখন আমি ব্যস্ত ভারি, অন্য কথা কৈতে আমার অবকাস নাই। লোকটি তুমি ভাল হে দ্বারী, তোমার ভাল কর্ত্তে পারি, আপাতক তো আমার হাতে কর্ম্ম কার্য্য নাই॥ তোমার কর্ম্ম যেমন হয়না কেন, আর নাই তোর ভাবনা কোন, কিছুকাল কর কাল যাপন, অন্য কারাগারে। দ্বারী লোকটা তুমি উপযুক্ত, তোমার কর্ম্মের উপযুক্ত, ফল তোরে দেবই দেব করে॥ ফলের কথা শুনিবা মাত্রে, অনিবার বারি নেত্রে, দ্বারী অমনি পদ্মনেত্র যুগলে। বলে কর্ম্ম চেয়েছি ব্রহ্মময়, ফল দিবার তো কথা নয়, হাঁহে কর্ম্মফলতো ফলে ফলেই ফলে॥ কৈ করুণা করুণাসিন্ধু, কাতর জনের বন্ধু, ফলে আমার কাতর অন্তরে। কি কল্লে হে বৈকুণ্ঠ নিধি, শেষে কল্লে এই বিধি, আবার বল্লে কেন যেতে কারাগারে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল পোস্তা।

কারাগার হতে আবার, বল্লে কারাগারে
যেতে। গেলে সেই কারাগারে কারাগারে
হবে যেতে। জন্ম কারাগারেতে, কর্ম্ম কারা-
গারেতে, ব্রহ্ম কারাগার হতে পাঠালে কারা-
গারেতে॥

আবার দেখিছেন হরি, দেবকী শোক পরিহরি, হরি প্রতি ভক্তি করি কয়। বলে হে গোলোকের স্বামি, ত্রিলোক রাখিতে তুমি, ভূলোকেতে হইলে উদয়॥ হাঁহে

ধরায় এত কে ভাগ্য ধরে, তোমারে উদরে ধরে, ব্রহ্মাণ্ড তব উদরে, ওহে ব্রহ্মময়। তবে কেন হে বৈকুণ্ঠনাথ, করিতে বৈরঙ্গ পাত, বৈমুখ হইলা দয়াময়॥ হাঁহে তুমিই তো জগতের জনক, তোমার যে জননী জনক, সেটা কেবল ভ্রমজনক মাত্র। তুমি বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন, চিরকালের চিরন্তন, তোমায় চিন্তা করেছিলাম তাইতে বলে দেবকীর পুত্র॥ কেবল জগতের রিপু নাশিতে, নিজ কীর্ত্তি প্রকাশিতে, তুমিই সীতে, তুমিই অসীতে, তুমিই রবি ভৈরবী। তুমিই গোকুলে প্রকাশিলে, তুমিই অগ্নি তুমিই শিলে, তুমিইত করেছ শিলে অহল্যা মানবী॥ এইরূপে কত প্রকারে, দেবকী যত স্তুতি করে, দ্বারে দাঁড়ায়ে দেখেন মাধব। তখন তুষ্ট হয়ে অন্তর্যামি, অনন্ত ভুবনের স্বামি, রাম সহ হইলেন দেবকীর অন্তরে উদ্ভব॥ ত্যজিয়ে বাচ্ছল্য ভাবে, দেবকী দেখে ভক্তিভাবে, স্বয়ম্ভু রূপ হৃদয় মন্দিরে। দেখে নাই সুখের বিরাম, কৃষ্ণ সহ বলরাম, যুগলের যুগল রূপ হেরে॥

রাগিণী সুরট। তাল ঝাঁপতাল।

দেখিছেন দেবকী চিতে, রামকৃষ্ণ যুগলেতে,
অমর. পুর বন্দিত বলরা[illegible] [illegible] অলঙ্কৃত। ইন্দ্র
নীল নিন্দিত, নীল [illegible] জলদ দলগত, [illegible]
রুচি রুচি[illegible] [illegible]

কিবা শিঙ্গা শোভিত রাম কর, বাঁশিতে
শোভে শ্যাম কর, রামের বামে বিপরীত করে
শোভে শ্যাম কর, মধু মদে মোহিত রাম ভৃগু-
পদ নিহিত শ্যাম, রেবতী মনরঞ্জন রাম, রাধা
মোহন রাধানাথ। দাশরথী কয় ও দেবকী,
ও রূপের তুলনা দিব কি, শুক নারদ যাতে
বিবেকী, বিধি আদি যাতে মোহিত ॥

চিত্ত মাঝে নিত্য রূপ দেখিছেন দেবকী। করেন মায়ায় বদ্ধ মায়াময় মা বলিয়া ডাকি॥ ভ্রান্ত গিয়ে অন্তরেতে উদয় হলো আসি। ডাকে কান্তেহ জগৎকান্তে নয়ন জলে ভাসি॥ বলে কংস ভয়ে নন্দালয়ে তোমাকে রেখে এসে। ও নীলকান্ত জীবনান্ত হয় আমাদের শেষে॥ ওরে তোর শোকে কি আর বুকে কি এ যন্ত্রণা সয়রে। কর নষ্ট কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ পুত্র কংস দুরাশয়রে॥ দেরে বন্ধন খুলে, বদন তুলে, দেখি চাঁদবদন রে। হর হৃদয়ের বেদন, হৃদয়ের ধন, দূরে যাক রোদন রে॥ ওরে ঐ তোর জনক, দুঃখ জনক, বক্ষ মাঝে শিলে। হলে তুমি পুত্র, সেই কুসূত্র, শত্রুতে নাশিলে॥ একবার এসেছ যদি, ও নীল নিধি, নিকটে এসো মোর। দেখে মায়ের দুঃখ, হয়েছে সুখ, ও মোর সন্তান পামর॥ যাবে প্রাণ হারা যাতনা হারা, নিধিকে নিরক্ষীলে। হবে সুস্থ দেহ সজীব জীবের জীবকে পেলে কোলে॥ একবার মা বুলে ডাকরে কৃষ্ণ কষ্ট যাক দূরে। কর বক্ষ রক্ষে ব্যার্থ তোমার থাক্‌বে মধুপুরে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল তিওট।

আয়২ কোলে ডাক মা বলে রে। ভূমিষ্ঠ অবধি কৃষ্ণ হারাই হারাধন তোরে। আয় হেরি হারাণে সোনা, এই দেখ বুকে ও তোর শোকের উপর যাতনা পাষাণ তুলে বাঁচাও ও নীল পাষাণ জালা জননীরে। ঐ দেখ কান্দিছে বসু, আয় কোথারে দেখা দেরে অমূল্য বসু, বধিলে বধরে ও মাধব আসি কংসান্তরে॥

মুক্ত করি বসুদেব দেবকীর বন্ধন। বিনয়ে করিয়ে হরি চরণ বন্দন॥ প্রবোধ বাক্যে বুঝায়ে বসুদেব দেবকীকে। মথুরা হইতে বিদায় করিতে নন্দকে॥ বলরামকে বলেন দাদা বলগে বসুদেবে। নন্দকে বিদায় করা তাহারি সম্ভবে॥ নন্দ তো জানেনা কৃষ্ণ পুত্র নয় তোমার। আমি জানায়েছি পিতা নন্দই আমার॥ যে কার্য্যে এসেছি আমি অবনীমণ্ডলে। কার্য্য সাধন হয়না আমার নন্দালয়ে গেলে॥ শত্রু বিনাশন সূত্রে সংসারেতে আসা। ভক্তের পুরাতে আশা নন্দালয়ে বাসা॥ আমার কাছে পিতা মাতা ভাই খুড়া জেঠা। সকলি সমান আমি যখন হই যেটা॥ এই রূপ কহিছেন হরি, কিন্তু নয়নে বারি অনিবারি, জগতের বিপদবারি, বারিদ বরণ। হরি এম্নি ভক্তের বাঁধা, ভক্তের রয়েছেন বাধা, ভক্তের হাতে পড়েছে বাঁধা, যে রাধারমণ॥ ওঁকে মুক্তি জন্য ভক্তভাবে, পুত্রভাবে নন্দ ভাবে, ভুলে

আছেন সেই ভাবে, ভক্তিপ্রিয় মাধব। নন্দের বাৎসল্য ভাবে, কৈবল্যের কর্ত্তা ভাবে, সে ভাব দেখিলে ভবের ভাবের উদ্ভব॥ তখন এইকথা শুনিবা মাত্র, রেবতীর প্রীয় পাত্র, বসুদেবের নিকটে গিয়া কন। শুনিয়ে সমস্ত বাক্য, হয়ে বসুদেব সজলাক্ষ, করেন নন্দের নিকটে গমন॥ গিয়ে বসু কন বাণী, পিতা সত্য বটে মানি, আমিতো কেবল উপলক্ষ মাত্র। তোমারি স্নেহে প্রতিপালন, তোমারি গৃহেতে রন, তোমারি এখন পরম প্রীয়পাত্র॥ কিন্তু মূলসূত্র শুনহে নন্দ, পুত্র নন কারো গোবিন্দ, উহারি পুত্র পরিবার জগৎ সংসার। কিছু নাই ওঁর অগোচরে, উনিই কর্ত্তা চরাচরে, উনিই সার, উনিই অসার, উনিই সারৎ-সার॥ অবনীর উদ্ধার জন্য, অবনীতে অবতীর্ণ, দেবকীর গর্ব্ভে নারায়ণ। কি কব তাহার তত্ত্ব, ভব যাঁর ভাবে মত্ত, বিরিঞ্চি যাঁর বাঞ্ছিত চরণ॥ অতএব শুন ভাই নন্দ, তোমারিত ছেলে গোবিন্দ, বৃথা কি দেবকী তবে গর্ব্ভ জ্বালাটা ভুগ্‌বে। এখন দুদিন এখানে রাখ, আর্‌ত কেউ লবেনাক, তোমার গোপাল তোমারিতো থাকবে॥

এই ঘটকালি বসুদেবের বাক্য শুনিয়া নন্দের চিত্ত তখন কি প্রকার হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়া দেখ।

এই কথা শুনিবা মাত্র, সনীর ত্রিনেত্র নেত্র, দেবরাজের বজ্র সম লাগে। শুনে মুখ তোলেননা চতুর্ম্মুখ, বশিষ্ঠাদি

চৈবমুখ, বাণী হারায়ে বাক্‌বাদিনী অবাক হলেন আপ॥ শুনে এই সকল পরিচয়, নন্দ অমনি দণ্ড হয়, কতক্ষণ জ্ঞান ছিলনা মাংসপিণ্ডের মত। মুদ্দর হয়ে ছিল পড়ে, কৃষ্ণ নাম কর্ণ কুহরে, শুনায় তখন ইষ্ট মন্ত্রের মত॥ কৃষ্ণ নামের মহিমা এত, ছিল মহীতে পড়ে মোহিত, গোপাল গোপাল বলে অমনি কেন্দে উচ্চৈঃস্বরে। আবার বলে হে বসুদেব, তোমারে কি জন্যে দেব, আমার প্রাণের গোপাল গুপেশ্বরে॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

ও বসুদেব তোর সঙ্গে প্রাণ গোপালের কি সম্বন্ধ। তাই ভেবে কি আমায় ফাকি দিয়ে রাখিবে গোবিন্দ॥
হায় কি কপাল, হারাই গোপাল, বিধি ঘটালে বিবন্ধ। ত্রাণ কিসে পাই, মান কিসে পাই, উপায় কিরে উপানন্দ॥
কেন্দে নন্দ চেতনহারা, হারায়ে নয়নের তারা, শ্রীদাম আদি যত তারা, সবে নিরানন্দ। যে ধন হরের হৃদয় পরে সদা করে রে আনন্দ, সে ধন বিদায় দেয় কেমনে নিদয় হৃদয় নন্দ॥

তখন চৈতন্য পাইয়ে নন্দ কান্দে বার বার। বলে কোথারে গোকুলের চাঁদ দেখা দে একবার॥ বলে ৫

বসুদেব হৃদয় বস্তু তোমারে কেন দিব। কেন দেবের দুর্ল্লভ দ্রব্য দেবকীরে দিব॥ যখন যশোদা করেছিল মানা, তা না শুনিয়ে তাহারে নানা, কপাল খেয়ে করেছিলাম রঙ্গ। এনে ব্যাধের করে সঁপে দিলাম সাধের বিহঙ্গ॥ হায় দুঃখে পড়েছে আমার মানের মাতঙ্গ। কেন সুখের সমুদ্রে উঠেছে আজ শোকের তরঙ্গ॥ কি কলঙ্ক ঘটালেন মহেশের মহিষী। সিংহশিশু কেড়ে লয় মা মহীষের মহিষী॥ ও বসুদেব এ চাতুরী শিখেছ কোথায় হে। জলে অঙ্গ জ্বলে তোমার কথার ব্যাভারে হে॥ আমার উঠেছে দুঃখের নদী মাথায় মাথায় হে। আমার চিন্তামণি কি তোমার ছেলে কেবল তোমারি কথায় হে॥ তুমি মূল সূত্র বল্লে পুত্র তোমারত নয় হে। হাঁহে মূলের কথা বল্লে পুত্র তোমার তনয় হে॥ আবার বল্লে তোমারি পুত্র কেবল উপলক্ষ আমি। আমার প্রত্যক্ষ হইতে আবার লক্ষ কিসের তুমি॥ সদানন্দ জানেন কৃষ্ণ নন্দের তনয় হে। বসুদেব বলিলে কৃষ্ণ নন্দেরত নয় হে॥ নাই অবিচার দেশে বিচার হায় কি কচ্চেন শ্যামা। হেদে পরের ছেলেকে ছেলে বলে বেটা ছেলেধরার মামা॥ নন্দে দিলে গোবিন্দ ধন মা সদানন্দরাণী। কেন হর মা হররমা সদা নন্দ নন্দরাণীর॥ এখন এ বিপদে উদ্ধার মা বিপদবিনাশিনী। এক বার হরি বল মন হরি স্মৃতি বিপদ বিনাশিনী॥ সঙ্কটে করুণা কর মা শঙ্করী। যেন সন্তান হারায় না তোমার কিঙ্কর কিঙ্করী॥

রাগিণী টোরী। তাল একতালা।

মা আজ কর ত্রাণ কাতর সন্তান বড় বিপদে পড়ে ঈশানী। যে ধন সাধন করে তোরে, পেয়েছিলাম ঘরে, কৃষ্ণধন অমূল্যরতন নিল যজ্ঞস্থলে আমার সে নীলমণি ॥

গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হলে হারা, যে নন্দন নন্দরাণীর নয়ন তারা, ত্রিনয়নী ত্রিনয়নের নয়ন তারা, আমার নয়নতারার তারা তারিণী। এ ধন নির্ধন হরে কি ধন লয়ে যাব, গোধন চরাইতে এধন কোথা পাব, কি ধন দিয়ে যশোদারে বুঝাইব, তারিণী গো তারি নিধন প্রাণী ॥

তখন তারা বলে কান্দে নন্দ, হারা হয়ে প্রাণ গোবিন্দ, ধরায় পড়ে ধূলায় ধুসর। বলে ওরে প্রাণাধিক, আমার প্রাণে ধিক২, কেন আর আমি অধিক, তোর শোকে কাতর ॥ হাঁরে তুই যে নস্ সন্তান, পেলাম আমি সে সন্ধান, বস্থ শোক সন্ধান পূরিয়ে হৃদয় বিদরে। তুমি কি জন্যে যাবেনা ব্রজে, ওরে গোপাল গোপাল ত্যজে, রবে মথুরার ভূপাল মন্দিরে। তোরে কে শিখালে এ মন্ত্রণা, এমন মনতো তোর ছিলনা, বলনা এটা কার ছলনা, তা আমার সঙ্গে কেন। আমি বা কাহার লক্ষ্য, সবে মাত্র উপলক্ষ, তুমিরে কুমার নীলরতন ॥ তায় কত বিপদ ঘটাল বিধি, এই বালকটীতে

মোর বাল্যাবধি, ভূলোকের সকল লোকের দৃষ্টি। ভবে আরত লোকের ছেলে আছে, কেউত যায় না তাদের কাছে, আমার ছেলেটী কিবল সকলের লাগে মিষ্টি।। সংসার সমুদ্র মাঝে, সাগর সিঞ্চিত ও যে, নীলকান্ত হতেও আমার নীলকান্ত বড়। গেলে সে ধন বিলায়ে পরে, প্রাণ কি রবে দেহ পরে, ঘরে পরে গঞ্জনা হবে যে বড়।। মথুরায় তো অনেক দিন, এসেছরে প্রাণ গোবিন, আর এখানে অধিক দিন, থাকার এইত ফল রে। আমি এমন দেশত দেখি নাই হরি, চল শীঘ্র পরিহরি, পরের বস্তু লয় যে হরি, কি অধর্ম্মের ফল রে।। হরি আর যাবে না বৃন্দাবনে, উপানন্দ মুখে তা শুনে, ছিদাম আদি রাখালগণে, প্রাণান্ত প্রমাদগণে, করিতেছে রোদন। কেবল শব্দ হাহাকার, যেন প্রলয়ের আকার, অমনি সবে শবাকার, ভূতলে পতন।। কেউ বা উঠে কারে ধরে, কেউ বা উঠে কাহার করে, কর দিয়ে কত প্রকারে, করিতেছে করুণা। কেউ কেন্দে কয় ও সুবল, শুনে সম্বাদ শুকাল বোল, সত্য করে বল কৃষ্ণ বল কেন যাবে না।। কেউ কেন্দে কয় ও কানাই, ব্রজবালকের আর কেউ নাই, তুমি ভিন্ন ছিন্ন ভিন্ন মধুর বৃন্দাবন বন রে। আমাদের দেহ মাত্র প্রাণ তুমি, প্রাণাধিক রাখালের স্বামী, বল কি দোষে যাবে না তুমি নন্দের ভবন রে।। কেন্দে ছিদাম বলে হে সখা, তুমি বৃক্ষ আমরা শাখা, তোমার না পাইলে দেখা, রাখাল কিসে বাঁচে। এদের কল তুমি, কৌশল তুমি, এদের সকলি তুমি তোমার কৌশল শৃঙ্খলে

এরা এখন বেঁচে আছে ।। ওরে ইন্দ্র বৃষ্টি দাবানল, সে তাতে বাঁচাবে বল, বল কেবা ধর্‌বে গিরি, ও ভাই গিরিধর রে। বল কি জন্যে যাবিনে ব্রজে,ব্রজনাথ তুই ব্রজত্যজে, কোন রাজার,রাজ্যে এখন ধর্‌রি ধরাধর রে।। তুমি ব্রজে যদি আর না যাও কানু, তোমার ধেনু বেণু সে কণ্ঠ মনু, সুমধুর শব্দটি এখন কাদের নফর হবে। হাঁরে কানাই কি তোর জ্ঞান নাই, যাদের তুমি ভিন্ন জ্ঞান নাই, এখন তোমাকে হারায়ে তারা কার কাছে দাঁড়াবে ।।

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

ওরে ভাই কানাই শুন্‌লাম তুই নাকি আর
যাবিনে শ্রীবৃন্দাবনে। ও তোর ধেনু কে চরাবে,
বেণু কে বাজাবে, কে বাঁচাবে বনে সে বিষ
জীবনে ।।
আমরা ছিদামাদি যত, তোর অনুগত, ও ভাই
কানু তাতো জানত মনে। ছি ভাই ভাঙ্গিলে
কেনে ওহে রাখালরাজ ব্রজের ধূলখেলা ছি
ভাই ভাঙ্গিলে কেনে আর তো হবে না হলো
এ জন্মের মত বল কি অপরাধ হল তোর রাঙ্গা
চরণে ।।

আবার কেন্দে ছিদাম, বলে গোবিন্দ গুণধাম, কি

জন্মে রে ব্রজধাম, পরিহরিলে হরি। আমরা স্বপনেও শুনি নাই তাতো, তুমি নও নন্দের সুত, তুমি ভূলোকের হরি নও হারে গোলোকের হরি ।। হাঁরে তোমারে কি ভাবেন হর, হররাণীর মনোহর, হাঁরে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত তবে কি তুমি। হাঁরে বেদে কি তোমারি ব্যাখ্যা, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, অন্তরে কি তুমিই অন্তর্যামী ।। যদি মোক্ষজন্য তোমারে ভাবে, তবে কেন ভাই সখ্যভাবে, দুঃখ দাওরে ভবের দুঃখহারী। আমরা একটা কথা সুধাই তোরে, ভবের লোক যে পড়ে কাতরে, ব্যাগ্রচিত্ত বারে২, ডাকে সখে বিপদে তারণ হরি ।। হাঁরে ও রাখালের অঞ্জন, তবে কি বিপদভঞ্জন, তুমিই কি নিরঞ্জন অসুর দর্পহারি ।। তবে আমরা করেছি কিরে, বাহিরে রাখিয়ে হিরে, জিরেয় করেছি যত্নের চূড়ান্ত। ব্রহ্মবস্তু পাইয়ে করে, কেউ কি রাখে অনাদরে, কৌস্তুভ শোভিত হারে, ও গোলোকের কান্ত ।। হাঁ ভাই তুমিইত জগতের শ্রেষ্ঠ, তোমার মুখে যে উচ্ছিষ্ট, উন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণ, দিয়েছি বারেবারে। কর সে সকল দোষের শান্তি, ভ্রান্তি মোচন যদিও ভ্রান্তি, জন্য গণ্য হলেও হতে পারে ।। ওরে মুক্তি কল্পতরু তোয় ভুলে, কদম্ব তরুর তলে, কত যে কৌতুক ছলে, মন্দ বলেছি গোবিন্দ। কিন্তু তোমারি চরণাশ্রিত, ছিদামাদি আমরা যত, এত তো জানিনে ভাল মন্দ ।। যে তুমি নও রাখালেশ্বর, তুমি নিখিল অখিলেশ্বর, তোমার অবনীর নবনী সর সুধু নয় পিপাসা। হাঁ ভাই গোষ্ঠে গোচারণ কালে, কত অপ-

রাধ তোর চরণতলে, করেছি ভাই তাই এলে চলে, ভেঙ্গে আমাদের বৃন্দাবনের বাসা ॥ এইরূপে কান্দে তখন, ছিদাম আদি রাখালগণ, ধরাতলে পড়ে সবে রসাতলে যায়। কান্দে আর এদিকে উপানন্দ, উপায়ন্ত কান্দিছে নন্দ, বলে কোথারে প্রাণ গোবিন্দ, প্রাণ যায় প্রাণ যায় ॥ দেখে বসুদেব বলে একি, আমি একটী কথা বলেছি তা কি, সত্য তার কার্য্য জ্ঞান আগে। একি নন্দের মমতারে, এতত নাই মম মমতারে, কোথা কৃষ্ণ সমতারে, কর তোর পিতা নন্দে আগে ॥ ওযে কার মায়াতে নন্দ কান্দে, মহামায়া যার মায়ার ফান্দে, যার মায়ায় যশোদা বান্ধে, যার মায়ায় যিনি নন্দের বাধা মাথায় করে বন। যার মায়াতে সৃষ্টিস্থিতি লয়, যার মায়ায় যিনি নন্দালয়, তাঁরি মায়ায় কান্দে রাখালগণ ॥ বসুদেব বলেন কৃষ্ণ, তুমিইত জগতের শ্রেষ্ঠ, কারাগার বন্ধন কষ্ট, আমাদের করে দূর। এখন সৃষ্টিস্থিতি হয় যে লয়, তুমি নয় কিছুদিন নন্দালয়, থাকগে গিয়ে সেই বা কত দূর ॥ তোমায় যেরূপ নন্দের স্নেহ, জগতে কার সাধ্য কেহ, বুঝাইতে পারে এসে পারুক। আমিত পারলাম না বাপু, একষ্টের হাটে গুণতে হাপু, এখন এখান হতে পলাই আমার প্রাণটা তো যুড়াক ॥ হরি বিপদের মধুসূদন, বিপদ দেখি যে তখন, নন্দের কোলেতে আসি অমনি উদয়। এমনি কৃষ্ণের মায়া, ছিল যার চিত্তে যত মায়া, অমনি করিয়ে মায়া, হরিলেন মায়াময় ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

বসিলেন কোলেতে হরি নন্দের হরিতে মায়া।
ধরিলেন শ্রীগোবিন্দ মোহিতে মোহিনী মায়া॥
যে মায়ায় মোহিত আছেন বিধি পঞ্চানন,
যে মায়ায় মোহিত জীবের মহিতে ভ্রমণ, যে
মায়ায় যোগীন্দ্র ইন্দ্র মোহ মহামায়া। জ্ঞান
সৌদামিনী নন্দের উদয় অন্তরে, বলে রে গোবিন্দ
তুমি থাক মধুপুরে, একেবারে তোরে হারালে
শোকে ত্যজিবে জীবন মায়া। নন্দে ত্যজি
সদানন্দে রবিরে সাদরে, বারেক দিওরে দেখা
গিয়ে যশোদারে, ত্যজিব যখন আমরা জীবন
মায়া॥

তখন অমি কৃষ্ণের মায়ায় ভুলে, নন্দন করিয়ে কোলে, নন্দন করিয়ে নন্দ বলে। ওহে ত্রিলোকের ত্রিতাপ হারি, ত্রিপুরারির হৃদয় বিহারি, তোমারি কৃপায় তুমি ছিলে গোকুলে॥ তুমিত ত্রিলোকের পিতা, আমায় বল্লেছিলে পিতা, আবার তুমিই তো তাপিত কল্লে হরি। আবার মায়ারূপী তুমি হরি, মায়া হরিলে মায়া করি, তোমারি এ মায়াপুরী তোমারি অযোধ্যা কাঞ্চি দ্বারকা মথুরাপুরী॥ একবার জীবনান্ত মাঝে মাঝে, দিলে দরশন মহিমা যে, থাকবে বহুকাল হে। ওহে কৃতান্ত ভয়ান্তকারী, অন্তঃকালে

ভয় তাহারি, ওহে হরি কাল বেটা যে পরকালের কাল হে। তখন হরি দেখলেন হলোনা কিছু, করেন আকর্ষণ আর কিছু, চিত্ত উহাদের নিত্যানন্দময়। অম্নি শোক গেল দূরে, হলো উদয় হৃদয় মন্দিরে, নন্দের আনন্দ অতিশয়॥ তখন উপানন্দ ডাকিয়ে বলে, আর কেন চল গোকুলে, গোপ-কুলে সম্বাদ জানাও। হরি ঘটালেন বিবন্ধ, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে নন্দ, কেঁদে বলে উপানন্দ কেন মায়ায় পতিত হও॥ নন্দের বিদায় কালে, হরি আবার গিয়ে বসিলেন কোলে, বিবিধ প্রবোধ বাক্যে করিয়ে সান্ত্বনা। দিলেন পিতাকে পীতাম্বর, কথকগুলি অম্বর, শোক সম্বরণ হেতু অভরণ নানা॥ তখন ভূলোকে গোলোকের হরি, গোপকুল পরিহরি, আসিয়ে মথুরাপুরী, থাকেন শ্রীনিবাস। হেথায় আনন্দ ত্যজিয়ে নন্দ, সঙ্গেলয়ে উপানন্দ, চিত্তে নিত্য নিরানন্দ, ত্যজিলেন প্রবাস বাস॥ ছিদাম আদি রাখালগণে, শমনে সামান্য পণে, যুগায় শমন ভবনে, কিম্বা জীবনান্ত আগুনে, করিল গমন মন। বলে রাখালের জীবন হরি, রাখালে কেন পরিহরি, থাকলে হরি লয়ে জীবন মন॥ তখন দিনমণি সুতার তীরে, গিয়ে ব্রজবাসিরে, করাঘাত করিয়ে শিরে, হারায়ে কেশবে সবে। হরি যে করেছিলেন মায়া, আবার পরিহরিলেন সেই মায়া, এম্নি যে কৃষ্ণের মায়া, কৃষ্ণ বি-চ্ছেদ মহামায়া, হলো মহীতে মোহিত সবে॥ অম্নি কেন্দে উঠে নন্দ, বলে ওরে উপানন্দ, হারাইয়ে প্রাণগোবিন্দ, প্রাণ কিসে রবে। এলাম কৃষ্ণধন দিয়ে বিদায়, এখন

গিয়ে যশোদায়, কি ধন দিয়ে কি বলে বুঝাবে।। তখন এইরূপে কত প্রকারে, বিলাপ করিয়ে পরে, যমুনার তীরে নীরে কাতর হইয়ে নন্দরায়। অম্নি হাহাকার শব্দ মুখে, কেউবা কান্দে ঊর্দ্ধমুখে, কেউবা দুঃখে পতিত ধরায়।। তখন ছিদাম কান্দিয়ে কয়, ভাই কানাই রে এসময়, একবার এসে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখরে। যার বাধা রয়েছো মাথায় করে, আজ সেই পিতা তোর কোথায় পড়ে, যাঁরে পিতৃহত্যা হলে পরে, তুমি কিসের সন্তান রে।।

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল একতালা।

কোথায় রহিলি রহিলি সুত। রাখালের জীবন নন্দসুত, ও তোর শোকে রে গোবিন্দ নিরানন্দ নন্দ জীবনে জীবনমৃত।।
জীর্ণ শীর্ণ দেহে শূন্য হিত হিত, নয়নাম্বুজ নয়নাম্বুজিত, পুত্র হয়ে কল্লে হিতে বিপরীত, পিতায় করে তাপিত।।
তপনতনয়া তীর নীরে তোর, পড়ে পিতা নন্দ শোকেতে সকাতর, কভু কান্দে মিতে কভু বা ত্যজিতে জীবনে জীবনোদ্যত। একবার পরকালের কালে দরশন দেরে আসি কৃষ্ণ পরকালের ধন বারি দেরে মুখে বারিদবরণ, মরণকালে যা উচিত।।

তখন অরুণ তনয়া তীরে, একত্রে ব্রজবসতিরে, দারুণ কাতর হেরে, নন্দের কর্ণকুহরে, করে কৃষ্ণনামের ধ্বনি। তখন হরিনামামৃত পানে, নন্দ প্রায়ত মৃতপ্রাণে, জ্ঞানপ্রাপ্ত হইল অমনি ॥ তখন নন্দ বলে উপানন্দ, হারা করে প্রাণগোবিন্দ, যশোদার নিকটে এখন কেমন করে যাব। তুমি হও হে অগ্রগামী, এই কদম্ব তরুতলে আমি, কিছু কাল থাকি তবে বিলম্বেতে যাব ॥ আবার কেঁদে বলে দারুণ বিধি, এই কি তোর উচিত বিধি, আমার হৃদয়ের নিধি, কে হরিয়ে লয়। তখন অমনি ব্রজরাখাল সহ, উপানন্দ নিরুৎসাহ, চিত্তে চলে নন্দের আলয় ॥ দেখে ক্ষীর সর নবনী করে, কিবল আয় গোপাল এই শব্দ করে, দ্বারে দাঁড়ায়ে নন্দ মনোরমার। উপানন্দে দেখিয়ে কন, তোমরা এলে কতক্ষণ, কৈ কত দূরে সে প্রাণধন, কৃষ্ণধন আমার ॥ দেখে বিরস তোমাদের মুখ, নিরস তরুর তুল্য বুক, ফেটে আমার উঠিল উপানন্দ। তোরা হয়ে এলি নিরানন্দ, বল্ কোথায় নৃপতি নন্দ, হাঁরে যশোমতীর অমূল্য নিধি কোথায় সে গোবিন্দ ॥ সত্য করে বল্ ছিদাম, আমার কৃষ্ণ বলরাম, ব্রজধাম এলো কি না এলো। আমি তবে রাখিব প্রাণ, নৈলে করি বিষপান, কৃষ্ণশোকে বিগত প্রাণ, রাখায় ফল কি বল ॥ অমনি আঁখি ছল ছল, প্রাণ পাখিটী চঞ্চল, দেহ পিঞ্জরের মধ্যে হলো যশোদার। রাণী কণ্ঠের নীলমুক্ত শোকে, মুক্তকণ্ঠে কান্দি ডাকে কৃষ্ণকে, অমনি ধরায় পড়ে ধূলা মাখে চক্ষে শতধার ॥ ক্ষণেক চৈতন্য

নাই,ক্ষণেক বসে এলি কানাই, এইরূপ কান্দয়ে বারং। হেন-কালে আসি নন্দ, বলে কোথারে আয় গোবিন্দ, তোর শোকে ভুনয়ন অন্ধ, দেখা দে একবার।। তখন কৃষ্ণ শূন্য নন্দ বাণী, শুনে ত্রিগুণ কাতরা রাণী, বলে নন্দ নৃপমণি, অমনি তো বনে গিয়ে জলে। তুমি রতন হারা হয়ে সাগরে, ঘরে এসে অঞ্চলে গিরে, দিয়ে এখন অভাগিরে, ছলে বুঝাতে এলে।। তখন নন্দ বলে অভাগিনী, তুই না চিনে রহিলি চিনি, না চিনিলে পাইয়ে চিন্তামণি। সে যে বসুদেব দেবকী সুত, তবে কেন তার করে সুত, বান্ধিলি বলিয়ে সুত, ফণীকে খাওয়ালি ঘৃত, বলিয়ে নীলমণি।। অতএব সে নয় সামান্য রাণী, তাহতেই ভবানী বাণী, ভবের আ-রাধ্য তিনি, জীবের অন্তর। অবনীর হরিতে ভার, অব-নীতে অবতার, এখন কর্ত্তা হয়েছেন মথুরার, কংসেরে পা-ঠায়ে লোকান্তর।। তখন নেত্রে বহে শতধার, কৃষ্ণ শোকে যশোদার, নন্দবাক্য শুনিয়ে কত মন্দভাষে ভাষে। বলে ছিছি নন্দ ধিকং, দিলে যাতনা প্রাণাধিক, কারে বিলায়ে প্রাণাধিক, প্রাণ ধরেছ কিসে।। তোমায় কংসের আলয়ে যেতে, নীলমণিকে লয়ে যেতে, কত বারণ করেছি ওহে প্রমত্ত বারণ। যেমন তোমার চিত্ত ক্রূর, তেমি তোমার সে অক্রূর, যাহতে আর নাইক ক্রূর, এই অর্থে নাম অক্রূর, নৈলে কি হয় এত ক্রূর, অক্রূর কখন।। তখন লয়ে গেলে করিয়ে জোর, সঙ্গে আমার মাখন চোর, এসে চোর হয়ে যে কচ্চ জোর, ওহে নন্দরায়। আমায় ছলে কলে

বুঝাতে এলে, করে ছলং আঁখি যুগলে, ছিছি নন্দ প্রা-
যে জলে, তোমার প্রবোধ বচনে হায়২ ।।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

প্রাণ যায় নন্দরায় প্রবোধ বচনে। ছিছি ধিক
জীবনে, জীবন হারায়ে জীবন লয়ে এলে ছিছি
ধিক জীবনে, জীবন দিতে কি পার নাই যমু-
নার জীবনে ।।
আমার নীলকান্তমণি, মণির শিরোমণি নৃপ-
মণি লয়ে গেলে বা কেনে। বল কোন পরাণে,
রেখে এলে নাথ অনাথিনীর ধনে, বল কোন
পরাণে আজি খোয়াইলে অমূল্য রতনে ।।

তখন নন্দ বলে ও অভাগিনী, পুত্র নয় তব নীলমণি,
তবে যদি আমার কথা না মানি, তারে পুত্রভাবেই ভাব।
তা হলেও যে তোমার ঘরে, কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, নাইক
আর কোন প্রকারে, আসার সম্ভব ।। দেখ দরিদ্রে পায়
উচ্চপদ, তুচ্ছ করে ব্রহ্মপদ, পদে২ বিপদ ঘটায়। সামান্য
নদীতে তরঙ্গ হলে, ভাঙ্গে দুকূল অবহেলে, একূল ওকূল
সকলি ডুবায় ।। গোপাল গোয়ালার ছেলে, গিয়ে কংস
বধের ছলে, মথুরায় অতুল সম্পদ হলো তার। গোয়ালা
বলে আর নাইক রুচি, সে মুচি হয়ে হয়েছে শুচি, কৃষ্ণ

তোমার কৃষ্ণ ভজেছে সেথায় পেতেছে পসার।। ধর এই লাও ধড়া চূড়া বেণু, আর ভানুকন্যার তীরে কানু, তোমার নবলক্ষ ধেনু, পালবেনা আর গোঠে। তার কি বাধা সে মাথায় করে, তার কথার ব্যথার ভরে, প্রাণ কি আছে দেহপরে, সেই নিদয় হৃদয়ের তরে, কাতর হৃদয় আমার বিদরিয়ে উঠে।। তখন মন্দ বাক্য শুনে রাণীর, দুনয়নে বহে নীর, নিরদবরণ নীলমণির, শোকে সকাতরা। কেবল কান্দে আর বলে হায় হায়, আয়রে কৃষ্ণ প্রাণ যায়, একবার এসে দেখা দেরে ও নবনী চোরা।। তুমি যে দিন হতে ব্রজপুরী, পরিহরি গিয়েছ হরি, প্রাণ হরি মথুরামণ্ডলে রে। গোপাল তোমার অদর্শন ব্যাধি, সেই অবধি নিরবধি, আমার প্রবেশ করেছে হৃদি, দেখ গোকুলে গোকুল আদি, অকূলে আকুল রে।। আমি কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, বেন্ধেছিলাম তোর যুগ্মকরে, তাইতে তাতেই শোক রত্নাকরে, ডুবালি আমাকে। তবে কি জন্যে রে কমল আঁখি, তোরে আঁখিতে২ রাখি, নবনী ক্ষীর দিতাম চন্দ্রমুখে।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

হায় কি এতকাল বৃথা তোমা যতনে দেহ পতন করিলাম আমি। কেনে কি দোষে নীলমণি, ত্যজিয়ে জননী, দেশান্তরী হবে বলে রে তুমি।।

গোপাল তুমি ভিন্ন ছিন্ন ভিন্ন জীবন বৃন্দারণ্য, আরতো কেউ ডাকেনাও গোপালের মা তোমার গোপাল কোথায় বলে বলে পথের কাঙ্গালিনী মত পথের ভ্রমি।।

নন্দবিদায় সমাপ্ত।

পাঁচালী।

উদ্ধব সংবাদ।

কংস ধ্বংস জন্য হরি, ব্রজপুরী পরিহরি, মধুপুরী করি শ্রীহরি, ব্রহ্ম সনাতন। নিস্তার করিতে সুরে, বিনাশ করি কংসাসুরে, করেন মুক্ত দেবকীরে, কারাগার বন্ধন॥ কুব্জা সনে সিংহাসনে, ভূষিত হয়ে রাজ ভূসণে, আছেন রাজত্ব শাসনে, ত্রিভঙ্গ মুরারি। হেথা গোকুলে হরি অদর্শনে, পতিত হয়ে ধরাসনে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ হুতাশনে, দগ্ধ হন কিশোরী॥ হেরে গোকুল কৃষ্ণ শূন্য, দশদিগ হেরি শূন্য, বাহ্যজ্ঞান হলো শূন্য, যেন উন্মাদিনী। শ্যাম বিরহ নিবারিতে, প্রাণ ত্যজিতে যান বারিতে, কেহ না পারে নিবারিতে, বৃন্দে আদি সঙ্গিনী॥ নয়নে না জল ধরে, গগণে হেরে জলধরে, বলে আমার ঐ জলধরে, ধরে এনে

হে সখী! এই রূপ নিকুঞ্জ বনে, কুঞ্জরগামিনী কৃষ্ণ বিনে, অচৈতন্য ধরাসনে, পড়েন চন্দ্রমুখী।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ফাওয়ালী।

কৃষ্ণ শূন্য হেরি গোকুলে। চৈতন্য রূপিণী
পড়েন অচৈতন্যে ধরাতলে।।
দেখে বৃন্দে আসি ধরে, বাক্য না সরে অধরে,
জলদের চন্দ্রাধরে, জল ঝরে আঁখি যুগলে।
এ বিকার নির্ব্বিকার, কে করে বিনে নির্ব্বি-
কার, আছে আর সাধ্য কার, অধিকার এ
ভূমণ্ডলে।।

দেখে প্যারীর জ্ঞান শূন্য, হলো বৃন্দের জ্ঞান শূন্য, বলে আজ হলো শূন্য, বৃন্দারণ্য পুরী। ধরায় রাই অচৈতন্য, করিবারে সচৈতন্য, শুনায় চৈতন্য রূপ কর্ণে মন্ত্র হরি।। মহৌষধি নাম শুনিবা মাত্র, উন্মিলন করিয়ে নেত্র, বলেন আমার কমল নেত্র, কই বৃন্দে কই। কোথা গেলিলো বিশাখা, বাঁচিনে হয়ে বিসখা, আনি আমার সে সখা, বাঁচাও যদি সই।। ও ললিতে.অঙ্গদেবী, তোরা আমার অঙ্গে দিবি, বলে ছিলি আনিয়ে গোকুলে। সে কথা হলো অনেক দিন, সে দিনের আর বাকী কদিন, আনবি বুঝি সেই দিন, জীবনান্ত হলে।। কাঁদিব কত নিশি দিন, জ্ঞান

নাই মোর নিশি দিন, হবে কি আর সে দিন, সুদি রাধার। অক্রূর হরিল যে দিন, সে দিন ফুরাল দিন, কবে দিন দিনবন্ধু গিয়েছে আমার ॥ হরি বলে গিয়েছে আসিব কাল, কাল হলো কতকাল, সে কাল হয়ে মোর কাল ভুজঙ্গ রূপ। দংশিল আসিয়ে বক্ষে, রাধার জীবন হবে রক্ষে, মহৌষধি আর নাই ত্রৈলোক্যে, বিনা বিশ্বরূপ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল একতালা।

সই কি হলো২, বক্ষেতে দংশিল, শ্যাম বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ। সে বিষে কে বাঁচাবে আর, জীবন রাধার, রাধার মূলাধার, বিনে বাঁকা ত্রিভঙ্গ ॥ এ সংসারময়, হেরি বিষময়, বিষেতে আচ্ছন্ন হলো অঙ্গময়, আর কি দুঃখময়, ভেবে বিশ্বময়, এ অসময় গো, রসময় অঙ্গ দিয়ে জুড়াবেন অঙ্গ ॥

এই রূপ শ্রীরাধার, নয়নে বহে শতধার, দেখে কাতর রাধায়, বৃন্দে কেঁদে কয়। কর দুঃখ সম্বরণ, নবঘন শ্যামবরণ, আনিয়ে মিলাইব রাই তোমায় ॥ বৃন্দে ভাবি হৃদে শ্রীহরি, আনিবারে শ্রীহরি, করিতে শ্রীহরি, এমন সময়। হেথা অন্তরে জানিলেন কৃষ্ণ, অনন্ত গুণ বিশিষ্ট, জগতের দূরাদৃষ্ট, হরি জগৎময় ॥ কাতরে কয় মাধব, শুন হে

সখা উদ্ধব, আছি হয়ে মথুরার ধব, বসে সিংহাসনে। পেয়ে এ বৈভব সব, তিলার্দ্ধ নাই উৎসব, ব্রজের বসতি সব, না হেরে নয়নে।। অবিলম্বে পদব্রজে, গমন করিয়ে ব্রজে, আসি ব্রজের কুশল কবে। বলে চক্ষে শতধার, ভবনদীর কর্ণধার, সংবাদ লইতে রাধার, পাঠান উদ্ধবে।। উদ্ধব প্রণাম কৃষ্ণ পদে, হৃদে দেখে দৃষ্ট মুদে, ভবের ইষ্ট গোলোক বিহারি। দিননাথ সুতার জলে, পার হয়ে ভাসে নয়ন জলে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অনলে জলে, বৃন্দাবনপুরী।। দাঁড়ায়ে যমুনার কূলে, দেখেন উদ্ধব গোকুলে, ব্রজ বসতি সব। বৃক্ষের শুকায়েছে পল্লব, বিনা ব্রজের ব্রজ বল্লভ, পশু পক্ষী নিরব সব, না হেরে কেশব।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঝাঁপতাল।

আসি দেখিছেন উদ্ধব ছিন্ন ভিন্ন ব্রজ মণ্ডলে।
হেরি কৃষ্ণ শূন্য, অচৈতন্য, পড়ে সব ধরাতলে।।
ভ্রমে না ভ্রমর সব, কুসুমাদি কমলে নাহি রব, হয়ে নিরব, কোকিল কাঁদে তমালে। না শুনিয়ে মধুর বেণু কাঁদে ধেনু সকলে, যমুনা হয়েছে প্রবল গোপীকার নয়ন জলে।।

দেখে উদ্ধব দীনবান্ধব ভিন্ন ছিন্ন ভিন্ন। আছে গোকুলে শোকাকুলে সকলে জীর্ণ শীর্ণ।। নাই গোপীকার গৌরব,

কুসুমের সৌরব, অলি বসেনা কমলে। শুষ্ক কলেবর, নির পিকবর, কাঁদে বসে তমালে।। ব্রজের শ্রীহরি, লয়ে শ্রীহরি, করেছেন শ্রীহরি, মধুপুরে। বিনা সে কেশব, সবে যেন শব, হয়ে আছে ব্রজপুরে।। পণ্ডিত বিহনে যেমন সভার শোভা নাই। দিনমণি ভিন্ন যেমন দিনের শোভা নাই।। রাজ্যের শোভা নাই যেমন নরপতি বিনে। ব্রাহ্মণের শোভা হয়না যজ্ঞোপবীত বিহনে।। সরোবর কি শোভা পায় সলিল যদি না থাকে। বিদ্যা হীনপুরুষের শোভা নাই যেমন ভূ-লোকে।। দেবী না থাকিলে যেমন মণ্ডপের শোভা রয়না। সুপুত্র বিনে যেমন বংশের শোভা হয়না।। নিশির শোভা হয়না যেমন শশধর বিনে। তেমি বৃন্দাবনচন্দ্র ভিন্ন শোভা নাই বৃন্দাবনে।। আছেন দাঁড়ায়ে উদ্ধব, যেখানে মাধব, থাকিতেন মাধবীতলে। দেখে দ্রুতগামিনী এক কামিনী গিয়ে কমলিনীকে বলে।। পড়ে কেন ধরাতল, বাঁধ গো কুন্তল, গাতোল২ প্যারী। আর কেন গো কাতর, দেখে এলাম তোর, এসেছে মনোচোর হরি।।

রাগিণী বাহার বাগেশ্বরী। তাল কাওয়ালী।

রাই চল চল চল যাই সকলে। হরিতে দুঃখা-র্ণব এসেছেন শ্রীমাধব, দেখিলাম দাঁড়ায়ে আছেন মাধবীতরুর তলে।।
শোক সম্বর গো প্যারী, অম্বর সম্বর, বিগলিত কুন্তলে কেন পড়ে ধরাতলে।।

উদ্ধবে মাধবে প্রভেদ, অবয়ব নাই ভেদাভেদ, যেন ব্রজের হরি ব্রজে দেখে উদয়। হয় নব শাখা তরুবরে, সলিল পূর্ণ সরোবরে, করে রব পিকবরে, যেন বসন্ত সময় ।। বসে অলিদলে শতদলে সুখে, নৃত্য করে শারী শুকে, পশু পক্ষী সকলে সুখে, করে রব গৌরবে। যেন হলো কৃষ্ণের আগমন, প্রফুল্লিত সকলের মন, মোহিত হলো বৃন্দাবন, ফুলের সৌরভে ।। হেথায় ছিলেন রাই ধরাতলে, গোপিনী যখন ধরে ভুলে, মাধবীতরুর তলে, দেখে এলাম কেশবে। শুনে রাধার নয়ন ভাসে, কত মিনতি ভাষে ভাষে, কায কি আর ও সম্ভাষে, ভাষে আর সবে ।। আর পাব কি দিনবান্ধবে, করে দিলে বান্ধবে, গিয়ে 'বঁধে মথুরার ধবে, পেয়েছেন বৈভব। লয়ে ব্রজের শ্রীহরি, করেছেন শ্রীহরি, আর কি আমার শ্রীহরি, আসার সম্ভব ।। বলে রাই নয়ন গলে, শুনে গোপী কর যুগলে, বসন গলে দিয়ে বলে সত্য। প্রবঞ্চনা করি নাই, গোকুলে এসেছেন কানাই, বৃন্দাবন অসুখি নাই, সেইরূপ চিত্ত মত্ত ।। হরি দিয়েছেন ব্রজের গৌরভ, হয়েছে ফুলের সৌরব, পশু পক্ষি করিছে রব, নিরব গোকুলে নাই। রাই দেখে শুনে গোকুলের ভাব, ভাবের কিছু অনুভাব, ভবভাবিনী ভাবেন এ ভাব, কি ভাব দেক্তে পাই ।। এক ভাবেন এসে না শ্যাম, আবার ভাবেন মনে শ্যাম, ব্রজধাম না এলে এ সব কি শুনি। যত ভাবি অন্তরে, বৃন্দেরে কন সকাতরে, চল যাই সত্বরে, হেরি গে চিন্তামণি ।।

রাগিণী মল্লার। তাল একতালা।

হরি হেরিতে হরি সোহাগিনী চঞ্চল চরণে
চলে। যেন মত্তা মাতঙ্গিনী এই ভূমণ্ডলে।।
গগণ হতে শশী যেন উদয় আসি ভূতলে,
সখিগণ যেন তারা, ঘেরিল তারা সকলে।
হৃদে কাতরা গমনে ত্বরা ভাসে আঁখিতারা
জলে।।
রাধার চরণতল কিরণ, যেন তরুণ অরুণ, নখে
দশখণ্ড শশী আছে পদকমলে। দাশরথী ক-
হিছে যখন মুদিব আঁখি যুগলে, হৃদয় পদ্মে
যেন দেখি ও পাদপদ্ম যুগলে, তবে কি আর
ভয় ভবে কালে সে কালে।।

কুঞ্জ হতে যান যখন কুঞ্জরগামিনী। ভূমে উদয় হয় যেন শত সৌদামিনী।। হরিরধ্বনি করে সব ধনী হরি যায় দেখিতে। সঙ্গে সঙ্গিনী শ্যাম সোহাগিনী, প্রেমধারা আঁখিতে।। নাই বিশ্রাম রাধার, ভব মূলাধার দেখিবার জন্যে। ভানু শশী বন্দিনী, ভানুজ ভয়হারিণী, বৃকভানু রাজকন্যে।। ভবের সম্পদ, সে যুগল পদ, কুশাঙ্কুর বাজে সে পদে। করেছিলেন পূজ্যমান সেধে ভগবান ধরেছিলেন যে পদে।। হতেছে নির্গত বিন্দুরক্ত যেন অলক্ত শোভা পায় পায়। সেই শ্রীহরি ভিন্ন যেন ছিন্ন ভিন্ন প্রমদার

প্রেমদায় ।। নাই সুমধুর হাস্য মলিন আস্য রাহু যেন শশ-ধরে ধরে। দেখেন দাঁড়ায়ে উদ্ধব, বলেন এনয় মাধব, এরে কি শ্রীধরে ধরে ।। করে কেন সখী উৎসব বলে ঐ কেশব প্যারির তত বারি নয়ন যুগলে গলে। দেখে রাধার ভাব না বুঝে সে ভাব শাসিলে প্রবলে বলে ।। হরি ছিলেন প্রতি-কূল, হলেন অনুকূল, আজ যদি গোকুলে কুলে। হলো যে মঙ্গল, কেন অমঙ্গল, বারিনয়ন যুগলে গলে ।। শুনে কন প্যারী, কৈ মধুপুরী, এসেছেন পরিহরি হরি। সেই অবয়ব, এত নয় মাধব, দেখে ওরে গুমরি মরি ।।

রাগিণী ভৈঁরো ললিত। তাল একতালা।

কও কিরূপ ঐ বিশ্বরূপ, আছে সে রূপের বি-
ভিন্ন। শ্রীধরের শ্রীধরে ধরায় ধরে কি সই
অন্য ।।
সে রূপ হেরে মনকে ঘিরে সখী করে গো
আচ্ছন্ন। চিন্তামণির হৃদে শোভে ভৃগুমুনির
পদচিহ্ন ।।

তখন শুনি বাক্য কিশোরীর বৃন্দের সিহরিল শরীর, নিরক্ষীলাম শ্যাম শরীর, কিন্তু শ্যাম নয়। মনেতে বিচার করি, শ্রীরাধার কিঙ্করী, বিনয় করি উদ্ধবেরে কয় ।। কে তুমি কোথায় থাক, এসেছ হে ব্রজধাম, রাধার গুণধাম অব-

য়ব সব। করে তোমায় দৃশ্য রূপ, ঠিক যেন হে বিশ্বরূপ, কিন্তু নও কেশব॥ শুনিয়ে কন উদ্ধব, মাধব নই আমি উদ্ধব, পাঠালেন জগতের ধব, আমারে গোকুলে। কেমন আছেন ব্রজবসতি, সঙ্গিনী আদি রাধাসতী, মগ্ন আছেন শ্রীপতি, সদা শোকাকুলে॥ বৃন্দে শুনিয়ে উদ্ধবের বচন, বারিপূর্ণিত দুনয়ন, বলে প্যারিকে কি পদ্মলোচন, করে-ছেন মনে। দেখ ব্রজের বসতি সব, ছিন্ন ভিন্ন যেন শব, হয়ে আছি সবে শব, সেই কেশব বিনে॥ করে গিয়েছেন যে দুর্দ্দশা, দেখ উদ্ধব ব্রজের দশা, দশম দশা হতে রাধার কত দশা হলো। দীনবন্ধু করে দীন, গিয়েছেন যেই দিন, অন্ধ-কারনিশি দিন, সুদিন ফুরাল॥

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

হেরি অন্ধকার হে উদ্ধব, ব্রজের ধব, মাধব
বিনে। অক্রূর হরে লয় যে দিন, দিনবন্ধুকে,
দিন গেছে সেদিন নিশি দিন হয়ে আছি দীনে॥
তারানাথের নয়নতারা, হারায়ে কাতরা,
গোপদারা সবে বৃন্দাবনে। গেছে নয়নতারা,
তারার তারা কারাধারা, তারা আরাধনের
ধনে না হেরে নয়নে॥

শুনে উদ্ধব কন যেমন রাই, মাধব হাতর ঐ ধারাই,

রাইং ভিন্ন নাই মুখে। কমল নেত্রে শতধার, ভব নদীর কাণ্ডার, মগ্ন আছেন শ্রীরাধার, বিচ্ছেদেতে দুঃখে।। শুনে বৃন্দে বলে শ্যামসখা, হারা হয়ে শ্যাম সখা, ললিতে আদি বিশাখা, আছি সকলে ক্ষুণ্ণ। জ্ঞান নাই মোদের পূর্ব্বোত্তর, না করিলে উত্তর, প্রত্যুত্তরে হই কই উত্তীর্ণ।। ব্রজে পাঠান তোমায় অসম্ভব, যা পেয়েছেন বৈভব, রাজরাণীও সম্ভব, হয়েছে মন্মত। তাঁর গোকুলের সংবাদ লওয়া, রোগীর যেমন ঔষধ খাওয়া, বেগারের পুণ্যে গঙ্গায় নাওয়া, মনে নয় সম্মত।। কংসেরে করি নিধন, পেয়েছেন রাজ্য ধন, কৃষ্ণধন আর কি গোধন, চরাবেন গোকুলে। যা হউক একটি শুধাই উদ্ধব, বিচারপতি কেমন মাধব, হয়েছেন মথুরার ধব, শুনি যে সকলে।। বিদ্যা বুদ্ধি জানি সকল, লেখা পড়ায় যেমন দখল, জিজ্ঞাসিলে কথা কফিয়ে কফিয়ে উঠেন শ্যাম। ছিল রাখাল লয়ে গলাগালি, সরস্বতীর সঙ্গে দলাদলি, ও বিষয়টা গালাগালি, বিদ্যায় গুণধাম।। লোকের শৈশব কালে হয় হাতে খড়ি, তাঁর হাতেতে পাঁচনবাড়ী, দিয়েছিল তাই বাড়াবাড়ি, কেবল গরুর জানেন ভাল যত্ন। কত্তেন গোঠে মাঠে হাঁটাহাঁটি, বাথানে তার চতুষ্পাঠী, গোচিকিৎসায় পরিপাটী, ঐ বিদ্যায় ন্যায়রত্ন।। শ্রীরাধার মানে দাসত্ব খত, শ্যাম তায় দস্তখত, কত্তে কত নাকে খত, দিয়েছেন কুঞ্জবনে। যদি এখন হয়েছেন ধনী, কি করে চালান রাজধানী, কেমন বিচার করেন শুনি, বসে সিংহাসনে।।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল ঠেকা।

শুনি কি বিচার কল্লেন শ্রীহরি। তবে কোন বিচারে মরে কিশোরী, অচৈতন্য জ্ঞান শূন্য দিবা শর্ব্বরী, এই কি তার হলো বিচার, গোকুলে করিলেন প্রচার, সঁপিলাম মন কুলাচার পরিহরি॥

জগত ব্রহ্মাণ্ড করে যার ভৃত্যাচার, সে বিচারপতির একি অবিচার, হলো রাধার কি পাপাচার, তার উপরে অত্যাচার, কৃপণাচার কল্লেন ব্রজে কুঞ্জবেহারী॥

আবার নিন্দে শ্রীগোবিন্দে, করিয়ে উদ্ধবে বন্দে, হরিকে করিলে নিন্দে, অধোগামী হয়। যে করেছেন শ্রীনিবাস, নিন্দিলে হয় নরকে বাস, কিন্তু দোষাবাচ্য গুরোরপি শাস্ত্রমতে কয়॥ বৃকভানু রাজার কন্যে, জগতপূজ্যা ত্রিলোকমান্যে, তারে করে দিলে দৈন্যে, কুব্জার প্রেমে বাঁধা। যে রাধার জন্যে হরি, গোলোকপুরী পরিহরি, ব্রজে হয়ে নরহরি, নন্দের বয়েছেন বাধা॥ নামে যার বিপদ হরে, সে নাম কর্ণকুহরে, শুনিলে জীবের দুঃখ হরে, ভবনদীর কূলে। যার বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত চরণ, যার পদ করিয়ে শরণ, কাল করিছেন কালহরণ, শ্মশানে বিহ্বলে॥ দেখ ত্রিলোক পবিত্রকারিণী, যমালয় গমন বারিণী, সুরধুনী যে পদে জন্মেছে। ব্রহ্মপদ ইন্দ্রত্বপদ, তুচ্ছ হয় এ সম্পদ, সে সব পদ জ্ঞান হয় আপদ, শ্যাম পদের কাছে॥ দেখ ব্র-

যাগ যজ্ঞ করে, ফল যাঁরে সমর্পণ করে, সে যদি নীচকর্ম্ম করে, তাঁরে বলিতে কি দোষ। যখন ছিলেন শ্যাম ব্রজ-ধামে, রাই থাকিতেন শ্যামের বামে, ভক্তের মনে কোন-ক্রমে, হতনা অসন্তোষ॥ ধরায় দেবালয় করে যারা, ব্রজের ভাব ঠিক করে তারা, কুব্জা কৃষ্ণ কোন ভক্তেরা, স্থাপিত করেছে কোন দেশে। দিয়ে রাধা লক্ষ্মী বনবাস, কোন লা-জেতে শ্রীনিবাস, কুব্জায় লয়ে কচ্ছেন বাস, রাষ্ট্র দেশ বিদেশে॥

রাগিণী ইমন। তাল ঝাঁপতাল।

ও ভাবে কি হয় ভক্তের মোহিত মন। সে যে
ভাব, সব অভাব, এখন কি ভাবে কুবুজার
ভাবে, আছেন মন্মথমোহন॥
ব্রজের ভাবটী কেবল ভক্তের হাটেতে বিকায়।
যে ভাব ভাবিলে সঙ্কায়, শমন অন্তরে গে লু-
কায়, ভবের ভাবনা যায়, জীবের স্বকায়,
গোলোকেতে হয় গমন॥

বৃন্দে যত প্রবলে বলে, শুনে উদ্ধব কাতরে বলে, ভক্তা-ধীন তায় বেদে বলে, জানত সহচরী। তিনি ভক্তি পান যারং, কি রাজার কি প্রজার, সুজুনন কুবুজার, প্রেমে বাঁধা হরি॥ ভক্তজন্য বিশ্বরূপ, ধরায় ধরেণ নানা রূপ, বরাহ আদি নৃসিংহ রূপ, হইয়ে বামন। বাঁধা রন বলির দ্বারে, রাবণ বাঁধে রাম অবতারে, হেথা নন্দের বাধা লয়েছেন শিরে, যে রাধারমণ॥ তাই করেছিল ভক্তিসাধন, তাতেই

ভবারাধ্য ধন, বাধ্য হয়ে দিয়েছেন বন্ধন, কুবুজার প্রেম-ডোরে। শুনে বৃন্দে বলে উদ্ধব, তাতেই বটে দিনবান্ধব, হয়েছেন কুবুজার ধব, গিয়ে মধুপুরে॥ কিছু যা ছিল অন্তরে ভক্তি, শুনে জন্মিল অভক্তি, উক্তি বেদের ভক্তি প্রিয়মাধব বটে। এ যে সুদ্ধু নয় তার ভক্তিভাব, তার স্বভাবগুণে অনু-ভাব, দেখে ভাবের প্রীয়ভাব, ভাব ভক্তি ছুটে॥ যদিও ছিলেন পরম পবিত্র, স্থান বিশেষে অপবিত্র, রয়েছেন ত্রিলোক পবিত্র, ত্রিলোচনের ধন। যখন ব্রজে ছিলেন নিরঞ্জন, ভবের কালভঞ্জন, ভবের ভবারাধ্যধন॥ যদি ভগী-রথখাদে থাকে বারি, সেই বারি কলুষ নিবারি, স্পর্শ মাত্র করিলে বারি, সবারি পাপক্ষয়। সেই বারি কোন রূপে, প্রবেশ যদি হয় কূপে, পরশ করিলে কোনরূপে মান্য নাহি হয়॥ হরি যারে তোলেন শিরে, সে অতুল্য তুলসীরে, করে সচন্দন মুনি ঋষিরে, ইষ্ট সাধন করে। যদি সেই তুলসী যবনে তুলে, অপবিত্র বলে ভূতলে, টেনে ফেলে দেয় কেউ না তুলে বিষ্ণুর মন্দিরে॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল পোস্তা।

দেখে সেই হরির ভক্তি হরিভক্তি যায় চটে।
ত্যজিয়ে পদ্মের মধু মনঃপূত হলো চিটে॥
কুরূপা কংসের দাসী, তাতে তার মন উদাসী,
লক্ষ্মী যার চিরদাসী, থাকে চরণের নিকটে॥

শুনে উদ্ধব বলে ব্রজের প্রতি, আছে ব্রজনাথের প্রীতি, এথা তোমরা সংপ্রতি, কর ধৈর্য্যাবলম্বন। ব্রজপুরী

পরিহরি, তিলার্দ্ধ নন শ্রীহরি, পাদমেকং ন গচ্ছতি ছাড়া নন বৃন্দাবন ॥ তখন গোপীগণে আশ্বাসিয়ে, নয়ন জলে ভাসিয়ে, নন্দালয়ে প্রবেশিয়ে, দেখিছেন উদ্ধব। কাঁদিছেন উপানন্দ, অন্ধ হয়ে আছেন নন্দ, ঘটাইয়ে ঘোর বিবন্ধ, গিয়েছেন মাধব ॥ আবার দেখেন নন্দরাণীর, দুনয়নে বহিছে নীর, নিরদবরণ নীলমণির, শোকে সকাতরা। কিবল বলে কি এলি গোপাল, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রে গোপাল, আবার দেখেন পড়ে গোপাল, ঊর্দ্ধমুখে তারা ॥ শ্রীদাম আদি রাখাল সব, প্রাণ বিহীন যেন শব, কেবল ডাকে এলি কেশব, সবারি শবাকার। দেখিয়া ব্রজের ভাব, যে দশা বিনা কেশব, যত ব্রজবাসী সব, করে হাহাকার ॥ তখন ধীরেং যান উদ্ধব, দেখে যশোদা বলে এলি মাধব, তোর শোকে গোকুলের সব, পড়ে ধরাতলে। যেন মৃত দেহে পেয়ে পরাণী, মাধব বলে উদ্ধবে রাণী, কোলে করি আয় নীলমণি, ডাক দেখি মা বলে ॥

রাগিণী সোহিনী বাহার। তাল মধ্যমান ঠেকা।

যদি এলি গোপাল আয় কোলে করি। অভাগিনী জননীরে কেমনে ছিলে পাসরি ॥
অন্ধ হয়ে আছে নন্দ, ঐ দেখ পড়ে উপানন্দ, তোর শোকে গোবিন্দ আমার, নিরানন্দ নন্দপুরী ॥

শুনে কেঁদে কয় উদ্ধব, মাধব নই আমি উদ্ধব, মাধব দাস বাস মথুরাতে। দিয়েছেন অনুমতি বিপদ বারি,

তত্ত্ব লতে তোমা সবারি, শুনি রাণীর নয়নে বারি, পতিত ধরাতে ।। পরে চৈতন্য পাইয়ে রাণীর, অনিবার নয়নে নীর, বলে তুই এলি নীলমণির, জননীর তত্ত্ব নিতে । এসে-ছিস বৃন্দাবন, কেবল মাত্র আছে জীবন, হারা হয়ে জীব-নের জীবন, পড়ে ধরণীতে।। ঐ দেখ পড়ে উপানন্দ, অন্ধ হয়ে আছেন নন্দ, সকলেতেই নিরানন্দ, স্পন্দন রহিতে । শ্রীদামাদি রাখালগণে, জ্ঞান শূন্য অঙ্গনে, পড়ে সব গোধনগণে, প্রমাদ গণিতে ।। নাহি খায় তৃণ জল, নয়নে ঝরিছে জল, জলদবরণ বিনে জল, কেউ জল দেয়-নাই মুখে । উঠিবার ক্ষমতা নাই, তার দেহে মমতা নাই, কে সমতা করে এমন নাই, কানাই বিনে এ দুঃখে ।। না হয় অক্রূর তারে হরিল, সে কেমনে পাসরিল, জনক জননী বধ করিল, পাষাণ হৃদয় ছেলে। পেয়েছে রাজ্য মধুপুর, সেই বা পথ কত দূর, কেমনে নিঠুর ক্রূর, মায়ে রয়েছে ভুলে ।।

রাগিণী মূলতান। তাল একতালা।

আর কতদিন মায়ার অধীন হয়ে রব বৃন্দাবনে ।
কেঁদে গেছে নয়ন তারা, সেই অন্ধের নয়ন
তারা, হারা হয়ে তারা আরাধনের ধনে ।।
যায় বিদরিয়ে হিয়ে, সে চাঁদবদন চাহিয়ে,
কে দিবে ক্ষীর সর নবনী, ক্ষুধার সময় হলে,
সহিতে নারে ভাসে নয়ন জলে, বেদন অন্যে
কি জানিবে এই অভাগিনী বিনে ।।

এইরূপ নন্দরাণীর, নয়নে বহিছে নীর, চিন্তামণির শোকের কারণ হয়ে। কভু বক্ষে হানে কর, কভু পসারি দুই কর, কভু কয় তোর কর, ধর নবনী কর পাতিয়ে ॥ হারা হয়েছে বাহ্যজ্ঞান, দেখি উদ্ধব বিধি বিধান, প্রবোধ বচনে শান্ত করি। প্রণমিয়ে যশোদায়, গোকুল হতে বিদায়, হয়ে গিয়ে মথুরায়, হরিকে প্রণাম করি ॥ বলে হে ত্রিলোকের নাথ, গোকুল করে অনাথ, শ্রীনাথ বিহনে তারা সব। প্রাণ মাত্র আছে দেহ, যদি দরশন দেহ, থাকে দেহ হয়েছে শব কেশব ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল মধ্যমান।

কি দেখিলাম কেশব, ব্রজবাসি সব, শবপ্রায় সব, পড়ে ধরাসনে। জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন জ্ঞান বিভিন্ন তোমা ভিন্ন, হয়ে আছে বৃন্দাবনে ॥

গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হয়ে হারা, শুন ওহে তারানাথের নয়ন তারা, তারায় বহে ধারা, তারাকারা ধারা, জ্ঞান নাই আর বাঁচে কত তারা, নয়ন তারা বিনে। মা যশোদা সদা করে লয়ে সর, ডাকেন গোপাল২ করে উচ্চৈঃস্বর; একবার গুণেশ্বর, হয়না অবসর, আসিবার ধর২ সর তোর দি চন্দ্রাননে ॥

উদ্ধব সংবাদ সমাপ্ত।

পাঁচালী।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও কালীয় দমন।

ভূভার হরণ জন্য, গোলোক ধাম করি শূন্য, হয়ে অব-তীর্ণ ব্রজধামে। ত্রেতার নাশিতে কষ্ট, দুরাদৃষ্ট হরি কৃষ্ণ, হয়ে কনিষ্ঠ করেন কনিষ্ঠে জ্যেষ্ঠ বলরামে॥ সদা বলরামের আজ্ঞাকারী, গোপকুলের হিতকারী, অন্য কারু নন অনুগত। বৃদ্ধি হন নন্দালয়ে, গোপাল গোপাল লয়ে, ব্রজ রাখাল সঙ্গে লয়ে, লীলা করেন কত॥ ভব দুঃখ নিবা-রণ, মন দুঃখ নিবারণ, করিছেন গোপ গোপিনী-গণের। সঙ্গে সঙ্গে দাদা রাম, গোষ্ঠে ভ্রমেণ অবিরাম, রাখাল মাঝে ঘনেশ্যাম, নাই কষ্ট মনের॥ যে রূপে কালীয়দমন, করিলেন শমন দমন, শ্রবণ কর শ্রবণ কুহরে। এক দিন রাখালগণে, প্রত্যূষে নন্দাঙ্গনে, ডাকিছে তারা ঘনে ঘনে, ঘণ বরণেরে॥ শ্রীদাম ডাকিছে হয়ে কাতর,

এখি ভাই নিদ্রে তোর, হয়েছে যে গোষ্ঠে যাবার বেলা। ধেনু আছে সব ঊর্দ্ধমুখে, না শুনে বেণু ও চাঁদমুখে, উঠ ভাই কেন করিস আর ছলা॥ আরো কি নিদ্রায় রবি, মস্তকে উঠেছে রবি, তুই যদি ভাই রবি অমন করে। দেও নাই সুধালে কথার উত্তর, পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর, জ্ঞান নাই যাদের তাদের সঙ্গে কি এমন করে॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

আয়রে গোষ্ঠে যাই রে কানাই গগণে উঠেছে
ভানু। চঞ্চল চরণে চল ভাই চঞ্চল হয়েছে
ধেনু॥
অঞ্চল ছাড়িয়ে মায়ের শিরে পর মোহন চূড়া,
মুরলীধর মুরলী ধর, কটিতে পর পীতধড়া,
অলকা তিলক যুক্ত হয়ে নীলতনু॥

হেথা নিদ্রা ভাঙ্গি যশোদার, গমন যথা বহিঃদ্বার, শতধার নয়ন যুগলে। হৃদয়ে হয়ে কাতরা, বলে আজ গোষ্ঠে যা বাপ তোরা, রেখে আজ গোপালে॥ আমি যদি সে কথা স্মরি রে, বল থাকে না শরীরে, মরি মরি মরি রে, বাছা গত নিশির শেষে। তা করিতে নারি উচ্চারণ, কায নাই আমার গোচারণ, এমন সময় শ্যামবরণ, রাণীর কাছে এসে॥ হয়ে অতি চঞ্চল, মায়ের ধরি অঞ্চল, আঁখি দুটি ছল ছল, কমল কর পাতিয়ে। ঘন ঘন চান নবনী, রাণীর নয়ন নীরে ভাসে অবনী, নিরক্ষীয়ে চিন্তামনি, মায়ায় ভুলান মায়ে॥ যার মায়ায় সংসার ভুলে, ভব সদা রন

বিহ্বলে, বাধ্য হয়ে আছেন পদ্মযোনি। মুগ্ধ এতে সুর-
মণি, যোগী ঋষি শুক মুনি, কত মুগ্ধ হয়েছিলেন নারদ
মুনি যিনি॥ তদন্তর শুন শ্রবণে, কোলে লয়ে ভুবন জী-
বনে, রাণী গিয়ে ভবনেতে উঠে। অঞ্চলে জল মুছায়ে
আঁখির, করে দিয়ে সর ক্ষীর, পীতধড়া পরায় কটিতটে॥
করা সাজিছেন ভুবনের চূড়া, করে বাঁশী শিরে চূড়া, কদম্ব
মঞ্জরি কর্ণে গলে বনমালা। ভৃত্য যার যার ত্রিপুরে, শোভা
পায় পায় নূপুরে, মরি মরি ত্রিপুরে, রূপে করেছে
আলা॥ যেখানে শ্রীদামাদি রাখাল সব, মধ্যে আসি
দাঁড়ান কেশব, গোপাল সব গোপাল নিরক্ষীয়ে। ঊর্দ্ধমুখে
করিছে ধ্বনি, এমন সময় এক দ্বিজরমণী, নিরক্ষীয়ে চিন্তা-
মণি, কয় ইষ্টভাবে॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠেকা।

মরি কি শোভা কালবরণ। জিনি নীলকান্ত
মণি, ও নীলকান্তমণি, সুরমণির শিরোমণি
চিন্তামণি, হরের রমণী ভাবেন যায় চিন্তামণির
শ্রীচরণ॥

অলকা তিলকাযুক্ত জলদকায়, ভক্তগণ মাঝে
যে রূপ ব্যাক্ত পায়, ভবে ভেবে জীবে পায়
মুক্তকায়, হয় সকায় স্বর্গে গমন॥

এইরূপ দ্বিজ রমণী বলে ইষ্ট ভাবে, রাণী কৃষ্ণে বাৎ-
সল্য ভাবে, তাচ্ছল্য ভাবেতে কত বলে। তুমি মুনির মনো-
রমা, আশীর্ব্বাদ কর গো মা, গোষ্ঠে গোপাল লয়ে যায়

গোপালে॥ যেন বিপদ ঘটে না আমার, শুনে না কথা অবোধ কুমার, পদধূলী দাও তোমার, দাসীপুত্র শিরে। রাণী এইরূপ মিনতি ভাষে, ভাষে আর নয়ন ভাসে, কৃষ্ণের প্রতি কাতরে ভাষে, দিল রাখিবন্ধন করে॥ হরি যান গোষ্ঠে বাজায়ে বেণু, ভানুকন্যের তীরে কানু, লয়ে ধেনু রাখালগণ সঙ্গে। ছিদামাদি রাখাল সব, বেষ্টিত তারা মধ্যে কেশব, নাচে গায় আছে রঙ্গে ভঙ্গে॥ হেথায় শুনে রব বাঁশরীর, মত্ত মন কিশোরীর, অবশে আবেস শরীর, শ্যাম শরীর নিরক্ষীতে। ডাকেন কোথা আয় লো বৃন্দে, পরিহরি কুল নিন্দে, যান হেরিতে প্রাণগোবিন্দে, পারেন না গৃহে থাকিতে॥ অম্নি হেরিয়ে কুটিলের মুখ, মলিন হল চন্দ্রমুখ, বলেন হরি আমায় বৈমুখ, করি অধোমুখ মহীতে॥ কুটিলে কয় করি দুর্ম্মুখ, ধিক লো ধিক কালামুখ, হলোনা দেখা কালার মুখ, যেতেছিলি হয়ে মোহিতে॥ কেন করে রয়েছিস অধোমুখ, দিয়ে করে অধোমুখ, ইচ্ছা হয় না দেখাই মুখ, পারিনে আর সহিতে। শুনে কালার বাঁশীর রব, ত্যজিয়ে কুল গৌরব, কলঙ্কের সৌরভ, ধরে না আর মহীতে॥ শুনি সুর নর বন্দিনী, কহিছেন রাই বিনোদিনী, কলঙ্কী কও ননদিনী, এতে কি কলঙ্ক। চিনবি কেন ওপাপ চক্ষে, হরের বক্ষের ধন কমলাক্ষে, সাধকরি সদা হেরিতে চক্ষে, শ্যামশশী অকলঙ্ক॥ কত অসাধ্য সাধন, করেছেন কৃষ্ণধন, করাঙ্গুলে গোবর্দ্ধন, ধরে কোন বালকে। দেখেছ কোথাকার শিশুরে, অঘা বকা বৎসাসুরে, পুতনায় বিনাশ

করে, কার শিশু ভূলোকে ।। হরিরে সামান্য গণে, ধ রায় যত সামান্য গণে, মুনিগণে ঐ চরণ আরাধে। ব্রহ্মা সদা ব্রহ্মভাবে, মোক্ষ হয় সখ্যভাবে, যে বৈরিভাব ভাবে ভবে, সেই পড়ে অপরাধে ।।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল একতালা।

না ভাবনা করিলে সখি, লাভ না হবে কৃষ্ণধন।
ভাবনা করিলে ভবে, ভাবনা হবেনা বারণ।।
ত্যজনা রে অনিত্য ধন, পেয়ে ত্যজনা ও নিত্যধন, ভজ না যে রাখে গোধন, যে করে করে গোবর্দ্ধন, যে চরণ সাদরে বলি, শিরে করে ধারণ ।।

শুনে রাধার বোলে কুটিলে বলে ঐ বুঝি সেই হরি। তোদের প্রেমে মজে এসেছেন ব্রজে গোলোক পরিহরি ।। যারে চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে স্তুতিপাঠ করে। ত্যজিয়ে গোলোক আসি যে ভূলোক অপকীর্ত্তি করে ।। অনন্ত ফণীতে সুরমুনিতে করে যার আরাধ্য। আসি অবনীতে নবনীতে কি হয়ে থাকেন বাধ্য ।। স্বয়ং লক্ষ্মী বাক্‌বাণী ঘরে যার দুই নারী। সেই হরি কি পরবনিতে কথন করে চুরি ।। ত্রিনেত্র ত্রিনেত্র মুদে যারে সাধন করে। সেও কথন গোপবনিতের সঙ্গেং ফেরে ।। সুরাসুর নর কিন্নরের তিনি শ্রেষ্ঠ। মিষ্টহলে তিনি কথন খান রাখালের উচ্ছিষ্ট।। নন্দের বাঁধা বয় লো রাধা কি পোড়া অদৃষ্ট। তিনি গোলোকে তাকে ত্রিলোকে বল কে করে দৃষ্ট ।। তিনি যোগীর অদ-

র্শন, করে সুদর্শন, আসন গরুর পৃষ্ঠ। এ নবনীর তরে ঘরে২ ঘুরে মরে পাপাষ্ঠ॥ তারে পায় না দেবে, মহাদেবে মূলের লিখন স্পষ্ট। তাই কালামুখি কালাকে ভেবে ধর্ম্ম কল্লি নষ্ট॥ জ্ঞানির বচন মিথ্যা নয় শুনা আছে সম্পষ্ট। যার সঙ্গে যার মজে মন সেই তখন তার ইষ্ট॥

রাগিণী আলিয়া। তাল মধ্যমান॥

শুনি কি কলঙ্ক গোকুলে ধনী। ধিক২ লো বৃক-
ভানু নন্দিনী, লয়ে সাজিয়ে সঙ্গে রঙ্গে যত
সঙ্গিনী॥
ছলে কালিন্দীর কূলে কুল হারালি গিয়ে, শুনি
সে কালার বংশীর ধ্বনি। হয়ে কুলাঙ্গনা অঙ্গনে
না কর বাস, রাখাল সঙ্গে বনে বাস, পূজা
করিবারে কালী, গিয়ে মাখিলি কুলে কালি,
বসন হরি হরি করিল উলঙ্গিনী॥

শুনি বৃকভানু নন্দিনী, সুরবর বন্দিনী, বলেন ওলো ননদিনী, ধিক লো ধিক তোকে। সাধে কি লো নিন্দে কিনি, জন্মে যাতে মন্দাকিনী, রেখেছি সেই চরণ কিনি হৃদয় পদ্মোপরে॥ কায কি আমার গোকুল, কায কি আমার গো কুল, আমিত সঁপেছি কুল, অকূলকাণ্ডারির করে। হরি যারে প্রতিকূল, আর তার প্রতিকূল, কে দেয় হয়ে অনুকূল এ তিন সংসারে॥ তুই ভাবিস বিষ স্বরূপ, তিনি ঐ বিশ্বরূপ, তাই শ্যামের বিষস্বরূপ হয়ে রৈলি ব্রজে। অতুল্য ধন ত্যাগ করিলি, হলাহল পান করিল, সুধাভাণ্ড

ত্যজে ॥ রাধা যত বলে শ্যামের গুণ, শুনে কুটিলে জলে দ্বিগুণ, অগ্নি হয় শতগুণ, যেন পাইয়ে আহুতি। হেথায় গোষ্ঠে গোকুলচন্দ্র, পদনখে শোভে চন্দ্র, ভালে চন্দ্র সদা করে যাঁরে স্তুতি ॥ বিধির হৃদির ধন, অরুণ তনয়া তটে গোধন, বেষ্টিত রাখালগণ সব। যার তত্ত্ব পায় না মূলে২, বাঁশী বাজান দাঁড়ায়ে তরুমূলে, শুনে রব শ্রুতিমূলে মত্ত গোপিকা সব ॥ কেহ বলে সই চল২, মন হয়েছে চঞ্চল, চঞ্চল সব চঞ্চলার প্রায়। কুম্ভ কক্ষে যায় আনিতে বারি, আঁখিতে বহে প্রেমবারি, মন উতলা সবারি, পরস্পর কয় ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল জৎ।

বাঁশীর রব শুনে কানে, মন কেনে সই এমন করে। রাখিতে পীতবাসে, রাখিতে সদা অন্তরে ॥ বাসে বাস পরিহরি, সাধ করি হেরিতে হরি, জীবন যৌবন কুল শীল, সঁপি শ্যামের কমল করে ॥

তখন পরস্পর কলসী কক্ষে, গে জল আনিবার উপলক্ষে, কমলার ধন কমলাক্ষে, নিরক্ষীয়ে সব বলে। আহা-মরি সজনি, নির্জ্জনেতে পদ্মযোনি, সৃজন করে রূপখানি পাঠালে ধরাতলে ॥ কুল শীল সমুদয়, সমর্পণ করি দয়, যদি হরি হন সদয়, উদয় হয়ে হৃদে। ঘুচবে মনের অন্ধকার, হবে দেহ নির্ব্বিকার, দাসী হব শ্রীপদে ॥ কি করিবে মোরে পতি, পাই যদি ঐ জগৎপতি, পতিসহ বাস বাসনা নাই।

ননদিনীর বিষম রাগ, গুরুজনার কাছে বিরাগ, করে সই দেখি সর্ব্বদাই ।। ভাল কি করিতে পারে তারা, তারানাথের নয়ন তারা, নয়নেতে করিব অঞ্জন। ঐ ভুবনের কণ্ঠ হার, রাখব করে কণ্ঠহার, স্মরণ নিলে চরণে উহার, বিপদভঞ্জন ।। শুনেছি মুনিরমণী মুখে, স্তব করেন চতুর্ম্মুখে, পঞ্চ মুখে ভব গুণ গান। হরির নাম শ্রবণে জন্মে সুখ, সাধন করেন নারদ শুক, অন্যে কি জানিবে তত্ত্ব যার বেদে নাই সন্ধান ।। উনিত ত্রৈলোক্যপতি, ঐ হতে সকল উৎপত্তি, দিবাপতি নিশাপতি, সুরপতি আদি। পাতালাদি মর্ত্ত্য স্বর্গ, কর্ম্ম কার্য্য যাগ যজ্ঞ, সার অসার উনিই বেদ বিধি ।। মুনিগণে পায় না অন্ত, পাতালে উনি অনন্ত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক লোমকূপে যার। কখন পুরুষ কখন প্রকৃতী, করিতে সুর নরে নিষ্কৃতি, হয়ে হরি নরাকৃতি হরেণ ভূভার ।।

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল একতালা।

শ্যামের তুলনা ধন কি ভবে পায়। অখিল
ব্রহ্মাণ্ডের পতি, ভাবেন পশুপতি, স্তুতি করে
যারে পায়না প্রজাপতি, সুরপতি দিবাপতি,
ভাবেন গঙ্গা উৎপতি যার পায় ।।
নির্ব্বিকার নিত্য বস্তু নিরঞ্জন, রমণীরঞ্জন,
দাশরথী কয় বিপদভঞ্জন, দেন যদি জ্ঞানাঞ্জন
কৃপায় ।।

ভাবে এইরূপ রমণীগণে, লয়ে জল যায় অঙ্গনে, কেহ মনে বিষাদ গণে, লয়ে কুম্ভ কক্ষে। ঘনদৃষ্ট আগে পাছে,

জটিলে আসি যুটে পাছে, যায়২ চায় পাছে, বহে ধারা চক্ষে ।। আবার কেঁদে কহিছে এক নারী, দিদি লো গৃহে যেতে নারি, জেতে নারী করে দিয়েছেন বিধি। নৈলে কি ফিরে হয় যেতে, পাছে রহিত করে জেতে, জেতের একটা আছে যেমন বিধি ।। আবার কেহ বলে কাজ কি জেতে, কেবল নিন্দে করে নীচজেতে, আমি তো সই যেতে নারি বাসে। ভবে যত সামান্য, শ্যামে ভাবে সামান্য, তারা না করিলে মান্য, অমান্যটা কিসে ।। হেথা শ্রবণ কর তদুত্তরে, হরি নিবিড় বনান্তরে, করিলেন গমন। আশ্চর্য্য চমৎকার, মায়া বুঝে সাধ্য কার, নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন ।। এখানে শ্রীদাম আদি রাখাল সব, গোপালের গোপাল সব, হারা হয়ে কেশব, চারণ করে গোঠে। গগণে দুইপ্রহর বেলা, করিতে করিতে খেলা, উপনীত কালীয়দহের তটে ।। পিপাশায় দগ্ধ জীবন, সম্মুখে হেরিয়ে জীবন, গোবৎস রাখালগণ জীবন পানকরে। পান করি বিষবারি, নয়নে বারি অনিবারি, জ্ঞানশূন্য সবারি, পড়ে ধরাপরে ।। শ্রীদাম করি উচ্চঃস্বর, ডাকে কোথা হে ব্রজেশ্বর, প্রাণ যায় ভাই রক্ষে কর, কালীয় দহের কূলে। কোথা রহিলে শ্রীহরি, নিদান কালে আসিয়ে হরি, দেখা দে তোয় নয়নে হেরি, মরি আমরা সকলে ।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠেকা।

কানাই আর নাই সখা তো বিনে। কারে
জানাই জীবন যায় ভাই, কালীয় বিষ জীবনে ।।

পিপাশায় পান করে জীবন, জলে হৃদয়, এ
নিদয় দয় কেমন জীবন, একবার দেখা দেরে
ব্রজের জীবন, আজ বুঝি মরি জীবনে। সদা
তোয় রাখি অন্তরে, বংশীধারি, রাক্তে নারি,
তোরে অন্তরে, তুই রৈলি ভাই বনান্তরে, প্রা-
ণান্ত রে বিপিনে॥

তখন শ্রীদামাদি রাখাল সব, কেঁদে বলে কোথা কেশব,
ক্রমে ক্রমে সবে শব, হলো ধরা শয়ন। হেথায় অন্তরে
জানিলেন কৃষ্ণ, অনন্ত গুণ বিশিষ্ট, পুরাইতে মনোভীষ্ট,
আসি নারায়ণ॥ দেখেন দেহ মাত্র হারায়ে চেতন, রাখাল
গোধন ধূলায় পতন, ত্বরায় করিতে চেতন, চৈতন্য রূপ
হরি। ছিল সবাকার শবাকার, স্পর্শ মাত্র নির্ব্বিকার, চেতন
হয় সবারি॥ সুবল বলে শ্রীহরি, কোথাকারে ছিলে শ্রীহরি
আমরা জীবন পরিহরি, না হেরে তোমারে। পিপাশা
পান করিয়ে জীবন, ত্যজেছিলাম ভাই জীবন, তুমি দা-
দিলে জীবন, আমা সবাকারে॥ সাধে কি তোমার গুণ
গাই, বাঁচাইলে বৎস গাই, আমরাত ভাই সবাই, জ্বরেছি
লাম বিষ জলে। নৈলে কেন তোয় সাধিব, নবনী ক্ষীর স-
বাঁধিব, মিষ্ট লাগিলেই তুলে দিব, শ্রীমুখ মণ্ডলে॥ শু-
হাস্য করি শমন দমন, কিছু দূর করিয়ে গমন, করিতে
কালীয়দমন, কদম্ব বৃক্ষে উঠিয়ে। করি বৃক্ষে আরোহণ,
লম্ফ দিয়ে অবগাহন, প্রবেশ হন জলদবরণ, জলমধ্যে
গিয়ে॥ হলেন জলেমগ্ন জলদকায়, হেরিয়ে রাখাল কাঁদিয়ে

কয়, আমা সবায় বাঁচালি তবে কেনে। ভাই কি দুঃখে ডুবিলি নীরে, সুধালে কি কব আজ জননীরে, ভাসে সদা নয়ন নীরে, পড়ে ধরাসনে ।। বক্ষ ভাসে নয়ন জলে, ঝাঁপ দিতে কেহ যায় জলে, কেহ কূলে কেহ জলে, উন্মাদের প্রায় হয়ে। ছিদাম দেখি বিষম দায়, দিতে সম্বাদ যশোদায়, হইয়ে নিদয় হৃদয়, কহিছে কান্দিয়ে ।। ভাসে দুটি আঁখি জলে, বলে কালিদহের বিষজলে, ডুবেছে উঠিতে দেখি নাই। সে জল করিয়ে পান, আমরা ত্যজেছিলাম প্রাণ, দান দিয়ে সকলের প্রাণ, ডুবিল কানাই ।। শুনি বজ্র-সম ছিদামের বাণী, জ্ঞানশূন্য হতবাণী, হারায়ে রাণী চেতন পতন ধূলে। হেথায় বাতানে ছিলেন নন্দ, শুনে জলে-মগ্ন শ্রীগোবিন্দ, নির্ঘাত আঘাত করেন ভালে। আঁখিতে পথ দেখিতে না পায়, ভাবে মনে নিরুপায়, কি উপায় করি রে এক্ষণে। ভাসে দুইটী নয়ন তারা, বলে মা কোথা রৈলি তারা, দিয়ে অঙ্কে নয়নতারা, হরিয়ে নিলি কেনে ।।

রাগিণী রামকেলী। তাল জৎ।

কোথায় তারিণী, বিপদ হারিণী, একবার হের আসি পদ্মচক্ষে। করে তোমায় সাধন, পেয়ে-ছিলাম যে ধন, কৃষ্ণধন অতুল্য ধন, সে ধন নি-ধন হলো কি ধন আছে ত্রৈলোক্যে ।।
আর কি অর্থ আমার আছে, বল মা যে, বিনে অমূল্য ধন রাজত্ব কি সাজে, কৃপা করি দে মা সে নীলসরজে, ওচরণ সরজে দাসের এই

ভিক্ষে ।। দাশরথি বলে ওহে অবোধ নন্দ, ত্যজ নিরানন্দ পাবে শ্রীগোবিন্দ, কল্লেন বিজয় নিরানন্দ, সদানন্দ, সদানন্দে যে ধন রাখিয়ে বক্ষে ।।

হেথা চেতন পায়ে নন্দরাণী, ত্যজিবারে পরাণী, যায় সঙ্গে রোহিণী, প্রতিবাসিনী সকলে। শিরে শত বজ্রাঘাত, বক্ষে করে করাঘাত, নির্ঘাত আঘাত করে কপালে।। বিদীর্ণ হতেছে হৃদয়, নন্দরাণী কালীয়দয়, তটে উদয় হয়ে পড়ে কাঁদে। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়ে নন্দ, বলরাম সহ উপানন্দ, বলে দেখা দেরে প্রাণগোবিন্দ, আঘাত করে কর হৃদে।। পতিত নন্দ ধরাতলে, কেবা কারে ধরে তোলে, কেহ কালিদহের জলে, ঝাঁপ দিতে যায়। কেউ কাঁদিছে উচ্চৈঃস্বরে, ডাকিয়ে গোকুলেশ্বরে, কেউ বা গিয়ে গোপেশ্বরে, ধরিয়ে বুঝায় ।। চেতন নাই নন্দরাণীর, কেবল নয়নে বহিছে নীর, রাম জননী রোহিণীর জ্ঞান মাত্র নাই। রাখাল কাঁদে অধোমুখে, গোধন ডাকে ঊর্দ্ধমুখে, গোপীগণ কাঁদে মুখে২, কাঁদিছেন বলাই।। হরি ডুবেছেন কালিদয়, শুনে কুটিলের প্রফুল্ল হৃদয়, জটিলেরে হেসে২ বলে। ঘুচালেন বিধি মনস্তাপ, দুর হলো গোকুলের পাপ, কালামুখ কালা ডুবেছে জলে।। কি আমোদ এসে যুট্‌লো, আহ্লাদে পেট ফেটে উঠ্‌লো, আহ্লাদ ধরে না মা আর অঙ্গে। এত আহ্লাদ কোথায় ছিল, আহ্লাদে গা শীউরে উঠলো, আহ্লাদ ঘুরিছে সঙ্গে২।। আহ্লাদে প্রাণ কেমন করে,

এ আহ্লাদ কৈব কারে, যশোদা মাগীর গৌরব ঘু
গেল। বলা যায় কি দুঃখের কথা, নন্দ গাঁয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা,
দই বেচে যার মাথায় টাক হলো।। এইরূপ মায়ে ঝিয়ে,
হাসে আহ্লাদে মজিয়ে, হেথায় শুন কালিদহের কূলে।
ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে বলরাম, নয়নে বারি অবিরাম, ঘনে-
শ্যাম কোথা আয় ভাই বলে।।

রাগিণী ললিতঝিঁঝিট। তাল ঝাঁপতাল।

কানাই আয় ভাই তুই কি জলে হারালি চৈ-
তন্য। ও শ্যামরায়, আসি ত্বরায়, দেখ মা
ধরায় অচৈতন্য।।

ও প্রাণ কেশব, সখা যে সব, সে সব শব তোমা
ভিন্ন। কাঁদে ধেনু, রে নীলতনু, মধুর বেণু নি-
রব জন্য। গোপিনীরে দুঃখ নীরে, ডুবালি
ডুবিয়ে নীরে, ভাসে নয়ন নীরে, তারা না
জানে আর অন্য।।

হেথায় দর্পহারী হরি, কালিয়ের দর্প হরি, চরণ প্রদান
করি শ্রীহরি, কালিয়ের শিরে। তুষ্ট হয়ে পীতাম্বর, ভুজঙ্গেরে
দিলেন বর, দয়াময় দয়া প্রকাশ করে।। যে চরণ অভিলাষে,
মহাকাল কৈলাসে, দৃশ্যমুদে সদা অচেতন। প্রজাপতি
সুরপতি, দিবাপতি নিশাপতি, গঙ্গা উৎপত্তি এমন চরণ।।
যে চরণ পাবার লাগি, শুক নারদ প্রভৃতি যোগী, সর্ব্ব-
ত্যাগী হয়ে সনকাদি। করে তাঁরা আরাধন, তবু হয় না
যোগসাধন, যুগে২ থাকি নয়ন মুদি।। যে পদ বলি শিরে

ধরিল, পাষাণ মানবী হলো, কাষ্ঠতরী হলো স্বর্ণময়। আহা-মরি কিবা পুণ্য, ধন্য কালীয় ধন্য২, সে চরণ অনায়াসে মাথায় লয়।। ছিল কালীয়দহের বিষবারি, সে বারি বিপদ বারি, অমৃতকুণ্ডের বারি, তুল্য করি' যান। কালীয়দহের হরি, লয়ে সব বিষহরি, তথা হইতে শ্রীহরি, করেন কৃপা নিদান।। ক্রমেতে ভুবনের চূড়া, জল হইতে দেখান চূড়া, কটিতে বেড়া পীতধড়া, গলে বনমালা। আসি দাঁড়াইলেন শ্রীহরি, সকলের দুঃখ হরি, রাখাল মাঝে গোষ্ঠ বিহারি, রূপে ভুবন আলা।। দেখে যশোদা আসি প্রাণবিকলে, শ্রীকৃষ্ণে লইয়ে কোলে, চুম্ব দেন বদনকমলে, নয়নজলে ভাসি। আবার দক্ষিণ কক্ষে বলরাম, বামকক্ষে ঘনে, শ্যাম, হলো দুঃখের বিরাম, আনন্দ উদয় আসি।।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল জৎ।

শ্যাম জলদবরণ বামে রাম রজতগিরি দক্ষিণে।
দেখে যশোদার যুগল কক্ষে যুগল রূপ যুগল নয়নে।।
পদতলে তরুণ অরুণ কিবা শোভা করে, নখরে পতিত কোটি২ সুধাকরে, ঐ রূপ হেরিতে সাধ ত্রিলোচনে। দাশরথি কুমতি অতি, ভক্তি স্তুতি বিহীনে, কি হবে তার ভবে গতি সঙ্গতি ওধন বিনে, তার হয় কি দৃষ্ট রামকৃষ্ণ যুগল রূপ যুগল নয়নে।।

কালীয়দমন সমাপ্তঃ।

পাঁচালী।

বসন্ত আগমনে বিরহিণীদিগের বিরহ বর্ণন।

হেমন্তের মিয়াদ গত, বসন্ত হলো আগত, ওষ্ঠাগত বিরহিণীর প্রাণ। আমলা ঘোর তস্কর, দুরন্ত রাজ কিঙ্কর, ঘন২ চাহে কর, নাহি পরিত্রাণ॥ রাষ্ট্র হলো ত্রিপুরে, রাজ্য কাছারী চিৎপুরে, রতন রায় যতন করে দিয়েছে। করিতে মহল শাসন, সদা লয়ে শরাসন, শহরে২ ঘুরিতেছে॥ পিকবর মধুকর, এদের শাসন দুষ্কর, করের জন্যে বাঁধে গিয়ে। করিতে দ্বিগুণ ব্যাপার, সবে হয়ে গঙ্গাপার, ঘোর ব্যাপার হলো পাড়াগাঁয়ে॥ চাহে কর পিকবর, লোমাঞ্চ হয় কলেবর, যুটে একত্রে যত বিরহিণী। কেহ বলে সই যাই কোথা, যাঁর যে মনের কথা, কহে সবে যেন পাগলিনী॥ এক ধনী কয় কি করি, পতি গিয়াছে বিবাহ করি, পিতা মাতায় আদর করি, রাখিবে কত দিন। কচে

না সই ভাত আর, জম্মে পেলেম না ভাতার, আশা পথ চেয়ে তার, আছি নিশি দিন ।। ষোল বৎসর হলো বয়স, রমণ রমণ রস, জম্মে তো জানি নাই লো দিদি । রৈল কান্ত দেশান্তরে, যে যাতনা পাই অন্তরে, এ ব্যাধির কোথা পাই ঔষধি ।। হৃদয়ে জ্বলিছে আগুণ, ছি তার এমন গুণ, গুনং করিয়ে কাঁদি কত । মরি মদনের শরাসনে, পাছে পিতা মাতা শুনে, শয়নাসনে পড়ে থাকি জ্ঞান হত ।। একি সই হলো দায়, গেলাম প্রেমের দায়, কুল শীল রাখা দায় হলো । দুঃখের কথা যায় কি বলা, বিধি করেছেন অবলা, বলাবলিতে কত রাখি বল ।।

রাগিণী পরজ । তাল একতালা ।

বুঝি কুল শীল রাখা হলো দায় লো । একি দায়
লো, হায়২ লো, বুঝি জীবন যায় লো, যে
যাতনা কব সখী কায় লো ।।
পতির সহ বঞ্চিতে, পেলামনা তাতে বঞ্চিতে,
যে দুঃখ চিতে, জ্বলে প্রাণ যেন রাবণের চিতে,
থাকে প্রাণ কদাচিতে, কিসে রয় বজায় লো ।
মরি লাজে লাজ পেয়ে লাজ যায় লো ।।

শুনে বলে আর এক নারী, আর যাতনা সইতে নারি, থাক্কে পতি উপপতি করি কেমনে । বলে গিয়েছে আসিব কাল, কাল হলো মোর বিষম কাল, আর কতকাল প্রবোধ মানে ।। গণ্ডমূর্খ এমন অসভ্য, আমার মাথায় হাত দে কল্লে দিব্য, দিব্যজ্ঞান হয়েছে সেথা গিয়ে । পেটে নাই

বিদ্যার অংশ, ক অক্ষর গোমাংস, ভেবে২ গায়ের মাংস, গেল শুকাইয়ে ।। আছি দিবা নিশি করে আশা, তার আসা অগস্ত্যের আসা, আশা পথ নিরক্ষীয়ে নয়ন আছে। সে কল্লে মোরে এবারিস, অলস রাখি লয়ে বালিশ, সালিস করে নালিশ করি কার কাছে ।। তত্ত্ব লয়না লোকের দ্বারা, আছে লয়ে পরদারা, গেল আপন দারা, কারাবদ্ধ করিয়ে। হয়ে মোরে প্রতিকূল, দিয়ে গিয়েছে ব্যাংকুল, গেলাম যৌবন তুফানে পাইনে কূল, যায় দুকূল হানিয়ে ।। তাতে আমি নবীনে তরী, কাণ্ডারী বিনে কি তরী, কিসে তরি ডুবিলাম তুফানে। দফরায় যাচ্চে গালি ফেঁসে, এর পরে কি করিবে এসে, ভেসে২ বানচাল হলো মাজখানে ।।

রাগিণী আলিয়া। তাল জৎ।

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে। ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে ।।
যদি আসিবে ত্বরায়, লাগাব কিনারায়, তবে রৈ সই আর ডুবিনে। মলয়ার সমীরণে, নদীর তুফাণ বাড়িছে দিনে২, ভেঙ্গে গেল হাল, ছিঁড়ে গেল পাল, কত থাকে আর আশা গুণে ।।

এই রূপ বলে যুবতী, শুনে কয় এক রসবতী, কুলিন পতি প্রজাপতি দিয়েছে। দৈবে যদি দয়া করে, এসেন দুই তিন বৎসর পরে, মনান্তরে রাত কেটে গিয়েছে ।। নাইকো তার ঘর বাড়ী, কিবল কথার আঁটুনি রাড়াবাড়ি, শ্বশুর

বাড়ী খেয়ে কান্তি পুষ্ট। তিনি বেড়াতে যান্‌না কোন পাড়া, পাছে জিজ্ঞাসে লেখা পড়া, মেজাজ কড়া বচন কড়া, সকলের প্রতি রুষ্ট॥ এম্নি হতমূর্খ গরু, যেন নিশ্চয় এসেছে গুরু, কেবল টাকা কাপড় চায় বিছানায় শুয়ে। আমি যদি কোন চেষ্টা করি, সে শুয়ে রয় পাছু করি, হুঁক ধরি মটকা পানে চেয়ে॥ তাতে আষাঢ় শ্রাবণের নিশি, কথায়২ অস্ত শশী, মসিমুখ দেখেনাক চেয়ে। থাক্তে ভাতার উদ্‌মোর াঁড়ি, যান্না কেন যমের বাড়ী, থাকিনা কেন বাপের বাড়ী, অমন ভাতারের মাথা খেয়ে॥

রাগিণী সুরট। তাল একতালা।

আর কেউ করোনা কুলিন বরে কন্যাদান।
দেখেং সই হলাম হতজ্ঞান॥
বিচ্ছেদ বাণে দগ্ধ পঞ্চবাণের বাণে, দিবা নিশি দগ্ধ প্রাণে, জানা থাক্তো এমন যদি, একাদশী ভাল দিদি, অমন কুলের মুখে হুতাশন প্রদান। কিছু জানেনা রস, মানেনা অপৌরষ, কুলিনদের লব থাব শোবনাকো, কেবল সদা টাকা চান॥

শুনে বলে আর এক রসবতী, মন্দ কি কুলিন পতি, মান্য গণ্য সকলকার কাছে। তুমি যে বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বল, সবার উপর মুখ উজ্জ্বল, তার বাড়া সুখ আর কিসে আছে॥ দোষ দিলে কি হবে পরে, এসেত ছয়মাস বৎসর পরে, আমি হলে তার উপরে, করি কি অভিমান। টাকা দিতাম আদ-

কর্ত্তাম, কত রকমে মন যোগাতাম, যেতে কি সই তারে দিতাম, অন্য২ স্থান।। আমিত বংশজের নারী, যে দুঃখ পাই বলিতে নারি,কোথাও যেতে নারি, জেতে নারী করি তাই ভয়। বিয়ে হয়েছে বাল্যকালে, পতি চিনিনে কোন কালে, যে পর্য্যন্ত হয়েছে জ্ঞান উদয়।। যায় এ নবযৌবন কাল, তায় উপস্থিত বসন্তকাল, কালসম প্রহার করিছে আসি। মদনের পঞ্চশরে, কোকিলের কুহুস্বরে, তাতে প-তির বিচ্ছেদ শরে, কাঁদি দিবা নিশি।। একবার মনে হয় পেলাম না পতি, করি না হয় উপপতি, সতীত্ব লয়ে কি ধুয়ে খাব। দুঃখের কথা কারে বলি, লজ্জাখেয়ে কারে বলি, মনে করি বলাবলি, দিদির বাড়ী যাব।। এজ্বালা গিয়ে নিভাই, ভগ্নিপতির আছে ভাই, সদয় হয়ে সে আ-দর করিবে কত। ঘোম্‌টা দিয়ে নয়ন ঠেরে, ইসারা করে ঠারে ঠোরে, দেখাব তারে মনোগত ভাব যত।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল পোস্তা।

বিরহ জ্বালাতে হলো দগ্ধ প্রাণ। তায় পঞ্চ-
বাণ, হানে বাণ, কেবল বিরহী বধিতে সই
সদা করে সুসন্ধান।।
আবার ভাবি থাক্তে পতি উপপতি কেমনে,
সখী দিবস রজনী তাই ভাবি মনে২, কল্লে
অগস্ত্য গমনে গমন, গণ্ডমূর্খ হতজ্ঞান।।

আবার বলে শুন সই, যে যাতনা জন্ম সই, খতে সই দিইনেত তার কাছে। আমি একা থাক্‌ব জন্ম বাস,তুমি রবে

প্রবাস, আসবে না আর বাসে লেখা আছে।। এর যুক্তি বলি শুন সকলে, বাটী হইতে ছলে কলে, গঙ্গাস্নান বলে বারুণীর যোগে। কেন বিরহানলে জ্বলি, কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, আরোগ্য লাভ করিগে বিচ্ছেদ রোগে।। হলো ভেবে সোণার অঙ্গ কালি, ডাক্তারের মুখে চূণকালি, দিব কালী দয়া করেন যদি। আর রবেনা বিরহ বিরহ বিকার, হাতে২ প্রতিকার, গেলেই সদ্য আরাম বৈদ্য পায় দিদি।। আর হাতুড়ের হাতে কেন পুড়ি, দিবা নিশি খোলাপুড়ি, শয্যায় পড়ি আশা পিপাশায় মরি। তারা ধাতু ঘটিত ঔষধ দিবে, ধাতু পেলেই ধাতু সুস্থ হবে, থাকবে না রোগ শহরে সহচরী।। যদি কও এখানেওত হয় আরাম, এমন কত শত শক্ত বেয়ারাম, করিছে আরাম বৈদ্য আছে এমন। তা ডাক্তে পাই কই অবকাশ, হতে মাত্র রোগ প্রকাশ, হব নিকাশ সঙ্গে ননদ শমন।। একে মদনের শরাসন, তাতে দগ্ধ সদা মন, তার উপর ননদীর শাসন, কেমন তা শুন।।

রাবণ যেমন শমনকে শাসন করে রেখেছিল অশ্বশালে। ইন্দ্রজিত ইন্দ্রকে শাসন কল্লে বেঁধে ইন্দ্রজালে।। ব্রহ্মা শাসন হলেন কৃষ্ণের গোবৎস হরিয়ে। কৃষ্ণের শাসন কল্লেন প্যারী কুঞ্জে কুঞ্জরী হইয়ে।। কুম্ভকর্ণ বধের শাসন ঘুমের বর মেগে। মারীচ সুবাহু রাক্ষস শাসন মুনিগণের যাগে।। গোলোকপতি শাসন যেমন প্রহ্লাদ ধ্রুবের কাছে। আদ্যাশক্তির শাসন যেমন কালকেতু করেছে।। লক্ষ্মী যেমন

শাসন হয়েছেন জগৎশেটের ঘরে। শিব যেমন শাসন হয়েছেন গরল পান করে।। হলো গরুড় শাসন হনূমানের কাছে পদ্ম আনিতে গিয়ে। হনূমান শাসন হলো রামের ফলটি খেয়ে।। চন্দ্র সূর্য্যের শাসম যেমন রাহু কেতুর কাছে। সূর্পণখার শাসন যেমন লক্ষ্মণ করেছে।। দুর্য্যোধন শাসন যেমন ভীমের হাতে হলো। তেম্নি ঐ পোড়া মদন শিবের কাছে শাসন হলো।।

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

অবলা বলে কি এত সয় সয় রে। জ্বলে
কায়, কব কায়, হায় হায় হায় রে।।
উহুহু আহাহা মরি মরি প্রাণে, দুরন্ত কৃতান্ত
সম মদনেরি বাণে, নাহি ত্রাণ কুল মান, হলো
রাখা দায় রে।।

শুনে কহিছে এক রমণী, ভাতার যে গুণের গুণমণি, মদনকে দোষ দিলে অমনি, কি হবে তা বল। বসন্ত চির-কালতো আছে, পতি যদি থাকে কাছে, তবে কি সবে মদন জালাতে জল।। আবার বল্লি শহরে যাবি, খানকী নাম লিখাইবি, প্রেমসাগরে পড়ে খাবি খাবি, সে বড় লাঞ্ছনা। সে বাঁধবে চুল করবে বেশ, দেখলেই লোকে বলবে বেস, মিটাবে আয়েস কত জনকে লয়ে। যদি বক্তে পায় জন্মিবে ক্ল্যাস, নৈলে ভাঙ্গিলে দন্ত পাকলে কেশ, খাবে শেষ টুক্রি হাতে লয়ে।। এখন হবে বাদশাজাদীর মতন চাল, শেষে হাটখোলাতে কাঁড়বে চাল, এ সব চাল

থাক্‌বে তখন কোথা। এখন গ্রাহ্য হবেনা বাণারসী শাড়ী খানায়, শুয়ে থাক্‌বে বালাখানায়, আতর গোলাব মাখবে গায়ে বাবুআনা কথা॥ তখন পরবে ন্যাকড়া আটগাঁটি ছিড়ে, গায়ে ভিসির ধূলা লাগবে উড়ে, মাথা যুড়ে জটা পাকিয়ে যাবে। গেছোপেত্নির মতন হবে আকার, মুটে মজুরে দিবে ধিৎকার, খোলার ঘরে ছেঁড়া চেটায় শোবে॥ এখন গায়ে দিবে জামিয়ার, টপ্পা গাবে সরিমিয়ার, কত শত বাবুমিয়ার, ইয়ার হয়ে থাকবে। হলে গায়ের মাংস ললিত কেউ কবেনা কথা, মিলবেনাক ছেঁড়া কাঁথা, এসব সজ্জা রবে কোথা, শেষে গৌর বলে ডাকবে॥ তবে মিছে কেন করিস ভুল, একবারেই কি হলি বাতুল, সুপ্রতুল একর্ম্মে কোথা আছে। ও সব কথা কায নাই তুলে, গৌর বলে দুইহাত তুলে, ভেক লয়ে যাই ভেকধারিদের কাছে॥

রাগিণী বাহার। তাল একতালা।

এতে হান কি বল খানকী হবার মুখে ছাই।
নিশি দিন ভাবি তাই, আজ ভেক লব বৈষ্ণবী
হব যা করেন গৌর নিতাই॥
আর কি করিতে পারিবে সই অনঙ্গে, সদা
আকড়ায় ফিরব মজা করে সঙ্গে, ঘোমটা
খুলে বাহু তুলে, ডাকব এসো হে জগাই মা-
ধাই॥

সই এই কথায় কর মনকে ঠিক, হইওনা আর বেঠিক, হয়ে ঠিক সকলেতেই চল। গলায় পর তুলসীর হার, যদি

সুখে সব করবি বিহার, হরিনামের ঝোলা করে কর, মুখে গৌর গৌর বল ॥ যদি বল বৈষ্ণব কোথা খুজবো পাড়াং, গেলেই হবে মালপাড়া, তা আমার কপাল পোড়া, ভাবছ বুঝি তাই। বড় মনে হচ্চে উৎসব, আজ কাল গোঁসাইদের মোচ্ছব, মেলা মোচ্ছব লেগেছে ঠাঁইং ॥ এতে হবেনা অধর্ম্ম, বৈষ্ণবতা এও এক ধর্ম্ম, সতিত্বধর্ম্ম নষ্ট হবেনা এতে। শুনব না কথা লোকের দ্বেষ, ভ্রমণ করিব দেশ বিদেশ, ছেড়ে দেশ যাব শ্রীক্ষেত্রেতে ॥ সঙ্গে সঙ্গে থাকবে নাথ, রথে দেখিব জগন্নাথ, কে রাখে আটকে আটকে বাঁধবো সেথা। পরে বাস করিব বৃন্দাবনে, ভ্রমণ করিব ন বনে, মজা করিব কে কবে কি কথা ॥ শুনে কেউ বলে পথ নয় সোজা, ভাল বরং কর্ত্তাভজা, হবে মজা বজায় রবে দুই দিকে। কিছুতো কবেনা পিতা, যা করেন শচী-মাতা, তাতে মমতা করিবে সকল লোকে॥ এতে রাগ-রেনাকো ঘরের কর্ত্তা, মনের মতন যুটিবে ভর্ত্তা, ভজন করিব নির্জ্জনে দুজনে। হবেনা কারো মনের ভার, দেশ সুদ্ধ এ ব্যবহার, সভার মাঝে লাজ পাবনা মনে ॥ কেন দুঃখ পাও বারে বারে, যাব প্রতি শুক্রবারে, শর্করা ক্ষীর মণ্ডা মুণ্ডি লয়ে। আর লয়ে যাব কত ফল, হাতে হাতে পাব ফল, ফল দেখাব কর্ম্মফল, দিবেন কর্ত্তা ফলিয়ে ॥ ভজিব কর্ত্তার শ্রীচরণ, করবেন যখন বস্ত্রহরণ, মন দুঃখ নিবারণ, অমনি সবার হবে। বৃক্ষে উঠে হবেন মুরলীধর, আমরা করে ঢাকিব পয়োধর, হেসে অধো করিব অধোর,

তখন কত সুখ পাবে ॥ হবে ব্রজের লীলা শুন বলি, কেউ বৃন্দে কেউ চন্দ্রাবলী, ললিতে আদি কেউ হবে শ্রীরাধা। এখন ঐ পথ ভারি চটক, কেউ কারে করবেনা আটক, এ কর্ম্মেতে কেউ দিবেনা বাধা ॥

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

কর্ত্তা ভজন কর্ত্তে যাই চল সকলে। বজায় থাকবি যদি দুকূলে, কেন যাস হয়ে ব্যাকুলে. হারিয়ে দুকুল কুল ত্যজে অনন্তকুলে ॥
এতে কর্ত্তেছে মজা কত জন, দেখায়ে পূজার আয়োজন, যাব নির্জ্জন স্থানে প্রতি শুক্রবার হলে। তাতে নাই পৌরষ এতে কত রস, লব রসিক কর্ত্তা যুটিয়ে আশু রসের মোয়াম যাবে খুলে ॥

বিরহ বর্ণন সমাপ্তঃ।

শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত